পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 63 Monday, 2 February, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৬৩ সংখ্যা ❋ ১৯ মাঘ ১৪৩২, সোমবার, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম দরজায় মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব তিনি। এসআইআর-র জেরে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর অভিযোগ তুলে লাগাতার সরব হচ্ছেন। এবার নির্বাচন কমিশন ও সিইও দফতরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে পিটিশন দায়ের করেছেন। সোমবার নয়াদিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করার কথা মমতার। তার আগে শীর্ষ আদালতে তাঁর মামলা নিয়ে শোরগোল পড়েছে। এসআইআর নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে একের পর এক চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসব চিঠিতে হিয়ারিংয়ে বিশিষ্টজনদের ডাকা নিয়ে সরব হয়েছেন। আবার এসআইআর-র জেরে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করে এসআইআর প্রক্রিয়া স্থগিতের দাবি জানিয়েছেন। এর আগে এসআইআর নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন তৃণমূলের দোলা সেন ও ডেরেক ও'ব্রায়েন। সেই মামলার শুনানিতে তৃণমূলের আবেদন মেনে কমিশনকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। তৃণমূলের অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সঠিকভাবে পালন করছে না কমিশন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে বলেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করবেন। নিয়ম অনুযায়ী, শীর্ষ আদালতে নথিভুক্ত আইনজীবী কিংবা স্বয়ং মামলাকারী সওয়াল করতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা করায় তাঁর সওয়াল করার সুযোগ রয়েছে। তিনি শীর্ষ আদালতে আবেদনটি দায়ের করেন গত ২৮ জানুয়ারি। তবে এখনও মামলার শুনানির কোনও তারিখ ঠিক হয়নি। তবে বুধবার শীর্ষ আদালতে দোলা, ডেরেকদের দায়ের করা মামলার শুনানি রয়েছে। আগামিকাল কমিশনের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে বৈঠক করবেন মমতা। তাঁর সঙ্গে থাকবে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কমিশনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন, তখন আগামিকালের বৈঠকে আলোচনা কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এদিকে, কমিশনের বিরুদ্ধে মমতার মামলা দায়েরকে কটাক্ষ করে বিজেপির সজল ঘোষ বলেন, ''এতগুলো রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে শুধু বাংলায়। রাজ্য সরকার ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করলে এই সমস্যাই হত না।''

ঐতিহাসিক বাজেট মোদি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ লোকাল থেকে গ্লোবাল- বিকশিত ভারতের যাত্রায় এই বাজেট ঐতিহাসিক হয়েই থাকবে বলে মত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এই বাজেট শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব আনবে বলেও দাবি তাঁর। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এই বাজেট ঐতিহাসিক, যা তুলে ধরেছে নারী শক্তিকে। নিজের মন্ত্রীত্বকালের নবমবার বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী।' আসন্ন অর্থবর্ষের বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্র, ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পে ভরে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তৈরি হবে স্থায়ী কমিটি। গঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয় হাব। যুব প্রজন্মের নজরকাড়া গেমিং, অ্যানিমেশন - সব নিয়ে চর্চা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। মোরি মতে, 'এই বাজেট নতুন ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর করেছে। নারী, যুব প্রজন্ম এবং উদীয়মান শিল্পগুলিকে বাড়তি গতি দেবে। বাড়বে কর্মসংস্থান।' এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি ঘোষিত 'সব চুক্তির জননী' বা ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে চূড়ান্ত হওয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন মোদি বলেন, ''সম্প্রতি ভারত যে মাদার অব অল ডিলস চূড়ান্ত করেছে, তার সর্বোচ্চ লাভ যাতে ভারতের যুব সমাজ এবং উদ্যোগপতিরা পেতে পারেন, সেই কথা মাথায় রেখেই এই বাজেট তৈরি করা।''

বড় ঘোষণা নেই, অপ্রাপ্তির দীর্ঘ তালিকা

বাজেট ২০২৬

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ শিয়রে পাঁচ রাজ্যের ভোট। তাই রাজনৈতিক ধর্ম বজায় রেখেই রবিবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনে লোকসভায় পেশ করা বাজেট প্রস্তাব ভাষণে ভোটমুখী বেশ কিছু ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট করে বরাদ্দ প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিতে কিছু না বললেও তাঁর ঘোষিত প্রকল্পগুলির মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও কেরলের মতো বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলির উন্নয়ন প্রস্তাব। বিশেষত নারকেল উৎপাদন। উপকূলীয় ও বদ্বীপ এলাকার এই রাজ্যগুলি দেশে নারকেল উৎপাদনে প্রথম সারিতে। এছাড়াও ভারত বিশ্বে নারকেল উৎপাদনে প্রথমস্থানে বলে নির্মলা এই উৎপাদনে জোর দিয়ে রাজ্যগুলির অর্থনীতিতে জোয়ার আনার ঘোষণা করেন। নারকেল ছাড়াও কাজু বাদাম ও কোকো উপাদনেও বিশেষ নজর রয়েছে নির্মলার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির কৃষিজ উৎপাদনে আলাদা করে প্রকল্প ঘোষণা রয়েছে। বাজেট মানেই শুধু সংখ্যার খেলা নয়, বাজেট মানে রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন করে আঁচড় কাটা। সংসদে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের নবম কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশের পর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এই বাজেটের অর্থনৈতিক ভাষ্যের ভিতরেই লুকিয়ে রয়েছে একটি রাজনৈতিক ভাষ্য। বিশেষ করে যেসব রাজ্যে চলতি বছর ভোট- পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল এবং অসম-সেই রাজ্যগুলির দিকে নজর দিলে বোঝা যায়, বাজেট কার্যত একটি নির্বাচনী বার্তার নথি। ২০২৫ সালে বিহারে ভোট থাকায় সেই বছরের বাজেটে বিহার ছিল বিশেষ ফোকাসে। তার আগেও ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম ও পুদুচেরি নিয়ে ছিল একাধিক ঘোষণা। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই ভোটমুখী রাজ্যগুলিকে ঘিরে সাজানো হয়েছে বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কেন্দ্রীয় বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন, দেশের নারকেল খাতকে শক্তিশালী করতে একটি বিশেষ 'কোকোনাট প্রোমোশন স্কিম' চালু করা হবে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হবে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। তার জন্য পুরনো ও কম ফলনশীল গাছ সরিয়ে নতুন, উন্নতমানের চারা রোপণের ওপর জোর দেওয়া হবে, বিশেষ করে প্রধান নারকেল উৎপাদক রাজ্যগুলিতে। একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রী কাজু ও কোকো খাতের জন্যও একটি লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কাঁচা কাজু ও নারকেল উপাদন ও প্রক্রিয়াকরণে ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলা, রপ্তানি প্রতিযোগিতা বাড়ানো এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতীয় কাজু ও কোকোকে বিশ্ববাজারে প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের উদ্দেশ্য। নতুন নীতিতে নারকেলের বিশেষ গুরুত্বকে আলাদা করে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতে নারকেল শুধু একটি কৃষিপণ্য নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের অংশ-আঞ্চলিক রান্না, স্বাস্থ্যচর্চা এবং ঘরোয়া ব্যবহারের সঙ্গে এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে ভারত বিশ্বের শীর্ষ নারকেল উৎপাদক দেশগুলির অন্যতম। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দেশে প্রায় ১৫.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন নারকেল উপাদিত হয়েছে, মোট চাষের জমি ছিল প্রায় ২৩.৩ লক্ষ হেক্টর। উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতির মাধ্যমে ২০২৬ সালের মধ্যে উৎপাদন বেড়ে প্রায় ১৭.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উপাদনের দিক থেকে কর্নাটক বর্তমানে দেশের শীর্ষে। ২০২৪-২৫ সালে রাজ্যটি প্রায় ৬,১৫১ মিলিয়ন নারকেল উৎপাদন করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু, যার উৎপাদন প্রায় ৬,০৯১ মিলিয়ন। এই দুই রাজ্য মিলিয়ে দেশের মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি জোগান দেয়। কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানাও গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক রাজ্য। তবে ধারাবাহিক নীতি সহায়তা এবং প্রযুক্তিনির্ভর চাষ-এর ফলে কর্নাটক কেরলকে পিছনে ফেলে শীর্ষে উঠে এসেছে। জাতীয় স্তরে ভারতের নারকেল উৎপাদনশীলতা গড়ে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৯,৬৮৭ থেকে ৯,৮৭১টি নারকেল, যা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম উচ্চ। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিই মূলত এই শিল্পের মেরুদণ্ড। এই খাত সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের জীবিকা জোগায় এবং কয়ার, নারকেল তেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ-এর মতো সহায়ক শিল্পকে শক্তি জোগায়। এর পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী ৫০০টি জলাধার ও 'অমৃত সরোবর'-এর সমন্বিত উন্নয়নের প্রস্তাব দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য উপকূলীয় অঞ্চলে মৎস্য মূল্যশৃঙ্খল শক্তিশালী করা এবং স্টার্ট-আপ, মহিলা পরিচালিত গোষ্ঠী ও ফিশ ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন-এর মাধ্যমে বাজার সংযোগ তৈরি করা। প্রাণিসম্পদ খাতেও বড় ঘোষণা এসেছে। এখানে ঋণ-সংযুক্ত ভর্তুকি, গবাদি পশু খামারের আধুনিকীকরণ, দুগ্ধ ও পোলট্রি কেন্দ্রিক সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল এবং লাইভস্টক ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গঠনে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঘোষণাগুলি শুধু উন্নয়ন নয়, স্পষ্টভাবে শিল্প, কৃষি উৎপাদন ও পরিবহণের দিকে ইঙ্গিত করে। ডানকুনি থেকে সুরাত পর্যন্ত নতুন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর তৈরির প্রস্তাব কার্যত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের শিল্প ক্ষেত্রকে যুক্ত করার কৌশল। একই সঙ্গে দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে পূর্ব উপকূলীয় শিল্প করিডর গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এর রাজনৈতিক অর্থ স্পষ্ট- শিল্পহীনতার অভিযোগে জর্জরিত রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নের পতাকা তুলে ধরতে চাইছে। পর্যটনের ক্ষেত্রেও 'পুর্বোদয় রাজ্য' হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে সামনে এনে পাঁচটি পর্যটন কেন্দ্র এবং চার হাজার ই-বাস চালুর ঘোষণা আসলে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মোড়কে নির্বাচনী বিনিয়োগ। উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন- সব অঞ্চলকেই এতে রাজনৈতিকভাবে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা রয়েছে। তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে বাজেটের ভাষ্য আরও কৌশলী। এখানে একদিকে হাইস্পিড রেল করিডর- চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরু, চেন্নাই থেকে হায়দরাবাদ। অন্যদিকে, তামিলনাড়ু-অন্ধ্রপ্রদেশ সীমানা সংলগ্ন পুলিকাট লেক-এ বার্ড ওয়াচিং ট্রেল। অর্থাৎ পরিকাঠামো এবং পরিবেশ- দুটোকেই একসঙ্গে তুলে ধরা। পাশাপাশি টিয়ার টু ও টিয়ার থ্রি শহরের পরিকাঠামোর জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ, যার মধ্যে মন্দির শহরগুলিও রয়েছে। এটি সরাসরি সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক আবেগের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক বার্তা। কেরলের ক্ষেত্রে মূল ফোকাস দুষ্প্রাপ্য খনিজ সম্পদ এবং পরিবেশ। ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর সঙ্গে কেরলকে এক সারিতে রেখে খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরির কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি কচ্ছপ সংরক্ষণ প্রকল্প কেরলের পরিবেশবান্ধব ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় উপস্থিতি জোরদার করার চেষ্টা। কেরলে যেখানে কেন্দ্রের রাজনৈতিক জমি দুর্বল, সেখানে উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর কৌশল স্পষ্ট। অসমের ক্ষেত্রেও ২০ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামো বরাদ্দ একই রাজনৈতিক সূত্র মেনে চলে। মন্দির শহর উন্নয়নের মাধ্যমে ধর্মীয় পর্যটন এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে সামনে এনে বিজেপির রাজনৈতিক ভিত্তি আরও মজবুত করার পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বাজেটে। উত্তর-পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘদিনের অবহেলার অভিযোগ ভাঙতেই এই ঘোষণাগুলি কার্যত একটি রাজনৈতিক বিনিয়োগ। বাজেট তাই শুধু আর্থিক নথি নয়, এটি ২০২৬ সালের রাজ্য নির্বাচনের প্রাক-প্রচারপত্র। সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই রাজনৈতিক ভাষ্যই আসলে সীতারামনের বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। যা নিয়ে বিরোধী দলগুলি এতটুকুও খুশি হয়নি।

বাজেটে একেবারেই বঞ্চিত বাংলা, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ আক্ষরিক অর্থেই একেবারে কথার ঢক্কানিনাদ তবে অর্থহীন। দিল্লি যাওয়ার আগে কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে মুখ খুললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এই বাজেট, 'একেবারেই ফুল অফ সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি।' এবারের বাজেটে দেশ জুড়ে সাতটি হাইস্পিড রেল করিডর তৈরির ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁর মধ্যে একটি জুড়বে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। সঙ্গে ক্যানসার, ডায়াবেটিসের ওষুধ-সহ বেশ কিছু ওষুধের দাম কমা আর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে নয়া ফ্রেট করিডর গঠনের কথাও ঘোষণা করেছেন নির্মলা। হুগলির ডানকুনি থেকে পশ্চিমে সুরাতকে যুক্ত করবে সেই ফ্রেট করিডর। বারণসীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রধান শহর শিলিগুড়িকে জুড়বে হাইস্পিড রেল করিডর। সাতটি হাইস্পিড রেল করিডর তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলায় ইতিমধ্যেই ৬টি করিডরের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, যেটা গোটা বাংলাকে জুড়বে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাংলাকে কিচ্ছু দেয়নি, রেলওয়ে বাজেটে যে করিডরের কথা বলেছে, সেটা আমি ২০০৯ সালে আমি

তিনটি করিডর। এই বাদে বাংলার জন্য আলাদা করে আর বিশেষ কিছু? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'একেবারেই বঞ্চিত বাংলা।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''এই বাজেট একেবারেই দিগভ্রান্ত, ভিশনলেস, মিশনলেস, অ্যাকশনলেস!'' এই বাজেট আদতে বাংলার অর্থনীতি, সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এই বাজেট একেবারেই গরিব বিরোধী, জনবিরোধী, কৃষক বিরোধী। তাঁর মতে, বাজেটে এমন কোনও ক্ষেত্রের উল্লেখ নেই, যাতে যুব সমাজ উপকৃত হবেন। যদিও বাজেটে টিসিএস কমেছে, তাতে বিদেশে পড়াশোনার খরচ কমছে। যাঁরা মেডিক্যাল ও উচ্চশিক্ষার কারণে বিদেশে যাবেন, তাঁদের জন্য টিডিএস-এ ৫ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজেটে, মোদির রাজ্য গুজরাতের বাজেটে পেশ করেছিলাম। আমি ডানকুনি অমৃতসরের কথা বলেছিলাম। ওরা তিনটে করিডরের কথা বলেছে বাজেটে। আমরা ইতিমধ্যেই ৬টা ইকোনমিক্স করিডরের। জঙ্গলমহলে জঙ্গলসুন্দরী প্রজেক্টের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরুলিয়ায় কাজ চলছে। ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।'' মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ''বাজেটে কিছু কথার খেলা হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিসও বলতে পারবেন, যেখানে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছেন? হামটি ডামটি বাজেট।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাংলায় হারবে জেনেই এই বাজেট। তিনি বলেন, ''তারা জানে বাংলায় হারবে, তার জন্যই এসআইআর করেছিল। আমি তাদের বলব রাজনৈতিকভাবে লড়ুন, নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করা বন্ধ করুন। হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রতে হারতে হয়েছে, এই কারণেই। বাংলা, কেরল, তামিলনাড়ুতেও হেরে যাবে।''

বিলাসের খরচ বাড়ছে, স্বস্তি নিত্যপ্রয়োজনে

বাজেটে কী সস্তা, কী দামি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোনোর বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করে তিনি একদিকে যেমন শিল্প ও রফতানি বাড়ানোর রূপরেখা তুলে ধরলেন, তেমনই মধ্যবিত্ত ও সাধারণ ভোক্তাদের জন্য স্বস্তির কথাও শোনালেন। বাজেট বক্তৃতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল- কোন কোন পণ্যের দাম কমবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে খরচ বাড়বে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। শুল্ক ও শুল্কছাড়ে একাধিক

বদলের মাধ্যমে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় ও উপাদনমুখী সামগ্রীর দাম কমানোর চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে বিলাসপণ্যের উপর করের বোঝা বাড়িয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির পথও বেছে নেওয়া হয়েছে।

■ যেগুলি সস্তা হচ্ছে

বাজেটে ঘোষণা অনুযায়ী, একাধিক পণ্যের উপর কাস্টমস ডিউটি কমানো হচ্ছে। এর ফলে বিমানের যন্ত্রাংশ, মাইক্রোওয়েভ ও তার যন্ত্রাংশের দাম কমতে পারে। বিশেষ করে নজর কেড়েছে অত্যাবশ্যক ওষুধের ক্ষেত্রে শুল্কছাড়। ক্যানসারের ওষুধ-সহ মোট ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ আমদানিতে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এর ফলে চিকিৎসার খরচ কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানি করা কিছু নির্দিষ্ট সামগ্রীর উপরেও শুল্ক হ্রাসের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সাধারণ ভোক্তাদের স্বস্তি মিলতে পারে। চামড়া শিল্পকে চাঙ্গা করতে বিশেষ পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। চামড়াজাত পণ্যের রফতানি বাড়ানোর লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু কাঁচামাল শুল্কমুক্ত আমদানির প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্কের ধাক্কায় যে চাপের মুখে পড়েছে দেশের চামড়া শিল্প, এই সিদ্ধান্তে তাদের কিছুটা হলেও রেহাই মিলবে বলে মনে করছে শিল্পমহল। এ ছাড়া, দেশে তৈরি স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটের দামও কমতে পারে। উৎপাদন ও আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কাঠামোয় বদলের ফলে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ইলেকট্রনিক পণ্যে লাভবান হবেন ক্রেতারা।

তালিকা দেখুন- ১) লেদারের জিনিস ২) ১৭ রকমের ক্যানসারের ওষুধ ৩) সাত রকমের বিরল রোগের ওষুধ ৪) বিদেশ ভ্রমণ (বিদেশের ট্যুর প্যাকেজ) ৫) বিদেশে পড়াশোনা ৬) মাইক্রোওয়েভ ওভেন ৭) টিভির যন্ত্রপাতি ৮) ক্যামেরা ৯) ভিডিয়ো গেম তৈরির জিনিস ১০) কফি ও ভেন্ডিং মেশিন ১১) বিমানের যন্ত্রাংশ ১২) সিএনজির সঙ্গে মিশ্রিত জৈব জ্বালানি ১৩) শাড়ি ১৪) সোলার প্যানেল ১৫) সামুদ্রিক খাদ্য ১৬) বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি

■ যেগুলি হচ্ছে দামি

অন্যদিকে, বিলাসপণ্যের ক্ষেত্রে করের বোঝা বাড়াচ্ছে সরকার। বাজেট ঘোষণায় স্পষ্ট- লাক্সারি ঘড়ি এবং আমদানিকৃত মদের উপর বাড়তি শুল্ক বসছে। এর ফলে এই ধরনের পণ্যের দাম বাড়বে। রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি বিলাসপণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করাই এই সিদ্ধান্তের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

তালিকা দেখুন- ১) কয়লা ২) স্ক্র্যাপ বা ছাঁটের জিনিস ৩) মদ ৪) সিগারেট ৫) তামাকজাত পণ্য

সব মিলিয়ে, বাজেট ২০২৬-২৭-এ কেন্দ্রের কৌশল স্পষ্ট, নিত্যপ্রয়োজন, স্বাস্থ্য ও দেশীয় উৎপাদনে স্বস্তি, আর বিলাসিতায় বাড়তি খরচ। সাধারণ মানুষের পকেটে কতটা প্রভাব পড়ে, তার উত্তর মিলবে আগামী দিনের বাজারেই।

'এতদিন জানতাম ছানি পড়েছে, কিন্তু কানে যে শুনতে পেত না জানতাম না'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ বাজেটে বাংলা বঞ্চিত! ভোটমুখী বাংলায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে 'হামটি ডামটি' বাজেট আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, এই বাজেট একেবারেই 'জনবিরোধী, গরিববিরোধী'! মুখ্যমন্ত্রীর মতে, বিজেপি জানে বাংলা থেকে তাঁদের কিচ্ছু পাওয়ার নেই, তাই বাংলাকে কিচ্ছু দেয়নি বাজেটে। কিন্তু কেন্দ্রের এই বাজেটে বাংলা কীভাবে উপকৃত, সেটাই ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''তৃণমূলের ছানির অপারেশটা জরুরি। কিন্তু কানেও যে সমস্যা, এটা আগে বুঝে উঠতে পারেনি। দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, ডানকুনি, এগুলো কোথায়? ভিন গ্রহে? এই বাজেট তো বাংলাকে আরও উচ্ছ্বসিত করার বাজেট। কিন্তু এটা হবে না, আসল বাজেট হবে যেটা, সেটা হবে মে মাসে।'' অন্যদিকে, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন,

''আমরা শুধু বারাণসী থেকে শিলিগুড়ি হাই স্পিড ট্রেনটাকে কেন ভাবছি? ওষুধের যে দাম কমল, তার সুযোগ সুবিধা কি বাংলার মানুষ পাবে না? উন্নয়ন করলে বলবে ভোটমুখী ন্যারেটিভ আর তা হলে বলবে কিছুই হল না। বারাণসী আজ মোদির জন্যও বিখ্যাত। মোদি ডায়রেক্ট নজর রাখছে বাংলায়।'' এবারের বাজেটে একাধিক সেক্টর নিয়ে সাধারণ মানুষ আশাবাদী ছিলেন। বাজেটের শুরুতেই শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান, আয়করে একাধিক সুযোগের হাতছানি রয়েছে বাজেটে। কিন্তু আমজনতা? এই বাজেটে কি সত্যিই বাংলার সাধারণ মানুষ কোনও সুবিধা পাবেন? বিজেপি নেতা তাপস রায় বলেন, ''ভোটের বাজেট নয়। ভারতবর্ষের থেকে যাঁরা বাংলাকে আলাদা ভাবে, তাঁরা খুশি হবে না। উন্নয়নমুখী বাজেট। বাংলার ১০ কোটি মানুষ ভারতের সবকটি মানুষের সঙ্গে একই সুবিধা পাবে। ১৫ বছরে এসব দেখার পরও কি এসব উৎকর্ষতা ভাবেন, এই সরকারের কি থাকার প্রয়োজন আছে? কেন্দ্রের সঙ্গে এখানে ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে সমস্ত ধার দেনা মকুব হবে।''

'মিশনলেস-ভিশনলেস-বেসলেস' বাজেট অভিষেক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ পেশ হয়েছে সদ্য। তার পরেই প্রত্যাশিত ভাবেই মাঠে নেমেছে বিরোধী দল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই বাজেটকে 'হাম্পটি ডাম্পটি' বাজেট বলেছেন। এবার সেই বাজেটের বিরুদ্ধেই তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বাজেটকে তিনি কটাক্ষ করে আখ্যা দেন, 'ফেসলেস, বেসলেস এবং ভিশনলেস'। তাঁর দাবি, এই বাজেট আসলে সরকারের নিজের ঢাক পেটানো এক আত্মপ্রচারমূলক রিপোর্ট, যা সাধারণ মানুষের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নয়। অভিষেকের অভিযোগ, প্রায় ৮৫ মিনিটের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী একবারও বাংলার নাম নেননি। তাঁর কথায়, ''এই বাজেটে বাংলার জন্য কিছুই নেই।'' উদাহরণ হিসেবে তিনি তুলে ধরেন নিমহ্যান্স সংক্রান্ত ঘোষণার কথা। বেঙ্গালুরুতে আগে থেকেই একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, নতুন করে ঝাড়খণ্ড ও অসমে আরও দুটি তৈরি হবে। কিন্তু বাংলায় কিছুই নেই। ফলে বাংলার মানুষকে চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হতে হবে-একে তিনি 'বাংলার মানুষের প্রতি চরম অবহেলা এবং হয়রানি' বলেই ব্যাখ্যা করেন। গতকালই দিল্লি গিয়েছেন অভিষেক। তার আগেই এসআইআর ইস্যু-সহ একাধিক বিষয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। অভিযোগ তোলেন, রাজনৈতিক ভাবে পেরে না উঠে এসআইআরের নামে বাংলার ১০ কোটি মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এরপরে আজ বাজেট পরবর্তী সময়ে তাঁর আরও অভিযোগ, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে বাংলার প্রায় ১০ কোটি মানুষকে কার্যত 'বাংলাদেশি' তকমা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অথচ এই বাজেটে বাংলার শ্রমিক, কৃষক, মৎস্যজীবী বা যুবসমাজ- কারও জন্যই কোনও স্পষ্ট দিশা নেই বলে তাঁর দাবি। যুবকদের কর্মসংস্থান নিয়ে নেই কোনও নির্দিষ্ট রোডম্যাপ, কৃষকদের আয়-নিরাপত্তা বা ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা নিয়েও বাজেট সম্পূর্ণ নীরব। অভিষেক বলেন, ''সরকার একদিকে 'স্কিল ইন্ডিয়া', কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও আধুনিক প্রযুক্তির কথা বলছে, কিন্তু বাস্তবে নতুন করে কতটা চাকরি তৈরি হবে, তার কোনও স্পষ্ট পরিকল্পনা নেই।'' তাঁর দাবি, ডানকুনি করিডরের

প্রতিশ্রুতিও আগেই দেওয়া হয়েছিল, এ বারও সেই কথাই শুধু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, নতুন কিছু নেই। জল জীবন মিশনের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় তোলেন অভিষেক। তাঁর দাবি, আগে ঘোষিত ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ এখনও বাংলাকে পুরোপুরি দেওয়া হয়নি। ২০২১ সালের পর থেকে বাংলার মানুষের উপর বিজেপির নির্যাতন-এর কথাও তুলে ধরেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ''বিজেপি জানে তারা বাংলায় রাজনৈতিকভাবে হারবে- আর সেই কারণেই ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যের জন্য তহবিল বরাদ্দ করা হয়নি। ৮৫ মিনিট ভাট বকে কাটালেন।'' তৃণমূল সাংসদ এ দিন আরও বলেছেন, ''মিশনলেস-ভিশনলেস বাজেট। চূড়ান্ত হতাশা থেকে অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন। কিছুই নেই । বাংলার মানুষ উপকৃত হবেন এমন কিছুই নেই। শুধু বাংলা নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যেমন কৃষক-যুবকরা কীসে উপকৃত হবেন? চাকরির কোনও কথা নেই, কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি কীভাবে হবে? তা নিয়ে কোনও রোড ম্যাপ এখানে করা নেই। এরাই আবার যাঁরা স্কিল ইন্ডিয়া, এআই নিয়ে কথা বলেন। তাই বলছি মিশন লেস-ভিশন লেস-বেসলেস বাজেট।'' সব মিলিয়ে, বাজেট ২০২৬ ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপড়েন আরও তীব্র হল। বাংলার স্বার্থ উপেক্ষার অভিযোগকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তাপও যে আরও বাড়ল, তা বলাই বাহুল্য।

গুরু রবিদাসজীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ গুরু রবিদাসজীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গুরু রবিদাস জীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং আন্তরিক প্রণাম। একজন মহান সন্ত এবং সমাজ সংস্কারক, সাম্য ও মানবতাবাদের উপর তাঁর শিক্ষা একটি ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, তাঁর বিশাল আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের সম্মানে এই শুভ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিভাগীয় ছুটি পালিত হয়। এই পবিত্র দিনে, শোভাযাত্রা আমাদের রাস্তাগুলিকে ভক্তি ও আনন্দে ভরিয়ে তোলে, আসুন আমরা তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার পথ অনুসরণ করার এবং বৈষম্যমুক্ত বিশ্বের দিকে কাজ করার অঙ্গীকার করি।

পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু যে শুধুমাত্র একজন ভাষাতত্ত্ববিদ তাই নয় , সুলেখক, নাট্যকার ও সাঁওতালি ভাষায় ব্যবহৃত - 'অলচিকি' লিপির উদ্ভাবক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ এক বার্তায় লিখেছেন, - কিংবদন্তী ভাষাতত্ত্ববিদ এবং 'অলচিকি' লিপির জনক, পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। আমার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাই-বোনেদের জন্য তাঁর অসামান্য অবদানকে মর্যাদা দিয়েই আমাদের সরকার প্রথম তাঁর জন্মদিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা কলেজও করেছি। আমাদের গর্ব সাঁওতালি ভাষাকে আমাদের সময়েই সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।মমতা আরও জানান, ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে সাঁওতালি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। অলচিকি লিপিতে পাঠ্যপুস্তক ও সাঁওতালিতে ত্রিভাষিক অভিধান প্রকাশ করা হয়েছে। সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠনের জন্য নতুন নতুন স্কুল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলি, কুরুখ, কুড়মালি, নেপালী, হিন্দি, উর্দু, রাজবংশী, কামতাপুরি, পাঞ্জাবি, তেলুগু ভাষাকেও আমরা সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি। আমরা সব ভাষাকেই সম্মান করি। শেষে, আমি আর একবার এই মহান মানুষকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

দক্ষিন বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলের বার্ষিক উৎসব পালন করা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি,দঃবারাশত,১ ফেব্রুয়ারিঃশিক্ষা জগতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুল।এই স্কুল থেকে বহু পড়ুয়া আজ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় কাজ করে চলেছে। আর গত শনিবার এই হাইস্কুলের বার্ষিক উৎসব পালন করা হলো। ঐদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মুক্তি কামনানন্দজী মহারাজ।এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাসদঃ বারাশত শিবদাস আচার্য হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দেনদীপ ভট্টাচার্য,পরিচালন সমিতির সভাপতি তাপস বিশ্বাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্তী নস্কর সহ আরো অনেকে।ঐদিন ৫ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির কৃতিদের পুরস্কৃত করা হয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা থেকে দুর্যোগ মোকাবিলা-উপকূলরক্ষী বাহিনীর ভূমিকায় ভরসা রাখল দেশ, প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১ ফেব্রুয়ারিঃ দেশের সামুদ্রিক সীমান্তের সুরক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার, এবং সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর অবিচল অঙ্গীকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপকূলরক্ষী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁদের নিষ্ঠা ও সাহসিকতার ভূমিকাকে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করেন।প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে উঠে আসে উপকূলরক্ষী বাহিনীর বহুমাত্রিক দায়িত্ব ও অবদান। তিনি বলেন, দেশের উপকূলজুড়ে এই বাহিনী অটুট ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে উপকূলরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। তাঁর কথায়, এই বাহিনীর নিরলস প্রচেষ্টা শুধু জাতীয় নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে না, বরং সমুদ্রনির্ভর অর্থনীতি ও পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।ভারতের দীর্ঘ উপকূলরেখা ও বিস্তৃত সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় উপকূলরক্ষী বাহিনী বছরের পর বছর ধরে নীরবে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। চোরাচালান রোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানো, মৎস্যসম্পদ সুরক্ষা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সমুদ্রে বিপন্ন নাবিকদের উদ্ধার-প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বাহিনীর তৎপরতা দেশের সামুদ্রিক ব্যবস্থাপনাকে আরও সুসংহত করেছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় এই বিস্তৃত দায়িত্ব পালনের জন্য বাহিনীর সদস্যদের পেশাদারিত্ব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন।প্রতিষ্ঠা দিবসের এই শুভক্ষণে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা উপকূলরক্ষী বাহিনীর মনোবল বাড়ানোর পাশাপাশি দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও তাদের কাজের গুরুত্ব নতুন করে তুলে ধরে। সমুদ্রপথে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু. পরিবর্তনের প্রভাব এবং দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ার প্রেক্ষাপটে উপকূলরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা যে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, সে কথাও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে উঠে আসে এই বার্তায।দেশের নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে উপকূলরক্ষী বাহিনীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট করেন, তাঁদের এই অটল অঙ্গীকার ভবিষ্যতেও ভারতের সামুদ্রিক সুরক্ষার ভিত্তিকে আরও শক্ত করবে। প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা তাই শুধু আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন নয়, বরং একটি জাতীয় আস্থার প্রতিফলন হিসেবেই ধরা পড়ল।

বাজেটে দেশের বাস্তব সঙ্কট উপেক্ষিত, মুক্তির দিশা অনুপস্থিত-কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটকে ঘিরে সংসদে ও তার বাইরে রাজনৈতিক তরজা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাজেট পেশের পরই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, দেশের সামনে যে প্রকৃত সঙ্কটগুলি আজ দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেগুলি থেকে মুক্তির কোনও পথ এই বাজেটে নেই। যুবসমাজের বেকারত্ব, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের নিম্নগতি, বিনিয়োগের ঘাটতি, সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের ভাঙন এবং কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দুর্দশা-এই সমস্ত জ্বলন্ত বাস্তবতা বাজেটে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।রাহুল গান্ধীর বক্তব্যে উঠে আসে দেশের অর্থনীতির একাধিক দুর্বল দিক। তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ তরুণ আজ কাজের খোঁজে হতাশ, অথচ কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বাজেটে কোনও সুস্পষ্ট দিশা নেই। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন কমছে, নতুন বিনিয়োগ আসছে না, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থান ও বাজারের গতিশীলতার উপর। একই সঙ্গে সাধারণ গৃহস্থের সঞ্চয় ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে, মূল্যবৃদ্ধির চাপে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলি চরম সংকটে পড়ছে। কৃষকদের অবস্থাও একই রকম উদ্বেগজনক-উৎপাদন খরচ বাড়লেও আয়ের নিশ্চয়তা নেই। এই সব বাস্তব সমস্যার কোনও কার্যকর সমাধান বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি বলেই দাবি করেন তিনি।বিরোধী দলনেতার মতে, এই বাজেট দেশের প্রকৃত সঙ্কটগুলির দিকে তাকায়নি। তাঁর কথায়, সরকার কাগুজে পরিসংখ্যান ও বড় ঘোষণার মাধ্যমে বাস্তব সমস্যাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে তার কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে না। সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে সাহসী ও দৃষ্টিভঙ্গিমূলক পদক্ষেপ প্রয়োজন, বাজেটে তার সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন রাহুল গান্ধী।উল্লেখযোগ্যভাবে, রবিবার সংসদে সাধারণ বাজেট পেশ করে নতুন নজির গড়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই নিয়ে টানা নবমবারের মতো তিনি বাজেট পেশ করলেন, যা দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। বাজেট পেশের আগে নিয়ম মেনে অর্থমন্ত্রী সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাজেটের অনুমোদন পাওয়ার পর সংসদে তা পেশ করা হয়।একদিকে যেখানে সরকার এই বাজেটকে উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার রূপরেখা হিসেবে তুলে ধরছে, অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, বাস্তব সংকটের সামনে এই বাজেট কার্যত দিশাহীন। রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনায় স্পষ্ট, আগামী দিনে বাজেট ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও জোরালো হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকবে।

কমিউনিস্টরাও তৃণমূলের চেয়ে ভালো ছিল, শিলিগুড়ি থেকে তোপ অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি,শিলিগুড়ি, ১ফেব্রুয়ারিঃ ব্যারাকপুরের জনসভা শেষ করে গত শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ শিলিগুড়ির কর্মী সম্মেলনে পৌঁছোন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে শাহ বলেন, মমতাদির যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। আপনার থেকে কমিউনিস্টরা অনেক ভালো ছিল।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন যে, রাজনৈতিক স্বার্থে তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক কাঠামো ও একতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। শাহের কথায়, পুরো রাজ্যে গোর্খাদের সঙ্গে বাঙালিদের লাাই বাঁধিয়ে দিয়েছেন মমতাদি। আদিবাসীদের সঙ্গে কুর্মীদের ঝামেলা লাগিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যের একতাকে তচ্ছনচ্ছ করে দিয়েছেন আপনি। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকার বিভাজনের রাজনীতি করে রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে।বাংলার পিছিয়ে পড়া নিয়ে বাম ও তৃণমূল উভয় পক্ষকেই বিঁধেছেন শাহ। তিনি বলেন, বামেরা বাংলাকে পিছনে ঠেলে দিয়েছিল, আর তৃণমূল ক্ষমতায় এসে বাংলাকে আরও কয়েক কদম পিছনে সরিয়ে দিয়েছে। এরপরই তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ২০২৬ সালের নির্বাচনে মানুষ এই সরকারের পতন নিশ্চিত করবে এবং বাংলায় শান্তি ও উন্নয়নের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।অন্যদিকে বাগডোগরাতে ভোট ব্যাঙ্কের জন্য বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার বাগডোগরার কর্মী সম্মেলনে অমিত শাহ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লজ্জা পাওয়া উচিত। ভোট ব্যাঙ্কের জন্য তিনি বন্দে মাতরমের বিরোধিতা করছেন। বাংলার মানুষ আপনাকে কখনও ক্ষমা করবে না। ২০২৬ সালের নির্বাচনে আপনার অপকর্মের জন্য তারা আপনাকে জবাবদিহি করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা করা উচিত যে মা, মাটি, মানুষ স্লোগানের কী হয়েছে। আজ বাংলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে। তিনি সমগ্র বাংলাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।অমিত শাহ আরও বলেন, ২০২৬ সালটি বাংলার জন্য পরিবর্তনের বছর হতে চলেছে। আমি আপনাদের বলতে চাই যে আমরা সব জায়গায় এটি প্রমাণ করে দেখিয়েছি। ত্রিপুরা এবং অসম এর অন্যতম উদাহরণ। অমিত শাহ আরও বলেন, অসমের মতোই, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গেও চা বাগানের শ্রমিকদের তাদের পৈতৃক জমির মালিকানা স্বত্ব নিশ্চিত করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চা বাগানগুলো বেসরকারি কোম্পানি গুলোর হাতে তুলে দিচ্ছে। শুধুমাত্র বিজেপিই এটা থামাতে পারে।

সুনেত্রা পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত তড়িঘড়ি নেওয়া হয়েছেঃশরদ পাওয়ার

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা),১ ফেব্রুয়ারিঃ এনসিপি (শারদ পাওয়ার গোষ্ঠী) প্রধান শারদ পাওয়ার শনিবার বারামতীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন যে, সুনেত্রা পাওয়ারকে উপমুখ্যমন্ত্রী করার সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত তড়িঘড়ি নেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, প্রফুল্ল প্যাটেল এবং সুনীল তটকরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা সম্পর্কে তাঁকে আগে কিছু জানানো হয়নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বর্ষীয়ান এই নেতা বলেন, এটি তাঁদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় হওয়ায় তিনি বিশেষ কোনও মন্তব্য করতে চান না। তবে তিনি প্রয়াত অজিত পাওয়ারের স্মৃতিচারণ করে বলেন, অজিত পাওয়ার অত্যন্ত কর্মঠ এবং দক্ষ নেতা ছিলেন। প্রতিদিন ভোর ছ'টা থেকেই তিনি কাজ শুরু করে দিতেন। আজ তাঁর প্রয়াণে যে দায়িত্ব তৈরি হয়েছে, তা পরিবারের সকলকে মিলেমিশে পালন করতে হবে।শারদ পাওয়ার এদিন এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে জানান যে, গত চার মাস ধরে এনসিপি-র দুই গোষ্ঠীর সংযুক্তিকরণ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। জয়ন্ত পাতিল এবং অজিত পাওয়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতা করছিলেন। এমনকি আগামী ১২ জানুয়ারি এই সংযুক্তিকরণের চূড়ান্ত ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই প্রক্রিয়ায় সাময়িক বাধা তৈরি হয়েছে। পাওয়ার পরিবারের বেশ কিছু প্রবীণ সদস্যের মতে, এত তাড়াহুড়ো করে উপমুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের কোনো প্রয়োজন ছিল না। রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে যখন দুই গোষ্ঠীর এক হওয়ার কথা চলছে, অন্যদিকে তখন দলের পক্ষ থেকে এমন একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি বাড়তে পারে।শনিবার পুণে জেলার বারামতীর কাঠেওয়াড়িতে নিজের বাসভবনে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন শারদ পওয়ার। যদিও সেই বৈঠকের নির্যাস বা পরবর্তী রণকৌশল সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের কাছে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে বাংলার খেলা পিছিয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃকলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারিঃ৭৯ তম সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে - শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা পিছিয়ে গেল। মূলত, বাংলার তরফেও পূর্ব নির্ধারিত ক্রীড়াসূচি বদলের জন্যে জোরদার দাবি ছিল এবং তা কার্যত মান্যতা পেল। আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ৩ ফেব্রুয়ারি অসমে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ও সার্ভিসেস মুখোমুখি হবে। ঢাকুয়াখানা স্টেডিয়ামে দুপুর দুটো নাগাদ ওই খেলার জন্য নতুন ক্রীড়া সূচি ইতিমধ্যেই

নাগরিক সমস্যা নিয়ে রিষড়া পুরসভার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ, জমা পড়ল স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধিঃহুগলি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ নাগরিক পরিষেবা ও বিভিন্ন জনসমস্যার প্রতিবাদে শনিবার হুগলি জেলার রিষড়া পুরসভার সামনে সরব হলো বিজেপি। এদিন বিজেপির শ্রীরামপুর মণ্ডল ৪ এবং ৫-এর পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলা এই কর্মসূচিতে এলাকার একাধিক সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হন বিজেপি নেতা ও কর্মীরা।এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শশী সিং ঝা, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনোজ সিং, বিজেপি নেতা সন্তোষ সিং, বিশ্বজি সিং, অমিত ব্রহ্ম, হরি মিশ্র, বিজয় উপাধ্যায় এবং সত্যেন্দ্র সিং সহ আরও অনেকে। মূলত রিষড়ায় যত্রতত্র বেআইনি জবরদখল, থানার পেছনের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট প্রাণঘাতী দূষণ, পানীয় জলের তীব্র সংকট এবং বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলো এই আন্দোলনে প্রাধান্য পায়।বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি কাউন্সিলর শশী সিং ঝা বলেন, রিষড়া পুরসভা এলাকায় বেআইনি জবরদখল ক্রমাগত বাড়ছে। থানার কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে আবর্জনা পোড়ানোর ফলে পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বারবার এই বিষয়গুলো তোলা হলেও দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও কোনো সমাধান মেলেনি।তিনি আরও জানান যে, এই দূষণ নিয়ে রিষড়া থানায় বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনো সুরাহা হয়নি।এছাাও রাজ্যে নারী সুরক্ষা এবং হিন্দুদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও এদিন সরব হন বিজেপি নেত্রী।বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল পুরসভার 'বাবু'র কাছে তাঁদের দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেন। বিজেপি নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি, যদি দ্রুত এই সমস্যাগুলোর সমাধান না করা হয়, তবে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা বলে জানান।

বাজেটে বিদেশি বিনিয়োগের পথ সুগম করলেন অর্থমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিদের পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কিম-এর মাধ্যমে ইকুইটিতে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সীমা ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই ধরনের বিনিয়োগের জন্য সম্মিলিত সীমা ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৪ শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তিগত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় সংস্থাগুলিতে সরাসরি অংশীদারি হতে পারবেন। এই পরিবর্তনের ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা ভারতী সংস্থাগুলিতে আরও বড় অংশীদারিত্ব নিতে পারবেন। এর মাধ্যমে শেয়ারের দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হবে, শেয়ারহোল্ডিং বিস্তৃত হবে এবং দীর্ঘমোদি মূলধন গঠনে সহায়তা মিলবে।এতদিন বিদেশিদের ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের পথটা ছিল বেশ কঠিন। এ দিন যা সহজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ফলত, আগের তুলনায় দেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ আগামীতে বাড়বে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অন্যদিকে বাংলার জন্য আরও একটি বড় ঘোষণা। দুর্গাপুরে শিল্প করিডর গড়ে তোলার প্রস্তাবের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গের জন্য এবারের বাজেটে বড় প্রাপ্তি ঘটেছে। রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে দুর্গাপুরে একটি নতুন ' করিডর' এবং ডানকুনিতে পণ্য পরিবহণের জন্য বিশেষ ' করিডর' গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায. বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে শিলিগুড়িতে একটি ' রেল করিডর' তৈরির ঘোষণা করেছেন নির্মলা সীতারমন। ডানকুনির পাশাপাশি গুজরাতের সুরাটেও একই ধরণের করিডর তৈরি হবে।১ এপ্রিল থেকে নতুন আয়কর আইন কার্যকর জরিমানা দিলে কমবে শাস্তি, বাজেটে প্রস্তাব অন্যদিকে আগামী ১ এপ্রিল থেকে চালু হতে চলেছে নতুন আয়কর আইন। বাজেট পেশের সময় জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। নির্মলা জানালেন, নতুন আয়কর আইনে ৩১ জুলাই পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দাখিল করা যাবে। অডিট হয়নি এমন ব্যবসায়িক মামলা বা ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ৩১ অগস্ট পর্যন্ত রিটার্ন দাখিল করার সুযোগ। আরও সরলীকরণ করা হবে কর কাঠামো। ছোটমাপের আয়কর ফাঁকিতে শুধুই জরিমানা করা হবে। জেলে যাওয়া থেকে বাঁচতে দিতে হবে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ জরিমানা। নতুন নিয়মে সামান্য টাকা জমা দিয়ে আয়কর রিটার্ন সংশোধনের সুযোগ থাকছে। এ ছাড়া রিটার্ন জমার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। আয়করে ছোটখাটো ফাঁকিতে জেল নয়, অতিরিক্ত ১০ শতাংশ জরিমানার প্রস্তাব খবর সূত্র জানা গিয়ে আজকে দিনে।

মাঘী পূর্ণিমায় হরিদ্বার ও অযোধ্যায় ভক্তদের ঢল, পুণ্যস্নান পুণ্যার্থীদের

হরিদ্বার ও অযোধ্যা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃমাঘী পূর্ণিমার পবিত্র দিনে হরিদ্বারে ঢল নামল পুণ্যার্থীদের। রবিবার সকালে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেন বহু পুণ্যার্থী। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা এদিন হর কি পৌরীতে পবিত্র স্নান করেন ও আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। পবিত্র এই দিনে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করে খুশি ব্যক্ত করেছেন পুণ্যার্থীরা।মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ভক্তরা এদিন সকালে অযোধ্যায় সরযূ নদীতে পবিত্র স্নান করেন এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করেন। নেপাল থেকে আসা এক ভক্ত, তেজবাহাদুর বলেন, আমার গ্রামের সবাই এখানে আছেন। আমরা ৭০ জন, এখানে সুযোগ-সুবিধা ভালো। এদিন প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমেও পুণ্যস্নান করেন পুণ্যার্থীরা।

অত্যন্ত ইতিবাচক বাজেটঃসজ্জন ভজনকা

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃঅত্যন্ত ইতিবাচক বাজেট। জোর দিযে. বললেন সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডসের চেয়ারম্যান তথা পদ্মশ্রী সজ্জন ভজনকা। তিনি রবিবার বলেন, আমি এই বাজেটকে অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে করি। করের হার কমানো হয়নি, এবং অনেক দিক থেকেই এই বাজেট বেশ ইতিবাচক, কারণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন আজ একটি প্রধান প্রয়োজন। ভারতে লজিস্টিকস খরচ অনেক বেশি, এবং সরকার এটি কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।উল্লেখ্য, রবিবার সাধারণ বাজেট পেশ করে রেকর্ড গড়লেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই নিয়ে টানা ৯ বার সাধারণ বাজেট পেশ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন নির্মলা।

৩ ফেব্রুয়ারি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে অমৃত উদ্যান, শোভা বাড়িয়েছে বাহারি ফুল

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার অমৃত উদ্যান শীতকালীন বার্ষিক সংস্করণ ২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে ওঠা অমৃত উদ্যান ঘুরে দেখেন রাষ্ট্রপতি। নানা প্রজাতির ফুল অমৃত উদ্যানের শোভা বাড়িয়েছে।রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সপ্তাহের ৬ দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত (শেষ প্রবেশ বিকেল ৫টা) অমৃত উদ্যান পরিদর্শন করা যাবে। সোমবার সাপ্তাহিক রক্ষণাবেক্ষণের দিন এবং ৪ মার্চ হোলির কারণে উদ্যান বন্ধ থাকবে।

ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম, এবার বৃদ্ধি ৪৯ টাকারও বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম, এবার বাড়ল ৪৯ টাকারও বেশি। যদিও গৃহস্থের জন্য গ্যাসের দাম একই থাকছে। রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে ৪৯ টাকা ৫০ পয়সা। তেল বিপণন সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম একধাক্কায় ৪৯ টাকারও বেশি বাাড়িয়েছে। নতুন দাম ১ ফেব্রুয়ারি থেকেই কার্যকর হয়েছে।দিল্লিতে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের খুচরা বিক্রয় মূল্য রবিবার থেকে বেড়ে হল ১৭৪০.৫০ টাকা। কলকাতায় আগে সিলিন্ডার প্রতি দাম ছিল ১ হাজার ৮৪৪ টাকা ৫০ পয়সা। নতুন দাম হচ্ছে ১ হাজার ৮৯৩ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বৃদ্ধিতে মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের। তবে, গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য সিলিন্ডার হয় ১৪.২ কেজির। সেই দাম সিলিন্ডার প্রতি ৮৭৯ টাকাই থাকছে বলে জানা গিয়েছে আজকে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন। কথাবার্তায় ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে, যা সম্পর্কে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। ধৈর্য ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি, কারণ আপনার প্রতিক্রিয়ার গভীর প্রভাব অন্যদের উপর পড়তে পারে।
বৃষঃ অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ ক্লান্তিকর হতে পারে যা আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার শরীরকে তেল দিয়ে মালিশ করা পেশীগুলিকে আরাম দেবে। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে। একটি পারিবারিক জমায়েতে আপনি মধ্যমণি হয়ে উঠবেন। শুভ দিন।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ দিন! এই সময়টি আপনার জীবনে ভারসাম্য এবং সুখ নিয়ে আসার জন্য অনুকূল। আপনি আপনার চিন্তা ও অনুভূতি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করার শিল্পে পারদর্শী, এবং এটি আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।
কর্কট রাশি ঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি বিশেষ ভাবে ইতিবাচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক দিন হতে চলেছে। আপনি নিজের মধ্যে শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের একটি নতুন ঢেউ অনুভব করবেন, যা আপনার কাজে দৃশ্যমান হবে। বিবাহের যোগ হবে।
কন্যা ঃ আপনার চারপাশের মানুষ আপনার নেতৃত্বগুণ এবং সংকল্পকে স্বীকৃতি দেবে, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই সময়ে আপনার সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এটা সম্ভব যে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।।
বৃশ্চিকঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহাযতা করা সম্ভব।
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনি আপনার পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কিছু অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন, যা উদ্বেগ বা চাপের কারণ হতে পারে। এই সময়টিতে আপনার এক ধরনের পিছিয়ে পড়ার অনুভূতি হতে পারে, বিশেষ করে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলোতে।
মকরঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। কারো কারোর জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর প্রমাণিত হতে পারে- কিন্তু আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হবে। শুভদিন
কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক দিন হবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে এবং মানুষ আপনার সৃজনশীলতার প্রশংসা করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
মীনঃআপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিযন্ত্রণ করতে পারেন। আজকে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা উচিত। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সংসারে শান্তি ফিরতে পারে আজ। শুভ দিন

আবহাওয়া

কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে এবারের মতো জাঁকিয়ে শীত আর অনুভূত হবে না। তবে, হালকা শীতের আমেজ এখনও অনুভূত হচ্ছে। রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ রয়েছে। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন উত্তর কিংবা দক্ষিণবঙ্গ- কোথাও পারদ খুব বেশি ওঠানামার সম্ভাবনা নেই। অর্থা, আর জাঁকিয়ে শীত ফেরার সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। তবে কুয়াশা থাকতে পারে কয়েকটি জেলায়। ঘন কুয়াশায় সকালের দিকে দৃশ্যমানতা কম থাকবে উত্তরবঙ্গে। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাতেও।আপেক্ষিক আর্দ্রতা৮৯ শতকরা এবং ৪২ শতকরা হবে। বৃষ্টিপাত হয়নি আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং ১০রাত ৫৫টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২২মনিটে হতে পারে।

উত্তর হাওড়ায় শ্রীশ্রীশীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রীশ্রীশীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম উত্তর হাওড়ায়, কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুলিশের তরফ থেকে। রবিবার ১৮ মাঘ, ১৪৩২ মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে উত্তর হাওড়ায় ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রীশীতলা মায়ের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। এই উপলক্ষে লাখো পুণ্যার্থীর ঢল নামে শহরের রাস্তায়। সালকিয়ার ঐতিহ্যবাহী শীতলা মায়ের মন্দিরগুলিতে সকাল থেকেই চলে পূজাপাঠ। পুণ্যার্থী ভক্তরা পুজো দিতে মন্দিরে ভীড় জমান। অনেক ভক্ত পুণ্যার্থী এদিন সকালে রাস্তায় দন্ডী কেটে মায়ের মন্দিরে আসেন। এদিন সকাল থেকেই সালকিয়া চৌরাস্তা সংলগ্ন শ্রীঅরবিন্দ রোডে যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাস্তায় খোলা হয় ক্যাম্প। নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। সকাল থেকেই হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিকরা নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। এবারও লাখো পুণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এদিন সকালে সালকিয়ার 'বড়ো মা'র মন্দিরে আসেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। প্রসঙ্গত, উত্তর হাওড়ার সালকিয়া, ঘুসুড়ি, লিলুয়া, বেলগাছিয়া সহ সন্নিহিত এলাকা জুড়ে বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই শ্রীশ্রীশীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে এদিন লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। এই পুণ্য স্নানযাত্রাকে ঘিরে সেজে ওঠে সালকিয়া তথা উত্তর হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চল। কয়েক যুগ ধরে চিরাচরিত প্রথা মেনে হয়ে আসছে এই শীতলা মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে হাওড়া সিটি পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতায় সালকিয়ার উত্তর হাওড়া চত্বর জুড়ে লাগানো হয় সিসি ক্যামেরা। রাস্তায় ব্যারিকেড করা হয়। এই স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকেই সমস্ত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয় গোটা চত্বর জুড়ে।

মাঘী পূর্ণিমায় গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীর ঢল, জনসমুদ্রে পরিণত সাগরসঙ্গম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে পুণ্যলাভের আশায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছে গঙ্গাসাগরে। রবিবার ভোর হতেই সাগরসঙ্গম কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মিলনস্থলে পবিত্র স্নান সেরে পুণ্য অর্জনের আশায় ভোরের আলো ফোটার আগেই তীর্থযাত্রীরা ভিড় জমাতে শুরু করেন। প্রশাসনের দাবি, সকাল হতেই পুণ্যার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ ছুঁয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত পঞ্জিকা অনুযায়ী মাঘী পূর্ণিমার তিথি শুরু হয়েছে ১ ফেব্রুয়ারি ভোর ৫টা ৫২ মিনিটে এবং তা চলবে ২ ফেব্রুয়ারি ভোর ৩টা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়জুড়ে সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান চলবে বলে প্রশাসনের অনুমান। যদিও গঙ্গাসাগর মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে আগেই, তবু মাঘী পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও তীর্থযাত্রী এখানে উপস্থিত হন। এবছর সেই সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। এই বিপুল ভিড় সামাল দিতে প্রশাসন আগেভাগেই বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে মোতায়েন করা হয়েছে সিভিল ডিফেন্স কর্মী। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্থলপথ ও জলপথ;দু'দিকেই কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ ঘাট, রাস্তা ও জনবহুল এলাকায় রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা প্রাঙ্গণ ও তার আশপাশের এলাকায় প্রায় ৫০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এই ক্যামেরাগুলির মাধ্যমে কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক নজরদারি চালানো হচ্ছে। যেকোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতিও রয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখতে পরিবহণ ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। অতিরিক্ত বাস পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে বিভিন্ন রুটে। পাশাপাশি জলপথে যাত্রী পারাপারের জন্য বাড়ানো হয়েছে ভেসেল পরিষেবা। মুড়িগঙ্গা নদীতে যাত্রী পারাপারের জন্য একসঙ্গে তিনটি বার্জ চালানো হচ্ছে, যাতে ভিড়ের চাপ সামাল দেওয়া যায়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সাগরসঙ্গম এলাকায় একাধিক বাফার জোন তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ১, ৫ ও ৬ নম্বর স্নানঘাটে সুশৃঙ্খলভাবে পুণ্যস্নান চলছে। প্রতিটি ঘাটে স্বেচ্ছাসেবক ও নিরাপত্তাকর্মীরা মোতায়েন রয়েছেন, যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে এবং প্রবীণ ও শিশুদের বিশেষভাবে সহায়তা করা যায়। পুণ্যার্থীদের মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করতেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কচুবেড়িয়া, গঙ্গাসাগর ও বেনুবন মিলিয়ে প্রায় এক হাজার ভ্রাম্যমাণ শৌচাগার বসানো হয়েছে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। তীর্থযাত্রীদের অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য তিনটি যাত্রী নিবাস চালু রয়েছে। পাশাপাশি ভিড় সামাল দিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাঁশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। সাগরের বিডিও কানহাইয়া কুমার রায় জানিয়েছেন, এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। সেই অনুযায়ী আলো, টয়লেট, বার্জ ও ভেসেল পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে।দ গঙ্গাসাগর,বকখালি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান সীমন্ত মালি জানান, 'সকালেই প্রায় ২০ লক্ষ পুণ্যার্থী সমাগম হয়েছে।' ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মাঘী পূর্ণিমার দিনে দেবতারা মর্ত্যে অবতরণ করেন বলে মনে করা হয়। এই দিনে সাগরসঙ্গমে স্নান অত্যন্ত পবিত্র এবং পুণ্যদায়ক বলে বিশ্বাস করেন ভক্তরা। সেই বিশ্বাস থেকেই মাঘী পূর্ণিমায় লক্ষ লক্ষ মানুষ গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হন। স্নানের পর অনেকে দান-ধ্যানে অংশ নেন। কেউ খাদ্য দান করেন, কেউ বস্ত্র, তিল, গুড়, ঘি বা কম্বল দান করে পূণ্যলাভের চেষ্টা করেন। সব মিলিয়ে মাঘী পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা, প্রশাসনিক তৎপরতা এবং ভক্তদের ধর্মীয় আবেগে মুখর গঙ্গাসাগর।

বিদেশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা! উস্তিতে ধৃত তিন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভিনদেশে চাকরি দেওয়ার নাম করে ভিসা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতারণার অভিযোগ। জালিয়াতি চক্রের ৩ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে উস্থি থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ২২টি পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই দু'টি চারচাকা গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, এই চক্রটি মূলত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে বিদেশে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন জনের থেকে টাকা তুলতো। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ১৭ই জানুয়ারি উ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের বাসিন্দা ফারুক মণ্ডল উস্থি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়, শিরাকোল ও রাজারহাট মোল্লাপাড়ার কয়েকজন ব্যক্তি বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ২২ জনের কাছ থেকে মাথাপিছু ২-৩ লক্ষ টাকা করে নিয়েছে। টাকা নেওয়ার কিছুদিন পর ভিসা ও দেওয়া হয়। তবে পরে জানা যায়, ওই ভিসাগুলি সম্পূর্ণ নকল।আর এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে উস্থি থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে গত ২৫শে জানুয়ারি ভিসা জালিয়াতি চক্রের সদস্য গোলাম মোস্তফা শেখকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ২৭শে জানুয়ারি রামিজ উদ্দিন শেখ ও আফ্রিদি শেখ নামে আর ও দু'জন গ্রেফতার হন। তিন জনই উস্থি থানার শিরাকোল, রাজারহাট মোল্লাপাড়ারবাসিন্দা। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল সন্দীপ গড়াই রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, অভিযুক্তরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভুয়ো ইন্টারভিউ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ভিসা জালিয়াতি করছিল। এর মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করতো। ধৃতদের ডায়মন্ড হারবার আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কলকাতা পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নভাবে কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য কলকাতা পুলিশ একটি বিশেষ হেল্পলাইন চালু করেছে। হেল্প লাইনের মাধ্যমে যে কোনো সমস্যা বা জরুরি পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীরা সহজেই সাহায্য পাবেন। পরীক্ষার্থী বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড ফেলে এলে, পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে দেরি হলে পুলিশের তরফ থেকে সাহায্য করা হবে।' কলকাতা পুলিশের হেল্পলাইন নম্বর ৯৪৩২৬১০০৩৯, যেখানে পরীক্ষার্থীরা দিনভর ফোন করতে পারবেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে জরুরি পরিস্থিতি এড়াতে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে অ্যাম্বুল্যান্সও মোতায়েন থাকবে। কোন পরীক্ষার্থী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। শুধু হেল্পলাইন নয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে রাজ্য সরকার কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে অতিরিক্ত বাস চালানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মোট ১৫টি রুটে কমপক্ষে ২০টি অতিরিক্ত বাস চলবে পরীক্ষা চলাকালীন ৮ দিনের জন্য। এই উদ্যোগের ফলে পরীক্ষার্থীরা সময়মতো কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারবেন এবং অভিভাবকরাও চিন্তামুক্ত থাকবেন। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হল এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষ হবে ১২ তারিখ। মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন , ২ ফেব্রুয়ারি, ৩ ফেব্রুয়ারি, ৬ ফেব্রুয়ারি, ৭ ফেব্রুয়ারি, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১০ ও ১২ ফেব্রুয়ারি। প্রতিদিন পরীক্ষা সকাল ১০৪৫ থেকে শুরু হয়ে দুপুর ২টায় শেষ হবে। এই সময় শহরের প্রধান সড়কগুলোয় সাধারণত যানজট থাকে, তাই পুলিশের এই উদ্যোগ পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় সহায়তা হবে। কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগ পরীক্ষার্থীদের সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের মানসিক চাপও কমাবে। নিয়মিত সময়মতো কেন্দ্রে পৌঁছানো এবং নিরাপদ পরিবেশে পরীক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যেই পুলিশের তরফ থেকে এই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

বিজয়গড় কলেজের সংবাদপত্র দিবস পালন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ জাতীয় সংবাদপত্র দিবস উপলক্ষ্যে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, ইনোভেশন সেন্টার ও আইকিউসির সহযোগিতায় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২৭ এবং ২৮ জানুয়ারি দু'দিন ব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ট্যাবলয়েড নিউজপেপার তৈরির কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত ও অনিমেষ দাস। ২৯ জানুয়ারি সংবাদপত্র দিবসে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এবছরের সংবাদপত্র দিবসের ভাবনাকে মাথায় রেখে প্রিন্ট মিডিয়া ও ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা উঠে আসে ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতায়। কলেজের প্রথম সেমিস্টারে ১০০ শতাংশ উপস্থিতির জন্য ছাত্রী অস্মিতা মুখার্জিকে পুরস্কৃত করা হয়। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে অনুভব চ্যাটার্জি, সুচিত্রা মজুমদার ও অরণ্য মিশ্র। সাংবাদিকতা বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় ১১ জন ছাত্রছাত্রী পুরস্কৃত হয়। ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী, টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি ড. অভিজিৎ দাস, আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ড. প্রসেনজিৎ দাস, শিক্ষাবিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অমলেন্দু মজুমদার, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. অর্ণব কুমার ব্যানার্জি, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপক সুনন্দিত চৌধুরী, অধ্যাপিকা ড. বকুল শ্রীমানী, বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত প্রমুখ। সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রয়াস ও দ্য নিউজ অবজার্ভার নামে দুটি ট্যাবলয়েড প্রকাশ করে।

রাত পোহালেই শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ পূর্ব বর্ধমানে মাধ্যমিকে ছাত্রীর সংখ্যা বেশী

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ বছর পূর্ব বর্ধমান জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি বর্ধমান, কালনা ও কাটোয়া;তিন মহকুমাতেই ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি বলে জানা গিয়েছে পর্ষদ সূত্রে। পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৪৫,৮৪৮ জন। সেখানে ২০২৬ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২,৯৬০ জন। অর্থাৎ এক বছরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৭,১১২ জন। এ বছর জেলার মোট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র রয়েছে ২৪,১১১ জন এবং ছাত্রী রয়েছে ২৮,৮৪৯ জন। বর্ধমান সদর মহকুমায় ছাত্রের সংখ্যা ১৩,৬৩৭ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ১৬,০৩৫ জন। গত বছরের তুলনায় শুধু এই মহকুমাতেই পরীক্ষার্থী বেড়েছে ৪,১৫২ জন। এ বছর জেলায় মাধ্যমিকের জন্য মোট ৫৪টি মেন পরীক্ষা কেন্দ্র ও ৬৯টি সাব পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারিত হয়েছে। গত বছরের তুলনায় মেন পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা একটি কমেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের এক আধিকারিক জানান, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষাকে নির্বিঘ্ন করতে ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক বৈঠক করা হয়েছে। পর্ষদের নিয়ম মেনে পরীক্ষার্থীদের কোনও রকম অসুবিধা না হয়, সে দিকেই বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ ও যোগদান সভা হয়ে গেল বিধায়কের উপস্থিতিতে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ বাংলা বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিজেপির মিথ্যা অপপ্রচার ও এস আই আর দ্বারা বৈধ ভোটারদের অধিকার হরনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও বৃহওর আন্দোলনের লক্ষ্যে সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও যোগদান সভা হয়ে গেল সাহাজাদাপুর লস্করপাড়া পাশ্বস্থ মাঠে রবিবার বিকালে। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়নগর ২ নং ব্লক সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কর্ণকান্তি হালদার, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি মোনাজাত খান, উপপ্রধান পান্নালাল হালদার, সাহাজাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ হালদার, রহমান লস্কর সহ আরো অনেকে। এদিনের সভায় তীব্র ভাষায় বিজেপির মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক। জয়নগর ২ নং ব্লক সংখ্যা লঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ এস আই আর নিয়ে মানুষের হয়রানি কিভাবে হচ্ছে তার উপর আলোকপাত করেন। বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন এই এলাকার মানুষ। অথচ ভোটের সময়ে এই সাহাজাদাপুর এলাকার মানুষ বিজেপিকে ভোট দেন। এটা কি করে হয়। আপনাকে ভাবতে হবে সারা বছর কার সাহায্য পান। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো, আমাদের মধ্যে ভাতৃত্ব বোধের বিভাজন যেন না হয়। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন আপনাদের কারুর নাম কাটা যাবে না। এস আই আর নিয়ে তীব্র ভাষায় এদিন বিজেপির কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। এদিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের হাত থেকে তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নেন সাহাজাদাপুর অঞ্চলের রিমা মন্ডল, সুতপা সরদার, অসিত মন্ডল ও তুষার দাসের নেতৃত্বে ৪ শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে এদিন তারা বিজেপি থেকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

বাংলার বাড়ির টাকা পেয়ে ভিত পুজো রীতা সাঁতরার

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়ে যে কথা রাখেন তার প্রমাণ মিলল আজকে। গত ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের সরাসরি প্রদান করেন। সেই টাকা পেয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নতুন বাড়ির ভিত পুজো সারলেন সিঙ্গুরের মল্লিকপুর গ্রামের দরিদ্র উপভোক্তা রিতা সাঁতরা। তার বাড়িতে উপস্থিত থেকে নারকেল ফাটিয়ে নতুন বাড়ির ভীত পুজোর শুভারম্ভ করলেন সিঙ্গুরের বিডিও সৌভিক ঘোষাল। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপিকা মাঝি জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিজলী ঘোষ সহ ব্লকের আধিকারিক বৃন্দ। বাড়ির টাকা পেয়ে অত্যন্ত খুশি রিতা সাঁতরা জানান আমি ভেবেছিলাম টাকা পাবো না কিন্তু দিদি সেই টাকা দিয়েছেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত তিনি বলেন বাড়ি আমার ছিল মাটির টালি খোলার চাল বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পড়তো, স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে কষ্টে বাস করছি আজ তার মুখে হাসি তিনি মুখ্যমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন আজ মুখ্যমন্ত্রীর দয়ায় পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে যা আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি।

মাদ্রাসাতে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রাক-বসন্তের আগমনে নতুন উদ্মাদনায় নতুন চিন্তাধারা ও ভাবনায় নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের বাসন্তী ইউনিটের দ্বারা পরিচালিত ও বাঁশড়া বীরাঙ্গনা সেবা সমিতির সহযোগিতায় বাসন্তী নেতাজি সুভাষ একাডেমির শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা বাসন্তীর পিড়িখালি মদিনাতুল মাদ্রাসায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামূলক উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় পাঁচটি করে পাঠ্য সহায়ক বই, পেন, খাতা, পেন্সিল, রাবার, কাটার। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের বাসন্তী ইউনিটের ইনচার্জ তথা নেতাজি সুভাষ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ বর্মন এবং বীরভূম থেকে আগত বাঁশড়া বীরাঙ্গনা সেবা সমিতির সদস্যা শ্রীপার্টি সুলতানা মহাশয়া। এছাড়া নেতাজি সুভাষ একাডেমীর শিক্ষিকা সুপর্না প্রামানিক, সংযুক্তা পড়িয়া, অনুসূয়া সরকার, অনিতা মৃধা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উক্ত মদিনাতুল মাদ্রাসার শিক্ষক মুছা সরদার, শাহরিয়াজ সরকার, তারিকুল ইসলাম লস্কর। এই অনুষ্ঠানের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষামূলক বিষয়ের উপর বিশেষ বক্তব্য রাখেন প্রসেনজিৎ বর্মন। শ্রীপার্টি সুলতানা বলেন শিশুর মৌলিক অধিকার ও নারী সুরক্ষার বিষয়ের উপর এবং মাদ্রাসার শিক্ষক মুসা সরদার বক্তৃতা রাখেন বর্তমান শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে।

নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা সামগ্রিক বিতরণ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে কলকাতায় স্কুলের বাচ্চাদের পড়াশোনা সামগ্রিক বিতরণ করা হলো। নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে কলকাতা শাখার ব্যবস্থাপনায় মানিকতলা অঞ্চলের ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে অগ্রতী ও আমরা সবাই নামে দুটো স্কুলে প্রায় ৬০ জন বাচ্চাদের খাতা, পেন, পেন্সিল সহ বেশ কিছু পড়াশোনা সামগ্রী দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কলকাতা শাখার এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাংবাদিক তথা লেখক অপূর্ব কুমার দাস, ছিলেন রোহিত সাউ, অভিজিৎ কুন্ডু, উপস্থিত ছিলেন আমতা শাখার ইনচার্জ সালমা বেগম মন্ডল, ছিলেন নামখানা ব্লকের ইনচার্জ তাপস পাল। প্রসঙ্গে কলকাতা শাখার এক্সিকিউটিভ মেম্বার অপূর্ব দাস বলেন, কলকাতা ইউনিটের আজ আমাদের প্রথম বিতরণ সভা। আমরা এনএসএফ এর উদ্যোগে এইভাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া দুঃস্থ মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে চাই। আগামী দিনের আরও বেশি বেশি কাজ করব সেই আশা রাখছি।

কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্লানে কোন অর্থ বরাদ্দ না করায় তীব্র ক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রত্যাশামত ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে দুই মেদিনীপুর জেলার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বহু প্রতিক্ষিত 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে' কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। এ বিষয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি আজ এক প্রেস বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে অভিযোগ করেন,এই ধরনের বড় সেচ ও নিকাশী প্রকল্পে রাজ্য সরকার দেড় হাজার কোটি টাকা মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যে কিছু কাজ শুরু হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম,দেরিতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বোধোদয় ঘটবে। হয়তো এবারকার বাজেটে কিছু হলেও অর্থ বরাদ্দ করবে। কিন্তু সে ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়া কোন উচ্চবাচ্য না করায় শুধু আমাদের কমিটি নয়,দুই মেদিনীপুর জেলার প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ভীষনভাবে আশাহত হয়েছেন। নারায়ণবাবু বলেন, দুই মেদিনীপুর জেলার ১৩ টি ব্লকের প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক মানুষকে ফি বছরের বন্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে তৈরি হয়েছিল এই মাস্টার প্ল্যান। ১৯৯২ সালে তৎকালীন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেও বিশেষ কোনো কাজই করেননি। অবশেষে স্থানীয় বাসিন্দারা 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি' গঠন করে উভয় সরকারের কাছে আন্দোলন সংগঠিত করলে আবার নতুন করে প্রকল্পটি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা টালবাহানার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র কোন অর্থ মঞ্জুর না করায় অবশেষে গত ২০২৫ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার রাজ্য বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে এই মাস্টার প্ল্যানে। 'নো কস্ট' পদ্ধতিতে শিলাবতী-কংসাবতী -রূপনারায়ণ নদী সহ বিভিন্ন নিকাশি খালগুলি সংস্কারের পরিকল্পনা নেয় সেচ ও জলপথ দপ্তর। ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু হয়েছে। যদিও শিলাবতী নদী সংস্কারের কাজ প্রায় দু মাস পূর্বে শুরু হলেও এখনো এক কিলোমিটার অংশ পূর্ণ সংস্কার হয়নি।

ভোট দোরগোড়ায়, ইভিএম মেশিন সম্পর্কে ভোটারদের সচেতন করতে প্রশিক্ষণ জাঙ্গিপাড়ায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জাঙ্গিপাড়া, হুগলী, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে আজ জাঙ্গিপাড়ার বিডিও পল্লব মুখার্জি ইভিএম মেশিন সম্পর্কে ভোটারদের সচেতন করতে এক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই ব্লকে একদিকে যেমন এস আই আর সম্পর্কে শুনানি চলছে, তার পাশাপাশি ইভিএম মেশিন সম্পর্কেও ভোটারদের সচেতনতার পাঠ দেয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জাঙ্গিপাড়ার বিডিও পল্লব মুখার্জি জানিয়েছেন এই প্রশিক্ষণ একটি রুটিন মাফিক কাজ কারণ নতুন ইভিএম মেশিনে কোন পরিবর্তন বা সংযোজন হয়েছে কিনা তা ভোটারদের জানানো বিশেষ প্রয়োজন, এই প্রশিক্ষণ শুধু আমাদের ব্লকেই নয় সারা রাজ্যের প্রতিটা ব্লকই এটা পর্যায়ক্রমে চলবে। ভোটের আগে নতুন ইভিএম মেশিন সম্পর্কে ভোটারদের সচেতন করতে প্রতিবারই ভোটের আগে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেয়া হয়ে থাকে।

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ যুবক গ্রেফতার, ৪ দিনের পুলিশ হেফাজত

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রবীন্দ্র সাউ (২৫)। তিনি বর্ধমান থানার রায়নগর বটতলা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেলে বর্ধমান থানার অন্তর্গত মির্জাপুর সিমেন্ট গোডাউনের কাছে রাস্তায় ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছিল রবীন্দ্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করলেও অল্প দূরত্বেই তাকে ধরে ফেলা হয়। ধৃতকে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একটি দেশি প্রযুক্তিতে তৈরি পাইপগান এবং এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ রাখার অভিযোগে ভারতীয় ন্যায় সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে রবীন্দ্র সাউকে বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ সংগ্রহ করল এবং এর সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানতে পুলিশ পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায়। শুনানির পর সিজেএম ধৃতের চার দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন। জানা গেছে, ধৃতের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক মামলা রয়েছে। বর্ধমান থানায় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার মামলা ছাড়াও গলসি ও খণ্ডঘোষ থানায় চুরি ও ছিনতাইয়ের একাধিক মামলায় তার নাম জড়িত রয়েছে।

পৃথিবা কুমার গোকুল চন্দ্র মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলী উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রদের সুবিশাল শোভাযাত্রা এলাকার প্রায় চার কিলোমিটার পথ পরিক্রম করে। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

প্রকাশ্য দিবালোকে একাকী তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে একাকী তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক। প্রকাশ্য দিবালোকে তরুণীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ হাওড়ায়। সিসিটিভি'তে ধরা পড়লো সেই ছবি। অভিযুক্ত যুবক রজতপ্রিয় সাহাকে গ্রেফতার করেছে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। জানা গেছে, ওই থানা এলাকায় গদাধর মিস্ত্রি সেকেন্ড বাই লেন দিয়ে রবিবার দুপুরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন ওই তরুণী। উল্টো দিক থেকে স্কুটিতে চেপে মাথায় হেলমেট পরে আসছিলেন অভিযুক্ত যুবক। অভিযোগ, জনৈকা তরুণীকে একাকী রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখেই স্কুটি ঘুরিয়ে নিয়ে পিছন দিক থেকে আচমকাই তাঁর শ্লীলতাহানি করে পালিয়ে যান অভিযুক্ত যুবক। স্থানীয় একটি ক্লাবের সিসিটিভি'তে ধরা পড়ে সেই ছবি। ছবি দেখে ওই যুবককে সনাক্ত করা হয়। জানা গেছে, বেলেপোল এলাকায় একটি মদের দোকানে কাজ করেন ওই যুবক। এরপর তাঁকে ওই এলাকা থেকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, এর আগেও আরেক মহিলার শ্লীলতাহানি করে পালিয়েছিলেন অভিযুক্ত। দুটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ মামলা শুরু করে তাঁকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয়রা মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রকাশ্যে এই ধরনের ঘটনা রুখতে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় ক্লাবের সদস্য স্বরূপ আচার্য বলেন, 'ঘটনাটি ঘটে রবিবার দুপুর সোয়া ১২টা নাগাদ। আমাদের ক্লাবের সামনে দিয়ে এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় রাস্তা ফাঁকা দেখে অভিযুক্ত যুবক স্কুটি ঘুরিয়ে নেয়। তারপর ওই তরুণীকে অনুসরণ করে পিছন পিছন গিয়ে তার শারীরিক নিগ্রহ করে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আমরা ক্লাবের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করি। এরপর আমরা চ্যাটার্জিহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করি। পুলিশ খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আমাদের ক্লাবের ছেলেরাও খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত এই যুবককে হাতেনাতে ধরা হয়। আমরা ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। রবিবার দিনে দুপুরে যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলে সন্ধ্যে বা রাতে আমাদের মেয়েদের নিরাপত্তা কোথায় ? আমরা এটা নিয়ে খুবই চিন্তিত। এর আগেও ওই যুবক একই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আমরা ধৃত যুবকের কঠোরতম শাস্তি চাইছি।'

নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে মা সারদা প্রসাদালয়ের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া ঃ ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রবিবার নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনে নবনির্মিত 'মা সারদা প্রসাদালয়'-এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠিত হলো অত্যন্ত ধর্মীয় ও সেবামূলক আবহে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় মঠের অন্যতম সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ তথা রামকৃষ্ণ মঠ, কাঁকুড়গাছির অধ্যক্ষ স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজ প্রসাদালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। এই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ পরম পূজ্যপাদ স্বামী অদ্ভূতানন্দজীর পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্রী সুনীল কান্তি রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে পিয়ারলেসের উদ্যোগে নির্মিত এই প্রসাদালয় ভবিষ্যতে মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিয়ারলেস কোম্পানির পক্ষে মাননীয়া শ্রীমতী শিখা রায়, শ্রী গৌতম রায়, শ্রী বিজিত নন্দী, নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রী পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, পূর্বস্থলীর বিধায়ক শ্রী তপন চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা, প্রায় ৭০ জন সাধু, অসংখ্য ভক্ত ও একাধিক জনপ্রতিনিধি। সন্ধ্যায় ভক্তদের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী প্রদান করেন স্বামী বিমলাত্মানন্দজী মহারাজ। মিশন সূত্রে জানা গেছে, মহারাজজী সোমবার সকালে বেলুড় মঠে ফিরে যাবেন। নবদ্বীপ মিশনের সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানন্দ জানান, এই প্রসাদালয়টি মিশনের শতাধিক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক পুষ্টিকর আহার, দীন-দুঃখীদের অন্নদান এবং বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করা হবে। এই উদ্যোগে নবদ্বীপে সেবা ও মানবিকতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬৩ সংখ্যা, সোমবার, ১৯ মাঘ, ১৪৩২

পুস্তক অতি বিষম বস্তু...

সম্পাদকীয়

বই অতি বিষম বস্তু! সর্বার্থেই। ধরা যাক আপনি আরশোলায় ভয় পান। আপনার সুশোভিত ঘরে একটি আরশোলা ঢুকে পড়েছে। তাকে মারতে চান অথচ কাছে যাওয়ার সাহস নেই। দূর থেকে দুরন্ত গতিতে বই চালিয়ে পোকাটিকে আঘাত করতে পারেন, হত্যাও। বই শুধু অপরকে মারার অস্ত্রই নয়, বই আপনার গোপনীয়তা রক্ষার বস্তু। সে কালে অনেকে প্রেমের হাতচিঠি বইয়ের ফাঁকে রেখে চালান করে দিত। দিচ্ছে চিঠি, বই দিয়ে ঢেকে। ক্যাপ্টেন হ্যাডক প্রেমময় নন, মদ্যময়। টিনটিনের চন্দ্রাভিযানে তিনি মোটা-মোটা হার্ডকভার বইয়ের বাক্স বানিয়েছিলেন, ভেতরে মদের বোতল নিয়ে যাওয়ার জন্য। তেমন মোটা হার্ড-বাউন্ড বই হলে দুষ্কৃতীকে বই দিয়ে পেটানোও চলে। এই সব বইয়ের শরীরের কথা। যাঁরা ঘন মনোবাদী পাঠক তাঁরা বলেন, 'শরীর শরীর! তোমার মন নাই কই! মন চাই!' বইয়ের মন থাকে কোথায়? পাঠক খুঁজছেন। মলাটে, বইয়ের পাতার হরফে- খুঁজতে খুঁজতে বুঝছেন বইয়ের মলাট, হরফ, এই সব বাহ্য উপাদান। ভর দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন বইয়ের মনে, চিন্তার জগতে। সেখানে পাঠকের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ আলাপ চলছে। এই যে বইয়ের সূত্রে মনে-মনে কথা, তা থামিয়ে দিয়ে আবার পাঠক বইয়ের শরীরে ফিরছেন। মলাটের ছবিটির দিকে তাকাচ্ছেন। হয়তো তাকাচ্ছেন বইয়ের ভেতরের অলঙ্করণে। ছবিগুলি বইবীণার তার- হরফের মতো, পাতার ছাপার পাশে সাদা জায়গার মতো। হরফের সাট, পাতার ছাড়, বই সাজানোর চালচিত্র, মলাটের ছবি, এ সব বই-বীণার তার। সত্যজিতের, খালেদ চৌধুরীর, পূর্ণেন্দু পত্রীর তুলি বইয়ের শরীরে যে ছবি এঁকেছে, তা কি পাঠকের মনে সুর তোলেনি! নিয়ে যায়নি বস্তুজগৎ থেকে বহু দূরে! তারযন্ত্রের মতো অথবা যে কোনও বাদ্যযন্ত্রের মতো বইটি পাঠকের মনে সুর তুলছে, চিন্তাতরঙ্গে ভাসতে ভাসতে পাঠক অবগাহন করছে চিন্তাসমুদ্রে। প্রশ্ন হলো, মুদ্রিত বই যখন ছিল না, বই নামক শরীরী অস্তিত্বের অধিকারী ও অশরীরী চিন্তার জগতে প্রসারণকারী মলাট-বিশিষ্ট, হরফ-নন্দিত, ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তুটি যখন ছিল না, তখন কী ছিল? শ্রুতি ছিল, পুথি ছিল। কানে শোনার জন্য কথকের কাছে যেতে হতো। কথকদের সকলের সামর্থ্য সমান নয়। শ্রেষ্ঠ কথক অনেকে যেতেন। পুথি এক-জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সযত্নে পেটিকা বহন করে নিয়ে যাওয়া হতো। পদ্ধতি ও উপকরণের জন্যই তা সর্বত্রগামী হয়নি, বহু-বিস্তার পায়নি। মুদ্রিত বই আগের এই শ্রুতি-পুথির থেকে ধ্বনি ও শব্দের জগৎকে সহজ বিস্তার দিয়েছে। পুথির জগৎ ধীরে ধীরে হারিয়ে গিয়েছে। বই এসেছে। আবার শ্রুতির জগৎ কি হারিয়েই গিয়েছে? তা সভ্যতার পুঁজিবহুল নগর থেকে দূরে কোনও কোনও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনে বেঁচে থেকেছে। পুথিও বিলুপ্ত হয়নি পুরোপুরি। নতুন প্রযুক্তি এসেছে এরই ফাঁকে। শ্রুতি ও পুথিকে ধারণ জন্য তত ব্যয়সাপেক্ষ নয়, গণব্যবহার্য প্রযুক্তি এসেছে, বিস্তার লাভ করছে। আর সে জন্যই বই নামক বিষম বস্তুটির দিকে পুনরায় তাকাতে হচ্ছে। বই কেনেন যাঁরা, তাঁদের নানা দল। সে দলের মধ্যে শীর্ষস্থানে যাঁরা, তাঁরা বই-পাগল। বই-বাহিকেরা রাখার জায়গা আছে কি নেই তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত যাই হোন না কেন, শুধু বইয়ের জন্য তো প্রাসাদ কিনতে পারেন না। তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে গভীর বুকর্যাক ঝুলতে থাকে। বইয়ের তাকে এক-দুই করতে করতে অনেক সময় তিন সারি। সামনে যা তা দেখা যায়, পেছনে কী তা মনে থাকে না। রোজ বইয়ের ধুলো পরিষ্কার করার সময়, মুরোদ, কোনওটাই নেই। তার উপরে বইয়ের শরীর তো নানা রকম। সরু-মোটা-চটি-চাপাটি। সরু ও চটি বইয়েরা আশ্চর্য প্রাণবান। মুখ লুকিয়ে ফেলতে তাদের দোসর মেলা ভার। আমার মাস্টারমশাই, ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রের দৃঢ় বিশ্বাস, বইয়ের প্রাণ আছে। যখন যে বইটা বই-বাহিক পণ্ডিত খোঁজেন, সেই বইটি মুখ লুকোয়। এটা বিশ্বাস, তর্ক করে লাভ নেই। সব বিশ্বাসের মতো এ বিশ্বাসেরও কাকতালীয় কিছু ভিত্তি আছে। তা ছাড়া বইকে প্রাণময় ভাবলে বইয়ের সঙ্গে প্রেম গাঢ় হয়। বই-বাহিকেরা বহুগামী। তাঁর আগ্রহের বিষয় বিবিধ-বিচিত্র। ফলে নানা বিষয়ের নানা রকম বই জমছে, ধুলো পড়ছে, উল্টে-পালটে গভীরে-অগভীরে পড়া হচ্ছে। সবাই তো আর কালপেঁচা বিনয় ঘোষ নন। ইন্দ্রদা, সুবর্ণরেখার ইন্দ্রনাথ মজুমদার বলেছিলেন, কোনও বিষয়ে পড়াশোনা আর লেখার প্রয়োজনে বিনয় ঘোষ বইয়ের জন্য ইন্দ্রদার দ্বারস্থ হতেন। পড়া হলো, লেখা হলো বিনয় ঘোষের বই। তার পর যে গ্রন্থগুচ্ছ তাঁর অবলম্বন ছিল, তা তিনি আবার দিয়ে দিতেন ইন্দ্রদাকে। ইন্দ্রদা কিনেও নিতেন। যাঁরা বিনয় ঘোষের মতো অনাসক্ত বই-বাহিক নন, তাঁদের গভীর বিপদ। বইয়ের হারেম রক্ষা করা কি চাট্টিখানি কথা! বই-বাহিকেরা পলিটিক্যালি কারেক্ট হন না। তাঁরা বই-বিষয়ে এক অর্থে সেক্সিস্ট। 'বইয়ের হারেম' খারাপ শব্দ। বই কি শুধু পুরুষের? বাংলা বাজারে বই-পাগল বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষের মুখ। এর মধ্যে নারী কোথায়? গৌতম ভদ্র, যাঁর কাছে বইয়ের ধুলো ঘাটতে শিখেছি, তিনি চিত্রা দেবের উদাহরণ দেন। চিত্রা দেবের গ্রন্থ সংগ্রহে ব্যতিক্রম হিসেবে তিনি ছাড়া পুরুষদের অধিকার ছিল না। ভ্রমণ ও জীবনী সাহিত্যের এক গভীর সংগ্রহ ছিল। গ্রন্থপ্রেমিক লিঙ্গ-পরিচয়ে রমণী হলে কখনও বইয়ের সংগ্রহকে বই-হারেম বলবেন না। এমনকি বই দিয়ে আরশোলা হত্যার কথা ভাবতেও পারবেন না। কারণ বিষয়টি অ-নান্দনিক। বই-বাহিক পুরুষেরা হয়তো পোস্ট হিউম্যানিস্ট থিয়োরির মর্ম বুঝছেন। ফলে পোকা-পশু, এ সবের সঙ্গে বইয়ের সহাবস্থান হবে। বেড়ালপ্রেমী বই-বাহিকেরা জানেন, বইয়ের উপরে মেনি-হুলোরা বসে থাকে। ঘুমোয়, ঘুম থেকে উঠে আলস্য ভরে বইয়ের মলাটে একটু-আধটু থাবার নখ দিয়ে আঁচড়ও কাটে। পুথির জগৎ যখন ক্রমশ বইয়ের পিছনে পড়ে গিয়েছিল তখন আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এখন তুলনায় প্রস্তুত। এ বইয়ের জগৎ দ্রুত ডিজিটাল শরীরে প্রবেশ করছে। বইয়ের বিষম শরীরটি এ ভাবে আর থাকবে না। এক পেন-ড্রাইভে কিংবা গুগল ড্রাইভের অশরীরে হাজার হাজার অশরীরী বই। সার্চ ইঞ্জিন আছে বলে খোঁজা যাবে লহমায়। বই শুধু চোখের আর কানের হয়ে উঠবে, অডিয়ো বই লং-ড্রাইভে বাজবে। আর ইচ্ছে হলে বাড়িতে সাজানোর জন্য থাকবে বই। পিওডি- প্রিন্ট অন ডিমান্ড। চাইলেই অশরীরী বইকে শরীর দেওয়া হবে। সত্যিই, সর্বার্থে বই অতি বিষম বস্তু!

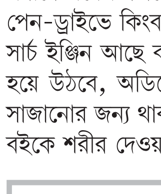

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

একজন ব্যক্তি তার গুরুর সাথে দেখা করার আগে, তার বৈশিষ্ট্যগুলি হল ক্রমাগত মানসিক কার্যকলাপ, প্রচুর অস্থিরতা এবং ক্ষুধার বৌদ্ধিক পরিবর্তন, উচ্চস্বরে আত্ম-প্রত্যয়, তর্ক এবং শক্তি প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যখন গুরু আসেন, অথবা জীবনকে আধিপত্য করার ধারণা ধরা পড়ে, তখন একটি তীব্র প্রাথমিক সংগ্রাম হতে পারে, কিন্তু তার পরে গভীর আপাত নীরবতার সময়কাল থাকে। গুরুর মনের কাছে জিনিসটি যেমন মনে হয় তেমন দেখাই একমাত্র প্রয়োজনীয়তা। গুরুর সেবা করা, তাঁর হাত ও পা হিসাবে কাজ করা, যেন তা ছিল, যাতে কারও মন এবং হৃদয় তাঁর সাথে এক হতে পারে নীরবে, উদ্বেগের সাথে, তাঁর চিন্তাভাবনাকে আত্মস্থ করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর সেবা করা, এটাই পদ্ধতি।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া আর, পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভাল হ'য়ে পড়ে। তাই ব'লে কোন স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি ক'রতে নেই। সে তো খোসামোদ। সে-ক্ষেত্রে মন-মুখ প্রায়ই এক থাকে না। সেটা কিন্তু বড়ই খারাপ, আর তাতে নিজের স্বাধীন মত-প্রকাশের শক্তি হারিয়ে যায়। যার-উপর যা'-কিছু-সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম্ম, আর তিনিই পরমপুরুষ। ধর্ম্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম্ম একই আর তার কোন প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমন-কি যত মানুষ তত মত হ'তে পারে, কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম্ম বহু হ'তে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও-সবগুলি মত। কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের একটাকেই নানাপ্রকারে একরকম অনুভব!

ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণ করবে বিশ্বমানের কর্মমুখী নয়া ব্যবস্থা

এ.কে. রাই

ঔপনিবেশিক তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ফ্রান্তজ ফ্যানন বলেছিলেন, 'নতুন মানুষ গড়তে হলে ঔপনিবেশিক ভাবধারা থেকে প্রকৃত অর্থে বেরিয়ে আসতে হবে।' লিন্ডা তুহিওয়াই স্মিথ এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'ঔপনিবেশিক ভাবধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, সেখানে দেশীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন।' এই দুটি বাক্য থেকে ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি এবং বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠানের বিষয়ে মূল ভাবনাটি পাওয়া যায়। শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কার বিল এই বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান বা ভিবিএসএ ২০৪৭ সালের মধ্যে আত্মনির্ভর বিকশিত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভিবিএসএ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, অল ইন্ডিয়া কমিশন অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর টিচার্স এডুকেশন- এই তিনটি সংস্থাকে একত্রিত করবে। এতদিন এই তিনটি সংস্থা পৃথক পৃথকভাবে কাজ করে এসেছে। তার ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি থেকে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায়নি। ভিবিএসএ-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। বিকশিত ভারত শিক্ষা মানক পরিষদ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাদানের মান নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেবে। বিকশিত ভারত শিক্ষা বিনিয়ম পরিষদ, ভারতীয় শিক্ষার গুণমান বৃদ্ধি করে তাকে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল করে তুলবে। বিকশিত ভারত শিক্ষা গুণবত্ত্বা পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিতে তার মানোন্নয়নের বিষয়টি নির্ধারণ করবে। এইভাবে দেশে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের সমস্যার সমাধান করবে ভিবিএসএ। এর ফলে, ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সামিল হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও-কে বর্তমানে ২৮.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ নিয়ে যাবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বচ্ছভাবে মূল্যায়ন করে সেগুলিকে স্বীকৃতিদান এবং যুক্তিযুক্তভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিলের যোগানের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে, সামাজিক চাহিদা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি, ভারতের নাগরিকদের চাহিদা মেনে সামাজিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করা হবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যা ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আরও পেশাদার ব্যক্তিত্ব করে তুলবে। পাশাপাশি, ভারতীয় মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠবে এইসব শিক্ষার্থীরা যাঁরা একইসঙ্গে বিশ্ব নাগরিকের দায়িত্বও পালন করবে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এডুকেশন ৫.০ অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতিও এই ধারাকে অনুসরণ করেই তৈরি করা হয়েছে। এডুকেশন ৪.০-এ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল। এডুকেশন ৫.০ প্রযুক্তি-নির্ভর ব্যবস্থা থেকে মানবিক দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করে এগিয়ে চলার দিকে গুরুত্ব দেয়। অর্থাৎ, যুবক-যুবতীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি, মানসিক, শারীরিক সহ সর্বাঙ্গীণ এক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে, এককভাবে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ যেমন থাকতে হবে, পাশাপাশি বিভিন্ন পরিচালনগত ক্ষেত্র নিয়েও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি যে চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারবে না, সেগুলি পূরণ করার জন্যই ভিবিএসএ-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে, ছাত্রছাত্রীরা একটি বিষয় থেকে অন্য একটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার আরও সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে যেসব সংস্থাগুলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়, তাদের নিয়মাবলীতে যে সমস্যা রয়েছে, তা দূর করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি অভিন্ন স্বীকৃতিদানের সংস্থা গড়ে উঠবে। এর ফলে, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ভুয়ো প্রতিষ্ঠাগুলি আর বিভিন্ন সংস্থা থেকে স্বীকৃতি লাভের সুযোগ পাবে না। ভিবিএসএ-এর যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতাও থাকবে। ভিবিএসএ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশীয় বিভিন্ন উপাদানকে যুক্ত করতে পারবে। ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকে পাঠক্রমে যুক্ত করার মাধ্যমে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি সমতা বিধান করা যাবে। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দেশের যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষাদান করা হবে। এর আগে মেকলের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলে যে ধারণা তৈরি করা হয়েছিল, সেটিকে ভেঙে ফেলার সম্ভব হবে। দেশের ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতির প্রতি যে অবজ্ঞা করা হত, তার অসাড়ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হবে। বিশ্বে সবথেকে বেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ভারতে। কিন্তু, অভিবাসন ব্যুরোর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যায়। ভিবিএসএ গঠিত হলে দেশেও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাদান সম্ভব হবে। ফলে, এই সংখ্যাটি কমে আসবে। এই ব্যবস্থায় যথাযথ ব্যক্তিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সময় সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি, উন্নতমানের গবেষণামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ কার্যকর করা যাবে। ভিবিএসএ-এর অন্যতম লক্ষ্য হল অনলাইন এবং কৃত্রিম মেধার সাহায্যে স্বচ্ছ এক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, যেখানে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারের জন্য এই প্রক্রিয়াটি ব্যয় এবং সময় সাশ্রয়ী হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশজুড়ে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থায় সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা তাদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পাবে। ফলে, যথাযথ প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে, কেন্দ্রের থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়, সেই তহবিল লাভের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈষম্য দূর হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতমানের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে স্বশাসিত হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে। এর ফলে, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে অনুপ্রাণিত হবে। পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা এবং গবেষণা ক্ষেত্রে আরও সময় ব্যয় করবে। তাদের প্রশাসনিক নানা কাজে সময়ের সাশ্রয় হবে। ভারত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রয়োজনীয় সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এক্ষেত্রে তার চিরায়ত ঐতিহ্যকেও গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি এই লক্ষ্য পূরণে একটি আইনি পদক্ষেপ। আর এখন, বিকশিত ভারত শিক্ষা অধিষ্ঠান ভারতীয় পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারকে বাস্তবায়িত করবে, যার মূল উদ্দেশ্য সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়।

লেখক ঃ কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের ডিরেক্টর। মতামত ব্যক্তিগত।

ইরানের বিপ্লবে বিপাকে বাংলার বামপন্থী বিপ্লবীরা!

বিশেষ প্রতিনিধি

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরান এই মুহূর্তে এক অভূতপূর্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। লাগাতার বিক্ষোভ, সরকারি দমন-পীড়ন, প্রাণহানি, রাষ্ট্রীয় প্রতীক বদলের দাবি-সব মিলিয়ে ইরান কার্যত জ্বলছে। কিন্তু এই আগুনের আঁচ শুধু তেহরান, ইসফাহান বা মাশহাদে সীমাবদ্ধ নয়। আশ্চর্যজনকভাবে এই আন্দোলনের অভিঘাত এসে পড়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বাংলার বামপন্থী বিপ্লবী মহলে। যে বামপন্থীরা ভেনেজুয়েলা, কিউবা, ফিলিস্তিন বা বাংলাদেশের আন্দোলনে রাতারাতি রাস্তায় নামতে পারেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপ্লবের ডাক দিতে পারেন, ইরানের প্রশ্নে এসে তারাই যেন দিশেহারা। সরকার পক্ষ নেবেন, না আন্দোলনকারীদের? দু'দিকেই বিপদ। ফলে চুপ থাকাই আপাতত সবচেয়ে নিরাপদ পথ-এমনটাই মনে করছেন অনেক বঙ্গীয় বাম চিন্তক ও সংগঠক। বর্তমান ইরান আন্দোলনের চালিকাশক্তি মূলত 'জেনারেশন জি' বা জেন জি। ইরানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশের বয়স ৩০ বছরের আশেপাশে। এই তরুণ সমাজ ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া এবং পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তারা একদিকে যেমন হলিউড, ইউরোপীয় জীবনযাপন দেখছে, তেমনই অন্যদিকে খুঁজে পাচ্ছে নিজেদের প্রাক-ইসলামিক পারস্য ইতিহাস-সাইরাস দ্য গ্রেট, আচেমেনীয় সাম্রাজ্য, জরথুস্ত্র ধর্ম, সিংহ ও সূর্যের পতাকা। এই প্রজন্মের বড় অংশই মনে করছে, ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লব তাদের ভবিষ্য কেড়ে নিয়েছে। বাধ্যতামূলক হিজাব, কট্টর শরিয়া আইন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অভাব, অর্থনৈতিক সংকট-সব মিলিয়ে ক্ষোভ জমেছে বহু বছর ধরে। সাম্প্রতিক আন্দোলনে সেই ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়েছে। বহু জায়গায় মসজিদ ভাঙা হয়েছে, সরকারি ভবনে আগুন লেগেছে, খামিনির ছবি প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়েছে। নারী আন্দোলনকারীরা প্রকাশ্যে হিজাব খুলে সিগারেট ধরাচ্ছেন-যা ইরানের সমাজে একপ্রকার বিপ্লবী প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ইসলাম মুছতে চায় বিপ্লবীরা?

এই আন্দোলনের সবচেয়ে বিতর্কিত দিক হল-ইরানের বিপ্লবীরা কেবল সরকারের বিরোধিতা করছে না, তারা সরাসরি ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করছে। বহু আন্দোলনকারী প্রকাশ্যে দাবি তুলছেন-ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বাতিল করতে হবে, ফিরিয়ে আনতে হবে প্রাক-১৯৭৯ সালের জাতীয় পতাকা, যেখানে থাকবে সূর্য ও সিংহের প্রতীক। এখানেই বাংলার বামপন্থীরা চরম সংকটে পড়ছেন। কারণ ভারতের বাম রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কার্যত ইসলামপন্থী অবস্থানের সঙ্গে এক ধরনের সহাবস্থান তৈরি করেছে। হিজাব বিতর্কে বাংলার বাম ছাত্র সংগঠনগুলির অবস্থান ছিল স্পষ্টভাবে 'হিজাবের পক্ষে'। তাদের যুক্তি-হিজাব ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক, রাষ্ট্র বা সংখ্যাগুরু সমাজ তা নিষিদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু ইরানের বিপ্লবীরা তো ঠিক উল্টো কথা বলছেন। তারা বলছেন, হিজাব তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটি দমন-পীড়নের প্রতীক। তাহলে প্রশ্ন উঠছে-যাদবপুরে হিজাব প্রগতিশীল, আর তেহরানে হিজাব-বিরোধিতা প্রতিক্রিয়াশীল কেন?

সরকারের পক্ষ নিলেও বিপদ

অন্যদিকে, ইরানের সরকারের পক্ষ নেওয়াও বামপন্থীদের পক্ষে সহজ নয়। কারণ বাম রাজনীতি বরাবরই রাষ্ট্রের দমননীতির বিরোধিতা করে এসেছে। বাংলাদেশে জুলাই আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বহু বামপন্থী। 'রাষ্ট্রের শোষণ', 'ফ্যাসিবাদী দমন'-এই শব্দগুলো ঘুরে ফিরেছে পোস্টে পোস্টে। কিন্তু আজ ইরানের ক্ষেত্রে সেই একই ভাষা ব্যবহার করলে ইসলামিক রাষ্ট্রের বিরোধিতা করতে হয়। আবার সরকারের পক্ষ নিলে প্রগতিশীলতার মুখোশ খসে পড়বে। অতীতে ইউনুস জমানার অরাজকতা সামনে আসতেই অনেক বামপন্থী নিজেদের পুরনো পোস্ট ডিলিট করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ইরান প্রশ্নে আরও সতর্কতা।

গেরুয়া শিবিরের কটাক্ষ ও ট্রোল

এই আদর্শিক দোটানাকে হাতিয়ার করে আক্রমণে নেমেছে গেরুয়া শিবির। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলের বন্যা। কেউ লিখছেন- ''ইরান মাঙ্গে ইসলাম সে আজাদী...''। ১৯৭৯ সালে শাহ পাহলভির পতন থেকে শুরু করে খোমেইনি ও খামিনির উত্থান, ইসলামী মৌলবাদ কীভাবে ধাপে ধাপে শক্তিশালী হয়েছে-এই দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে বলা হচ্ছে, ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে উস্কে দেওয়া কতটা সহজ। এই ট্রোল পোস্টগুলিতে আরও বলা হচ্ছে-তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডারের ওপর বসেও ইরান আজ দরিদ্র, যুব সমাজের হারানোর কিছু নেই বলেই তারা নিজেরাই নিজেদের শহর পুড়িয়ে দিচ্ছে। আবার প্রবাসী রেজা পাহলভি আমেরিকার সাহায্য চাইছেন-যা নতুন করে 'আমেরিকার পাপেট' তত্ত্বকে উসকে দিচ্ছে।

যাদবপুর বনাম তেহরানঃ দ্বিচারিতার প্রশ্ন

প্রযুক্তিবিদ সুদীপ্ত গুহের ফেসবুক পোস্ট এই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। তিনি তুলনা টেনেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও ইরানের মধ্যে। একদিকে ইরানের মহিলারা হিজাব ছেড়ে আন্দোলনে, অন্যদিকে যাদবপুরে হিজাবের দাবিতে সরব ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, প্রশাসন। তার ব্যঙ্গাত্মক উপসংহার-

ইরানের প্রতিবাদীরা রক্ষণশীল, অশিক্ষিত, দেশদ্রোহী, আমেরিকার দালাল। আর যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীরা প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক, সেকুলার, দেশপ্রেমী।

তার প্রশ্ন-এই উপসংহারের পিছনে যুক্তি কী?

উত্তর হিসেবে তিনি ব্যঙ্গ করে লেখেন-

মার্ক্সবাদ সত্য, কারণ ইহা বিজ্ঞান।

আদর্শিক সংকটে বাম রাজনীতি

সব মিলিয়ে ইরানের বিপ্লব বাংলার বাম রাজনীতির সামনে আয়না ধরেছে। এই আয়নায় স্পষ্ট হচ্ছে দ্বিচারিতা, নির্বাচনী প্রগতিশীলতা এবং আদর্শিক সুবিধাবাদ। ইসলাম যখন সংখ্যালঘু পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত, তখন তা প্রগতিশীল আর ইসলাম যখন রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতীক, তখন তা ফ্যাসিবাদ-এই সরলীকরণ আর কতদিন টিকবে, সেই প্রশ্নই এখন উঠছে। ইরানের জেন জি আন্দোলন শুধু একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। এটি বিশ্বজুড়ে বাম রাজনীতির আদর্শিক কাঠামোকেই চ্যালেঞ্জ করছে। আর সেই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলার বামপন্থী বিপ্লবীরা আজ সত্যিই বিপাকে।

এই আদর্শিক দোটানাকে হাতিয়ার করে আক্রমণে নেমেছে গেরুয়া শিবির। সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলের বন্যা। কেউ লিখছেন- ''ইরান মাঙ্গে ইসলাম সে আজাদী...''। ১৯৭৯ সালে শাহ পাহলভির পতন থেকে শুরু করে খোমেইনি ও খামিনির উত্থান, ইসলামী মৌলবাদ কীভাবে ধাপে ধাপে শক্তিশালী হয়েছে-এই দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে বলা হচ্ছে, ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে উস্কে দেওয়া কতটা সহজ। এই ট্রোল পোস্টগুলিতে আরও বলা হচ্ছে-তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডারের ওপর বসেও ইরান আজ দরিদ্র, যুব সমাজের হারানোর কিছু নেই বলেই তারা নিজেরাই নিজেদের শহর পুড়িয়ে দিচ্ছে। আবার প্রবাসী রেজা পাহলভি আমেরিকার সাহায্য চাইছেন-যা নতুন করে 'আমেরিকার পাপেট' তত্ত্বকে উসকে দিচ্ছে।

ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার শিকার সাধু! তপ্ত ভগবানপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১ ফেব্রুয়ারিঃ এক সাধুর ওপর হামলার অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে। প্রতিবাদে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ বিজেপির। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ১ব্লকের অন্তর্গত গুড়গ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ উপলক্ষে সাধুসন্ত সমাবেশ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান চলছিল । কর্মসূচি শেষে এই সূর্যানন্দ মহারাজের উপর চড়াও হয় মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আক্রমণের পেছনে তৃণমূল আশ্রীয় দুষ্কৃতীরাই রয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। আহত অবস্থায় সাধুকে উদ্ধার করে চণ্ডীপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনা জানাজানি হতেই রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান গেরুয়া কর্মীরা। বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পন্ডা-সহ বিজেপি নেতৃত্বে সমগ্র ঘটনা জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। হামলাকারী অভিযুক্ত যদি গ্রেফতার না হয় তা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, ''এখানে স্বামী সূর্যানন্দ মহারাজের ওপর যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তৃণমূলই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। আমরা নির্দিষ্ট করে বেশ কয়েকজনের নাম বলেছি। এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করেনি। সকালের মধ্যে গ্রেফতার না হলে থানার সামনে বিক্ষোভে বসব। এর প্রভাব রাজ্যে দেখা যাবে।'' আহত সূর্যানন্দ স্বামী বলেন, ''আমি চিকিৎসার বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলছিলাম। হঠাৎ করেই চার জনে চলে আসে। আমার কাপড় ধরে টানতে থাকে। বলছে, এখানে জয় শ্রী রাম কেন বললি রে? আমি বললাম, শ্রী রাম আমাদের মহাপুরুষ। শ্রী রামের জয়ধ্বনি আমরা সব জায়গায় দিই। তারপরও আমাকে গালি দিতে থাকে।জোর করে কাপড় ধরে টানে।'' ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ''আমরা দুই জা সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওরা তিন জন আসছে। ওখানে বলেন সাধুগিরি করো! টানাটানি শুরু করে। সাধুবাবাকে ধরে টানাটানি শুরু করে।'' ভগবানপুরে ঘটনা নিয়ে ভারপ্রাপ্ত জেলা পুলিশ সুপার মিতুন দে বলেন, ''অনুষ্ঠানের পর সাধুর ওপর জগন্নাথ মাইতি-সহ তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। আমরা তদন্ত শুরু করি। ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।''

দেশের শ্রমিক-কৃষকদের প্রাপ্তি শুধু বিড়ি! সরব তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বরাগড়, ১ ফেব্রুয়ারিঃ আজ রবিবার পেশ হল কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ আর এই বাজেট পেশ হওয়ার পর থেকেই ফের শুরু হয়েছে কেন্দ্র বনাম বিরোধী ঠান্ডা লড়াই। সেই ঠান্ডা লড়াইয়ের উত্তাপ এসে পড়েছে বাংলাতেও। বাজেটে বঞ্চিত হয়েছে বাংলা। বাংলার যুবক-যুবতী কৃষক শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়েছেন এই বাজেটে এমনটাই অভিযোগ করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই আবহেই ফের একবার কলম ধরলেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক এবং সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। তিনি তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে বলেছেন এবারের বাজেটে শ্রমিক এবং কৃষকদের প্রাপ্তি শুধুই বিড়ি। কারণ কেন্দ্রীয় বাজেটে বিড়ির দাম কমানো হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কোনোদিন গরিব মানুষদের জন্য কিছু করেনি কিন্তু এই প্রথম যে কাজটি করলেন তা মনোরঞ্জনের ভাষায় কাবিলে তারিফ। তার সঙ্গে

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের জন্য তিনি খেটে খাওয়া মানুষদের হয়ে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন নিজের খেটে খাওয়া জীবনের কথা এবং তার বিড়ি প্রেম। তিনি বলেছেন কিভাবে কলকাতায় বিড়ি খেতে গিয়ে একটু জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। যদিও মনোরঞ্জনের এই পোস্ট সম্পূর্ণভাবে ব্যাঙ্গাত্মক এবং আজকের বাজেটে দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য যে বিড়ির দাম কমা ছাড়া যে আর কিছুই নেই এই কথাই তিনি তার পোস্টে বুঝিয়েছেন। তার সঙ্গে ব্যাক্ত করেছেন কেন্দ্রের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন ধিক্কার। পোস্টের শেষে তিনি ব্যাঙ্গাত্মক সুরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন যে তিনি বিড়ি খুবই ভালোবাসেন এবং তার প্রাণ রক্ষাকারী বিড়ির দাম কমানোর জন্য অর্থমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই তৃণমূল বিধায়ক। শুধু মনোরঞ্জন নন। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই এই বাজেট নিয়ে সুর চড়িয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বলেছেন এই ৮৫ মিনিটের বাজেট শুধু মাত্র কিছুক্ষন ধরে ভাট বকা ছাড়া আর কিছুই নয়। মমতা বলেছেন এই বাজেট মিশন এবং ভিশন লেস। তবে নির্বাচনের আগে বাজেট নিয়ে তৃণমূলের যে আক্ষেপ এবং বাংলাকে বঞ্চনা করার দাবি, তা কি ভোটের কৌশল হয়ে উঠবে সেটাই দেখার।

স্টিয়ারিংয়ে আটকে লরির চালক, ২৪ ঘণ্টায় পরপর ৩টি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারিঃ দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা। শুধু ২৪ ঘণ্টাতেই আলাদা আলাদা তিনটি পথ দুর্ঘটনায় ধূপগুড়িতে প্রাণ গেল ৫ জনের। আহত তিন।

শনিবার গভীর রাতে ধূপগুড়ির ঝুমুর এলাকায় ঘটে যায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। ঝুমুর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দুটি ভারী পণ্যের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতেই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন আরও দু'জন। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। ঘটনার জেরে রাস্তায় যান চলাচলও পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার আনুমানিক রাত দেড়টা নাগাদ শিলিগুড়ির দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে আসছিল একটি লরি। ওই সময় একটি ট্রলার ভুল করে একই রাস্তায় উল্টোপথে ঢুকে পড়ে। কিন্তু রাতে দৃশ্যমানতাও অনেকটাই ছিল। ছিল কুয়াশাও। যার জেরে দুই গাড়ির চালক স্পষ্টভাবে একে অপরকে দেখতেও পাননি। ফলে কিছু সময়ের মধ্যে দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে যায়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে লরির চালক স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে আটকে যান। ওই অবস্থাতেই দীর্ঘক্ষণ কাতরাতে থাকেন। অপরদিকে ট্রলারের চালক ও খালাসিও গুরুতরভাবে আহত হন। দুই গাড়ির ধাক্কার বিকট শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর যায় পুলিশে। খবর পেয়ে ছুটে আসে দমকলও। অবশেষে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় লরির দরজা ভাঙা সম্ভব হয়। তারপরই স্টিয়ারিংয়ে আটকে থাকা চালককে উদ্ধার করতে সমর্থ হন পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা। অন্যদিকে সংঘর্ষের তীব্রতায় একটি গাড়ি আরেকটির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আটকে যায়। হাইড্রোলিক কাটারের সাহায্যে দুটি গাড়িকে আলাদা করা সম্ভব হয়।

প্রেমিকার বাড়ির পাশের জমি থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ, খুনের অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণগঞ্জ, ১ ফেব্রুয়ারিঃ প্রেমিকার দেখা করতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হল না প্রেমিকের। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গেদে হালদার পাড়া এলাকায় যুবকের মৃত্যু ঘিরে ক্রমেই ঘনাচ্ছে রহস্য। গোটা ঘটনায় প্রেমিকার ভূমিকা নিয়েও বাড়ছে চাপানউতোর। প্রেমিকার পরিবারের বিরুদ্ধে ওই যুবককে শ্বাসরোধ করে বা পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃত সৌরভের পরিবার। মৃত যুবকের নাম সৌরভ হালদার। পরিবারের দাবি, গতকাল রাতে সৌরভকে ফোন করেছিলেন তাঁর প্রেমিকা। নিজের বাড়িতে ডাকেন। প্রেমিকার ডাক পেয়ে ছুটে যান সৌরভ। কিন্তু তারপর দীর্ঘসময় কেটে গেলেও আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। তাতেই চিন্তা বাড়ে পরিবারের সদস্যদের। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সৌরভের আর খোঁজ মেলেনি। এরইমধ্যে এদিন ভোরে প্রেমিকার বাড়ির পাশেই একটি ঝোপের মধ্যে ওই যুবকের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। সৌরভের পরিবারের সদস্যদের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। মৃত যুবকের দাদা প্রকাশ হালদার, বাবা শ্যামল হালদার, বোন সঙ্গীতা হালদারদের অভিযোগ, ফোনে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর সৌরভকে প্রেমিকার পরিবারের লোকজন মিলে খুন করেছে। প্রমাণ লোপাটের জন্যই দেহটি পাশের জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তেজনার মধ্যে খবর চলে যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে মনে করছে পুলিশ। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

হোটেলে ঢুকছে পুলিশ, আর বের করে নিয়ে আসছেন একের পর এক মহিলাকে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১ ফেব্রুয়ারিঃ শীতকালে আম বাঙালি এ দিক-ওদিক ঘুরতে যান। সেই রকমই একটি পর্যটন কেন্দ্র জয়রামবাটি। বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে একের পর এক হোটেলে হানা। মধুচক্র চালানোর অভিযোগে সিল করা হল একের পর এক হোটেল। উদ্ধার সাত জন মহিলা। গ্রেফতার ছয়। জানা যাচ্ছে, বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে একের পর এক হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ। একের পর এক হোটেলে হানা দিয়ে মধুচক্র চালানোর প্রমাণ হাতেনাতে মেলায় পরপর ৩ টি হোটেল সিল করে দেয় তারা। হোটেলগুলি থেকে সাতজন মহিলাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে হোটেলগুলির মালিক, ম্যনেজার, কর্মী ও এক আবাসিক মিলিয়ে মোট ছ'জনকে। বস্তুত, বাঁকুড়ার পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত জয়রামবাটিতে সম্প্রতি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য হোটেল ও লজ। এরমধ্যে বেশ কিছু হোটেল ও লজে নিয়মিত চুটিয়ে চলছে মধুচক্র এমন খবর পুলিশের কাছে আসে। গতকাল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ৩টি

দলে ভাগ হয়ে জেলা পুলিশ হানা দেয় জয়রামবাটির তিনটি বেসরকারি হোটেলে। ওই তিনটি হোটেল থেকে ৭ জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়। মধুচক্র চালানোর হাতেনাতে প্রমাণ মেলায় হোটেলগুলির মালিক, ম্যনেজার, কর্মচারি ও এক আবাসিক সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে ১৪ দিন পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া মহিলাদের আদালতে গোপন জবানবন্দি নেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-90/2025-26 (SL No-01 to 05).** Bid Submission closing date (Online)- **12/02/2026** instated of **31/01/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **16/02/2026** instated of **03/02/2026.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- **Chairperson**
Dankuni Municipality

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093
Centralized desk : 18001020 Email id : support@angelone.in
Member of : NSE / BSE / BSE REMISIER / MCX / MCX SX / NCDEX
Member IDs: NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 12685,
NCDEX : 00220 SEBI Registration No: INZ000161534

NOTICE

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Name Of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
PRIYANKA BHATTACHARJEE	PRIYANKA BHATTACHARJEE	UNIT NO 902 33 CHITTARANJAN AVENUE. KOLKATA 700012 WEST BENGAL	NSE : AP0397612151 MCX : MCX/AP/168817

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **ANGEL ONE LTD.** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **ANGEL ONE LTD.** within **15 days** from the date of issuing this notice.

Date : 02.02.2026
Place : West Bengal

For ANGEL ONE LTD
Sd/-,
Authorised Signatory

দ্বিতীয়বার মাকালু অভিযান থেকে খালি হাতেই ফিরতে হল বাংলার মেয়ে পিয়ালিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর (হুগলি), ১ ফেব্রুয়ারিঃ এবারের অভিযানটা আলাদা ছিল এভারেস্ট জয়ী পর্বতারোহী পিয়ালী বসাকের কাছে। কারণ, মাকালু শৃঙ্গে পৌঁছতে পারলেন না তিনি। গরমে পারলেও

শীতকালে হল না তাঁর মাকালু শৃঙ্গ জয়। দু'জন শেরপা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় মাঝপথে অভিযান বাতিল করে ফিরে এলেন তিনি। গত ১৫ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন চন্দননগরের পাহাড় কন্যা পিয়ালী। লক্ষ ছিল শীতকালে মাকালু পর্বত শৃঙ্গ জয়। কিন্তু এবার খালি হাতেই ফিরতে হল তাঁকে। এর আগে গরমে মাকালু, ধৌলাগিরি, লোৎসে, মানাসুলু, অন্নপূর্ণা, এভারেস্ট জয় করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তবে ডিসেম্বর জানুয়ারীর শীতে মাকালু অভিযানের অভিজ্ঞতা ছিল না। এই অভিযান ছিল খুবই কঠিন। পিয়ালী বলেন, ''ডিসেম্বর ও জানুয়ারি সময় মাকালু অভিযানের জন্য গিয়েছিলাম। অভিযান খুব ভাল করেই এগোচ্ছিল। আমরা আলপাইন টেকনিকে অর্থাৎ কোন দড়ি ছাড়া, কোনও রকম সেফটি ছাড়া শীতকালে মাকালুতে উঠেছিলাম। কঠিন বরফের মধ্যে এই অভিযান শুরু হয়েছিল।'' বাঙালি এই পর্বতারোহী আরও বলেন, ''গরমকালে ২০২৩ সালে মাকালু অভিযান করেছিলাম। বাতাসে অক্সিজেন নেই, মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ১৪০-১৫০ কিলোমিটার বেগে হাওয়ায় পর্বতে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন ছিল। শীতকালে মাকালু অভিযানে পৃথিবীর এখনও কেউ সফল হয়নি। আমরা ক্যাম্প ৩ অবধি কোনও রকমে পৌঁছে গিয়েছিলাম। অনেক চেষ্টা করেছিলাম অভিযানে পৌঁছানো যায়নি। মাঝ পথে আমার অক্সিজেন মাস্ক কাজ করছিল না।'' পিয়ালির কথায়, নেপালের শেরপা ও ইরানের পর্বত আরোহী অভিযান করে ফেরার পর তাঁদের মাস্ক নিয়ে তাঁর অভিযান করার কথা ছিল। তবে ২৭ হাজার ফুটে নিখোঁজ হয়ে যান দুজন শেরপা। দুজনকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, ''উদ্ধারের জন্য চারজন শেরপা যান। মাঝখানে শেরপা রেসকিউ টিমের সঙ্গেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খারাপ আবহাওয়া এবং শেরপাদের ক্লান্তির কারণে অসুস্থ হয়ে পরে। তাঁদের সাহায্য করতে আর একটা পাঁচ জনের শেরপা টিম আসে রেসকিউ তে সাহায্য করার জন্য।'' তিনি আরও বলেন, ''হাওয়াতে ওপরের ক্যাম্পে তাঁবু ও সাতটি অক্সিজেন সিলিন্ডার উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। আমার অভিযান সম্পূর্ণ হলে ভারতের জন্য একটা বড় সাফল্য হত। আমি এই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হলাম এটা আমার কাছেই বড় ব্যাপার। ফের চেষ্টা করব।'' পিয়ালি জানালেন কীভাবে তিনি বাড়ি বন্ধক দিয়ে ও ঋণ নিয়ে এই অভিযানে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ''সরকারী ভাবে সেভাবে সাহায্য পাওয়া যায় না। পর্বত আরোহনে নিজের একটু ভুলেই দুর্ঘটনা ঘটে। মানুষ আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন।''

ISLAMPUR CHAK GRAM PANCHAYAT
P.O. & P.S.: Islampur, Block-Raninagar-I, Dist.-Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER NO: 13/ICGP/15CFC & 5th SFC/2025-26, Tender ID:
(1) 2026_ZPHD_997309_1,
(2) 2026_ZPHD_997309_2,
(3) 2026_ZPHD_997309_3,
(4) 2026_ZPHD_997309_4,
(5) 2026_ZPHD_997309_5,
(6) 2026_ZPHD_997309_6,
(7) 2026_ZPHD_997309_7

Percentage rate e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Islampur Chak Gram Panchayat for the total 7(Seven) Different places. Bid Submission closing (On line) **09/02/2026 (14:00).** Bid opening date for Technical proposals (On line) **11/02/2026 (14:00).** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Islampur Chak Gram Panchayat

ISLAMPUR CHAK GRAM PANCHAYAT
P.O. & P.S.: Islampur, Block-Raninagar-I, Dist.-Murshidabad

NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/ICGP/15th CFC/2025-26, Tender ID: 2026_ZPHD_996746_1

Percentage rate e-Tenders are hereby invited by the Prodhan, Islampur Chak Gram Panchayat for the work of Installation of Street Lights. Bid Submission closing (On line) **14/02/2026 (14:00).** Bid opening date for Technical proposals (On line) **16/02/2026 (14:00).** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Islampur Chak Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum

NIeT No: 15/EO/2025-26
E-Tenders is invited for 1 no Civil work. Bid Submission start- **30/01/2026.** Ends- **06/02/2026.** For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- **Executive Officer**
Labpur Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি

মাধুরী কয়াল দীই মহাশয়াগন ইংরাজীর ০৬.১০.২০১০ তারিখে চম্পা দাস মহাশয়াকে ০১৭৭২/২০১০ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডিঃ. সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে রামকুমার প্রসাদ মহাশয়কে ৬৯১৩/২০১১ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, পরবর্তীকালে রামকুমার প্রসাদ মহাশয়, শম্ভু রায় মহাশয়কে ০৪৩৯২/২০১৫ নং দলিল বলে বিক্রয় করিয়া দেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে। বালী জগাছা ভুমি দপ্তর অপিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-০২, হাল দাগ নং-২৯৬৮।

TARAKESWAR MUNICIPALITY

E-TENDER NOTICE

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender for following Development workwithinTarakeswar Municipality:

Sl. No.	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2026_MAD_997002_1	02.02.2026	11.03.2026	13.03.2026
2	2026_MAD_997002_2	02.02.2026	11.03.2026	13.03.2026

Details information will be available from the website-
http://wbetenders.gov.in
Sd/- **Chairman,**
Tarakeswar Municipality

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP)

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
05-02-2026	Physical	12:00 PM	4.00 PM	Jayrampur, Dihibayra, Near Shibdurga Nursery, Arambag, Hooghly, Pin-712413

For any queries/ clarifications please contact : Koushik Ghosh - 9434648896

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (civil), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.-KMC/XIV/130/037/25-26/BS (1st Call)
Name of the Work: **Construction of Bustee U/G sewer in the Bye Lane of Rajendra Banerjee Road (slum area) near PR. no. 58/3 & 21, etc. in ward no. 130;** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 4,24,530.78;** Earnest money: **Rs. 8,500.00**; Period of completion: **15 Days;** Last date and time of submission of Bid: **09.02.2026 Upto 5 PM;** Tender will be opened on : **11.02.2026 - 5 PM;** The bid forms and other details are available on and from : **02.02.2026 - from 5 PM;** The website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
NIT No.-KMC/EE(C)/ BR-XVI/125/078/25-26/UTTARAN
Name of the work: **Imp. of cement concrete road at Netaji Nagar Bye Lane slum area near pre. No. 366 in ward no- 125;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,857.56;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **09.02.2026 - 12 Noon;** The Tender will be opened on : **11.02.2026 - 12 Noon;** The bid forms and other details are available on and from : **31.01.2026 - 5 P.M.;** From the website **https://etender.wb.nic.in;**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1) NIT No.-KMC/EE(C)/Br-V/044/039/2025-2026 (2nd Call)
Name of the Work : **Repairing of damaged sewer at 64, 75, 85, 94,96 C. R. Avenue, 33 Zakaria ST. etc. in ward no 44;** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,43,973.63;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **30 Days.**
2) NIT No.- KMC/EE(C)/Br- V/045/34/2025-2026
Name of the Work: **Supplying, fitting, fixing, G.P, C.P, M.H. Cover & ancillary works at N.S. Road, Lal Bazar Lane, etc. in ward no-45, under Borough-V;** Estimated Cost (including GST and CESS): **Rs. 1,49,806.23;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **10.02.2026 - 11 A.M.** (for Sl. No. 1) & **09.02.2026 - 11 A.M.** (for Sl. No. 2); Date and Time of opening of Tender : **12.02.2026 - 11 A.M.** (for Sl. No. 1) & **11.02.2026 - 11 A.M.** (for Sl. No. 2); The bid forms and other details are available on and from : **30.01.2026 - 5 P.M** (for Sl. No. 1 & 2); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer(Civil), Borough -X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:
1) NIT No. - X/097/145/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of the Work: **Development of drainage system near 58,59 Chandi Ghosh Road in ward-097, BR-X (APAS/01/152/90/0002);** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 2,16,065.11;** Earnest Money : **Rs. 4,325.00;** Time of Completion : **45 Days**
2) NIT No.- X/097/143/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of the Work: **Maintenance of Asphaltum Road at 131,131/51 N.S.C Bose Road etc. in ward-097, BR-X (APAS/01/152/61/0004);** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 1,76,568.39;** Earnest Money : **Rs. 3,535.00;** Time of Completion : **45 Days;**
3) NIT No.- X/099/139/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of passage near premises no. 1/89,1/92 Sree Colony etc. in ward 99, BR-X (APAS/01/150/229/0002);** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,49,294.58;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **45 Days;**
4) NIT No.- X/099/138/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Maintenance of passage near premises no. 1/152,1/114,1/118 Sree Colony etc in ward 99, BR-X (APAS/01/150/255/0001);** Estimated Cost (including GST and CESS) : **Rs. 2,48,008.58;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **45 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **09.02.2026 - 5 PM** (for Sl. No. 1 to 4); Date and Time of Opening of Bid : **11.02.2026 - 5 PM** (for Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from : **02.02.2026 from 5 P.M.** (for Sl. No. 1 & 2) & **02.02.2026 - 5 P.M.** (for Sl. No. 3 & 4); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The Executive Engineer (Civil) / BR.- XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
1) NIT No.-KMC/XIV/129/062/25-26/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work: **Construction of sanitary latrines at the slum area of P.K. Road, R.K. Sarani, R.K. Nagar etc. in ward no.-129;** Work Value: **Rs. 4,00,997.00;** Earnest Money: **Rs. 8,500.00;** Period of Completion: **30 days;**
2) NIT No.-KMC/XIV/128/168/25-26/UTTARAN (1st CALL)
Name of the Work : **Maintenance of U/G sewer including relaying, rising, replacement of PIT-covers, etc. at the slum area of Vidyasagar Colony, Bankim Pally, Basudevpur Road, etc. in ward no. 128**; Work Value : **Rs. 4,24,680.70;** Earnest Money: **Rs. 9,000.00;** Period of Completion: **30 days;**
3) NIT No.-KMC/XIV/128/069/25-26/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of the sanitary latrine at different Places of Vidyasagar Colony, near DR. A. K. Paul Road and Joy Hind Pally, near Basudevpur Road, Bankim Pally, slum area, etc. in ward no.-128;** Work Value: **Rs. 4,24,991.69;** Earnest Money: **Rs. 9,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**
4) NIT No.-KMC/XIV/128/172/25-26/UTTARAN (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of cement concrete road/passage at different locations of Vidyasagar Colony, Basudevpur Road, Bankim Pally, Uttaran Area, etc. in ward 128;** Work Value: **Rs. 4,24,292.35;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00;** Period of Completion : **30 days;** Last date and time of Submission of Bid: **09.02.2026 upto 5 P.M.** (for Sl. No. 1 to 4); Tender will be opened on: **11.02.2026 - 5 P.M.** (for Sl. No. 1 to 4); The bid forms and other details are available on and from: **02.02.2026 from 5 P.M** (for Sl. No. 1 to 4). The Website : **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

CORRIGENDUM

NIT No. EE-III/29/APAS-24/25-26 Published in this Newspaper on 20.01.2026 **(Key No. 2003/25-26)** of **Engineering (Civil) Br- III Department.** (Sl. No. 2). Last date and time of submission of bid **07.02.2026 upto 12 PM** in place of 29.01.2026 upto 12 PM and date and time of opening of tender **09.02.2026 after 12 PM** in place of 31.01.2026 after 12 PM.

(1) EE-III/29/APAS-29/25-26, (2) EE-III/29/APAS-30/25-26, (3) EE-III/29/APAS-27/25-26 Published in this Newspaper on 19.01.2026 **(Key No. 1992/25-26)** of **Engineering (Civil) Br- III Department.** (Sl. No. 9, 10, 11). Last date and time of submission of bid will be **07.02.2026 upto 12 PM** in place of 29.01.2026 upto 12 PM (for Sl. No. 1, 2, 3) and date and time of opening of tender **09.02.2026 after 12 PM** in place of 31.01.2026 after 12 PM (for Sl. No. 1, 2, 3). All other entries shall remain unchanged.

NIT No. KMC/EE-III/014/APAS/49/25-26 (1st Call) Published in this Newspaper on 19.01.2026 **(Key No. 1992/25-26)** of **Engineering (Civil) Br-III Department.** (Sl. No. 5). Last date and time of submission of bid shall be **07.02.2026 at 12 Noon** instead of 29.01.2026 upto 12 Noon. The date and time of opening of bid shall be **09.02.2026 after 12 Noon** instead of 31.01.2026 upto 12 Noon.

1. NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/M/01/25-26
Tender ID: 2026_KMC_989118_1
2. NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/M/02/25-26
Tender ID: 2026_KMC_989158_1
3. NIT No. : KMC/SWM-I/DDG/M/03/25-26
Tender ID: 2026_KMC_989198_1
4. NIT No.: KMC/SWM-I/DDG/CP/02/2025-2026
Tender ID: 2026_KMC_989232_1
5. NIT No.: KMC/SWM-I/C-II/XIII/120/25-26
Tender ID: 2026_KMC_989263_1
Published in this Newspaper on 17.01.2026 **(Key No-1980/25-26)** of **SWM-I Department** (Sl. No. 1 to 5); Bid submission end Date extended upto **03.02.2026- 2 PM** instead of 27.01.2026 - 2 PM (for Sl. No. 1 to 5). Tender Opening Date extended upto **05.02.2026 - 2 PM** instead of 29.01.2026 - 2 PM (for Sl. No. 1 to 5). **2120/25-26**

ভারত-ইইউ এফটিএ চুক্তির চেয়েও বেশি, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশিকা

পীযূষ গোয়েল

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্থিক কূটনীতিতে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই চুক্তি লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, ভারতের যুবক ও কৃষকদের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং সম্মিলিতভাবে বিশ্ব অর্থনীতির এক-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করবে। বিশ্বের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি এ যাবকালের মধ্যে বৃহত্তম বাণিজ্য চুক্তিগুলির অন্যতম। বস্তুতপক্ষে, এটি একটি সাধারণ বাণিজ্য চুক্তির চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি একটি সর্বাত্মক অংশীদারিত্বের চুক্তি, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা এবং সেমিকন্ডাক্টরের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করবে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে ভারতের প্রতিটি অঞ্চল এবং নাগরিকরা, বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষরা উপকৃত হবেন। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি নিয়মভিত্তিক বাণিজ্য এবং আর্থিক নীতিতে সুস্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, ভারতকে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের আরও আকর্ষণীয় গন্তব্য করে তুলবে। ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্টার্টআপ এবং কর্মীদের জন্য অসংখ্য সুযোগ তৈরি করবে এই চুক্তি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই ঘোষণাকে সাধুবাদ জানিয়েছে গোটা বিশ্ব এবং এটিকে ‘ চুক্তির সেরা চুক্তি’ হিসেবে অভিহিত করেছে। বিশ্বজু।ে অনিশ্চযতার এই সময়ে এই চুক্তি স্থিতিশীলতাকে মজবুত করবে। এই চুক্তিটি ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে উন্মুক্ত বাজার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির প্রতি দৃঢ় সংকল্প বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। বাণিজ্যিক দিক থেকে ভারতের ৯৯ শতাংশেরও বেশি পণ্যের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে নজিরবিহীন বাজার সুবিধা সুনিশ্চিত হয়েছে, যা ‘ ইন ইন্ডিয়া’ উদ্যোগে আরও গতি আনবে। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি বস্ত্র, চামড়া, জুতো, সামুদ্রিক পণ্য, রত্ন ও গয়না, হস্তশিল্প, কারিগরি পণ্য এবং গাড়ি শিল্পের মতো শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে নির্ণায়ক পরিবর্তন আনবে।

এটি প্রায় ৩৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় রপ্তানি পণ্যের ওপর আরোপিত ১০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক হ্রাস করবে। এই চুক্তিটি শ্রমিক, কারিগর, মহিলা, যুবক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি মজবুত করবে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মূল্য-ব্যবস্থায় ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরও গভীরভাবে

সুসংহত করবে এবং বিশ্ব বাণিজ্যে একটি প্রধান সরবরাহকারী দেশ হিসেবে ভারতের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করবে। এই চুক্তিটি ব্যবসায়ী ও পেশাদারদের যাতায়াতকে আরও সহজ করবে। সেইসঙ্গে শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা এবং কম্পিউটারের মতো ক্ষেত্রগুলিতে নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর ফলে, উচ্চমানের কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে এবং মেধা, উদ্ভাবন ও সুস্থায়ী অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে ভারতের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। বাণিজ্য চুক্তিগুলি দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য মোদী সরকারের বৃহত্তর কৌশলের একটি অংশ। প্রথমে যুগান্তকারী সংস্কার এবং বিচক্ষণ আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং তারপর একটি পারস্পরিক লাভজনক চুক্তির লক্ষ্যে উন্নত ও পরিপূরক অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গে বোঝাপড়ায় পৌঁছনো। এই পন্থা ভারতকে তার অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে এবং শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রগুলির বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলিতে প্রবেশ করার পথ সহজ করবে। একইসঙ্গে, কৃষি ও দুগ্ধ শিল্পের মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষিত রাখবে। উন্নত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিগুলি ভারতীয় শিল্পের সামনে সুস্থ প্রতিযোগিতার পথ খুলে দিয়েছে এবং ক্রেতাদের বিশ্বমানের পণ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করেছে। ইউপিএ সরকারের মতো বেপরোয়াভাবে ভারতের বাজার খুলে না দিয়ে, মোদী সরকার এমন সব চুক্তি করেছে, যেখানে পর্যাযক্রমে শুল্ক কমতে থাকবে। উপযুক্ত নীতিগত সহাযতার মাধ্যমে আরও প্রতিযোগিতামুখী এবং পণ্যের গুণগতমান উন্নত করার পর্যাপ্ত সময় পাবে শিল্পমহল। প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত - ২০৪৭ ভিশনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চমানের পণ্য সরবরাহ। গত সপ্তাহে এই অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আসুন, এই বছর আমরা সর্বশক্তি দিয়ে গুণমানকে অগ্রাধিকার দিই। আমাদের একমাত্র মন্ত্র হোক - গুণমান, গুণমান এবং কেবলই গুণমান। গতকালের চেয়ে আজ আরও ভালো গুণমান। আমরা যা কিছুই উৎপাদন করি না কেন, তার গুণমান যেন উন্নত করার সংকল্প গ্রহণ করি। ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপ্নের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি বিশ্বের আঙিনায় ভারতকে একটি গতিশীল, বিশ্বস্ত এবং দূরদর্শী অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে, যা উভয অঞ্চলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুস্থিতিশীল এবং ভবিষ্য-উপযোগী অগ্রগতির ভিত্তি গড়ে দেবে। মোদী সরকার শুধুমাত্র সেইসব উন্নত দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে, ভারতের বস্ত্র, জুতো, রত্নালঙ্কার এবং হস্তশিল্পের মতো প্রধান কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকারী ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যাদের কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এটি ইউপিএ সরকারের অবস্থানের পুরোপুরি বিপরীত। ইউপিএ সরকার প্রতিযোগী অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গে চুক্তিতে তাড়াহুড়ো করেছিল এবং প্রায়ই ভারতের লাভের চেয়ে অনেক বেশি ছাড় দিয়েছিল। এছাড়া, ইউপিএ সরকার বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের আগে সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের সঙ্গে ফলপ্রসূ শলাপরামর্শ করেছিল, এমন কোনও প্রমাণ নেই। এর বিপরীতে, মোদী সরকার অর্থনীতিবিদ, শিল্প সংস্থা, বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক সরকারি দফতর ও মন্ত্রকের সঙ্গে সর্বাত্মক আলোচনার পরেই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ফলস্বরূপ, মোদী সরকারের স্বাক্ষরিত প্রতিটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি শিল্পমহল থেকে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। মোদী সরকারের প্রতিটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি উভয় পক্ষের জন্য নতুন নতুন সুযোগ তৈরি করেছে এবং ভারতের শ্রম-নিবি। ক্ষেত্রগুলির জন্য বিশ্বে সুযোগ প্রসারিত করেছে। এই চুক্তিগুলি ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার পথে ভারতের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে। ইউপিএ-র শাসনকালে মন্থর অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার, অত্যধিক মূদ্রাস্ফীতি।

ভারতীয় অর্থনীতির জন্য এক নির্ণায়ক বছর

অর্ধবর্ষ ২০২৫-২৬-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে (ঘ২) প্রকৃত GDP বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.২, যা অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তিকে নির্দেশ করে। বেকারত্বের হার নেমে এসেছে ৪.৭-এ (নভেম্বর ২০২৫), যা এপ্রিল ২০২৫-এর পর সর্বনিম্ন। উপভোক্তা মূল্য সূচক অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি জানুয়ারি ২০২৫-এর ৪.২৬ থেকে কমে নভেম্বর ২০২৫-এ ০.৭১ হয়েছে।নভেম্বর ২০২৫-এ পণ্য রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতার পরিচায়ক।উচ্চতর হারে বৃদ্ধি, নিযন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি ও আস্থা ভারতের ‘ মুহূর্ত’২০২৫ সাল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অস্থিরতা, ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং আর্থিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ভারত শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, কাঠামোগত সংস্কার ও স্থিতিশীল নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিগুলির মধ্যে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। এই সময়ে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় স্থানে পৌঁছানোর পথে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থনৈতিক নীতির ধারাবাহিকতা, পুঁজির যোগান, ডিজিটাল পরিকাঠামোর বিস্তার এবং উপাদন ও পরিষেবা-প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী পারফরম্যান্স ভারতের বৃদ্ধিকে নতুন গতি দিয়েছে। বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা-ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, বর্ধিত বিনিয়োগ এবং সরকারের দ্বারা পুঁজির যোগানের ব্যবস্থা ভারতের বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিযা (ঙ্কু) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ক্সত্বগু বৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়ে ৭.৩ করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও ভারতের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী। একই সঙ্গে বিচক্ষণ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর মুদ্রানীতি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে।কর্মসংস্থান ও সামাজিক সূচক-পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে বা PLFS তথ্য অনুযায়ী, কর্মসংস্থানের চিত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

সুষম সার ব্যবহারের গুরুত্ব ঃ সুস্থায়ী কৃষির অন্যতম ভিত্তি

সুষম সার প্রযোগে বলতে বোঝায় ফসলের চাহিদা, মাটির উর্বরতা ও জলবায়ু পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে, সঠিক মাত্রায় এবং উপযুক্ত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা।মাটি স্বাস্থ্য কার্ড, পুষ্টি-ভিত্তিক ভর্তুকি, নিম ইউরিয়া, স্বনির্বাচিত ও শক্তিবর্ধিত সার এবং ন্যানো সারের মতো বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ভারত সরকার সুষম সার ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে।পুনরুজ্জীবনমূলক কৃষি মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে, পুষ্টি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ায় এবং দীর্ঘমেযাদী উপাদনশীলতা বজা রাখতে সুষম সার ব্যবহারের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।মাটি পরীক্ষাভিত্তিক সুপারিশ, কাস্টমাইজড সার ও সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব সার ব্যবহারে সহায়যতা করে।সবুজ বিপ্লব উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার, সেচ সম্প্রসারণ ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতকে খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্যে স্বযম্ভর ও রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তরিত করেছিল। তবে, দীর্ঘদিন ধরে একফসলি চাষ, অতিরিক্ত নাইট্রোজেন নির্ভরতা এবং জৈব উপাদানের কম ব্যবহারের ফলে মাটিতে পুষ্টির ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে এবং মাটির স্বাস্থ্যের ক্রমশ অবনতি ঘটেছে। এর ফলে, ফসলের ফলন, গুণমান ও সহনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, পাশাপাশি পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে সুস্থায়ী কৃষি ও দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সুষম সারের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।মাটির উর্বরতা ও স্থায়িত্ব--প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ব্যবহারে উদ্ভিদের বিপাক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ বাড়ে এবং কৃষিপণ্যের গুণমান হ্রাস পায়। একই সঙ্গে পুষ্টিহীন পশুখাদ্যের কারণে প্রাণিস্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব পড়ে। এই ঝুঁকিগুলি অনুধাবন করে আইসিএআর দেশের বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে দীর্ঘমেযাদি পরীক্ষা চালায়। এই গবেষণাগুলি মাটির পুষ্টি নিঃশেষ হওয়া ও অবক্ষয়ের প্রমাণ দেয় এবং সুস্থায়ী উপাদনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করে। সুস্থায়ী কৃষিতে সুষম সার ব্যবহারের ভূমিকা- সুষম পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সার ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ায়, অপচয় কমায়, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায় এবং জীবাণু নিযন্ত্রণ করে। এর ফলে, ফলন ঘাটতি কমে, পরিবেশ দূষণ (যেমন লিচিং ও গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন) হ্রাস পায় এবং দীর্ঘমেয়াদে মাটির উর্বরতা বজায় থাকে। লিবিগের ‘ সূত্র’ অনুযায়ী, যে পুষ্টি উপাদানটি সবচেয়ে কম, সেটিই ফসলের বৃদ্ধিকে সীমিত করে, এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই সুষম সার ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করা হয়। সার কি-সার হল প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উৎস থেকে প্রস্তুত এমন উপাদান যা উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। অজৈব সার দ্রুত পুষ্টি সরবরাহ করে তাৎক্ষণিক ফলন বাড়ায়, অন্যদিকে জৈব সার ধীরে ধীরে পুষ্টি সরবরাহ করে এবং মাটির গঠন, জৈব পদার্থ ও জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা উন্নত করে। সুস্থায়ী কৃষির জন্য এই দুই-এর সমন্বিত ব্যবহার অপরিহার্য। সুষম সার ব্যবহারের সুফল- সুষম সার ব্যবহারে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পুষ্টি ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ে, ফসলের গুণমান উন্নত হয়, পরিবেশ দূষণ হ্রাস পায়, মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হয় এবং কৃষকের উৎপাদন খরচ আরও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।সুষম সার ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, স্বনির্বাচিত সার, মাটি পরীক্ষাভিত্তিক সুপারিশ, Soil Test Crop Response (STCR), Diagnosis and Recommendation Integrated System (DRIS) &¤} Site-Specific Nutrient Management (SSNM) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলি মাটির বৈচিত্র্য, ফসলের চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ফলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট সার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করে।পুনরুজ্জীবনমূলক কৃষি মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে গুরুত্ব দেয়। কম চাষ, পর্যায়ক্রমিক ফসল উৎপাদন, কভার ক্রপ, মালচিং ও কৃষি-বনাযনের মতো পদ্ধতির মাধ্যমে মাটিতে পুষ্টি ধরে রাখা সহজ হয়, ক্ষয় কমে এবং সুষম সার ব্যবহারের কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার সয়েল হেলথ কার্ড, পুষ্টি-ভিত্তিক ভর্তুকি, নিম ইউরিয়া, পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা, পিএম-প্রণাম, ন্যানো সার, স্বনির্ধারিত ও শক্তিবর্ধিত সার এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণমূলক কঠোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুষম সার ব্যবহারে উসাহ দিচ্ছে। এই উদ্যোগগুলি একসঙ্গে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সুস্থায়ী কৃষি উৎপাদন সুনিশ্চিত করছে। সুষম সার ব্যবহার ভারতের সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। বিজ্ঞানভিত্তিক, সমন্বিত ও কৃষককেন্দ্রিক উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার পুষ্টি ভারসাম্যহীনতা দূর করা, মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষি ক্ষেত্রের দীর্ঘমেযাদী স্থিতিশীলতা ও উপাদনশীলতা সুনিশ্চিত করার পথে এগিয়ে চলেছে।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি পাক প্রধানমন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ১ জানুয়ারি ঃ চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটে পাকিস্তান। ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখতে বিদেশে বিদেশে ঘুরে আর্থিক সাহায্য চাইতে হয়েছে-এ কথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। শুধু তিনিই নন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরও। এই প্রক্রিয়ায় তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন শাহবাজ, যা ঘিরে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন শুরু হয়েছে। শুক্রবার রাতে পাকিস্তানের প্রথম সারির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতি বাঁচাতে তাঁদের এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে যা আত্মসম্মানের পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। শাহবাজের কথায়, দেশের স্বার্থে আমাদের অনেক কিছু সহ্য করতে হয়েছে। ঋণ নিতে হয়েছে, আর ঋণ নিলে মাথা হেঁট হয়-আমারও হয়েছে, আসিম মুনিরেরও হয়েছে। শাহবাজ শরিফ জানান, বর্তমানে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার কিছুটা মজবুত হয়েছে এবং প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। তবে একই সঙ্গে বেড়েছে ঋণের বোঝাও। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ঋণ নেওয়া আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত। কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে বহু কিছুতেই ‘ বলার জায়গা আমাদের ছিল না। এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার পাকিস্তানকে আরও ঋণ দেবে কি না, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অর্থ মন্ত্রককে শিল্পোন্নয়নে জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গভর্নরদের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।

ফের রক্তে ভাসছে বালোচিস্তান, পাক সেনার অভিযানে নিহত ৯২ বালোচ বিদ্রোহী

বালোচিস্তান, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত পাকিস্তানের বালোচিস্তান। বালোচ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড়সড় সামরিক অভিযানে নেমে পাকিস্তানি সেনা ৯২ জন বালোচ বিদ্রোহীকে হত্যা করেছে বলে সেনা সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এই সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৫ জন পাক সেনা জওয়ান ও অন্তত ১৮ জন সাধারণ নাগরিকের। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ১২৫। আহত হয়েছেন অন্তত ৩৩ জন। বহু বছর ধরেই পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বালোচিস্তানের জনগণ। সেই আন্দোলন দমন করতেই গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে গোটা বালোচিস্তান জুড়ে ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে পাক সেনা। একাধিক এলাকায় ঘিরে ফেলে পরিকল্পিতভাবে অভিযান চালানো হয় বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। রাতভর অভিযান, একাধিক এলাকা ঘিরে ফেলে পাক সেনা

কোয়েটা, পাসনি, মাস্তুং, নুশকি এবং গদর-এই পাঁচটি জেলায় একযোগে সেনা নামানো হয়। পাক সেনার দাবি, বন্দুক হামলা ও আত্মঘাতী বিস্ফোরণের মাধ্যমে বালোচ বিদ্রোহীরা প্রথমে আক্রমণ চালায়। তার পাল্টা জবাব দিতেই এই অভিযান। রাতভর গুলির লড়াই ও বিস্ফোরণে কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় গোটা অঞ্চল।পাক সেনার এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এটি ছিল সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছি। যদিও মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, এই অভিযানের আড়ালে নির্বিচারে হত্যা ও সাধারণ মানুষের উপর চরম নির্যাতন চালানো হয়েছে। পাক প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা, সেনার প্রশংসায় শাহবাজ শরিফ-এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সেনাবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেশকে সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের সেনা যে সাহসিকতা দেখিয়েছে, তা প্রশংসার যোগ্য। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। তবে তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার অভিযোগে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্নের মুখে পড়েছে পাকিস্তান। আর্থিক সন্ত্রাসে জড়িত থাকার কারণে একসময় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ধূসর তালিকায়ও ছিল ইসলামাবাদ। সেই পাকিস্তানই এখন সন্ত্রাসবিরোধী নীতির কথা বলছে-এতে আন্তর্জাতিক মহলের একাংশ যথেষ্ট সন্দিহান। প্রতিবারের মতো এবারও বালোচ বিদ্রোহের পেছনে ভারতের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে পাক সেনার একাংশ। তাদের দাবি, নয়াদিল্লি বালোচ বিদ্রোহীদের আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা দিচ্ছে। যদিও এই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার দায় অন্য দেশের ঘাড়ে চাপানো নতুন কিছু নয়। উল্লেখযোগ্য যে, বালোচিস্তান পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রদেশ হলেও দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে উন্নয়নের অভাব, রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের লুটের অভিযোগ রয়েছে। এই কারণেই পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জোরালো হয়েছে।পাক সেনার দমন-পীড়নের প্রতিবাদে বালোচিস্তানে গড়ে উঠেছে একাধিক সশস্ত্র সংগঠন। তার মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রভাবশালী হল বালোচ লিবারেশন আর্মি। পাক সেনার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক হামলার দায় বহুবার স্বীকার করেছে এই সংগঠন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার, গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা-সবই নিত্যদিনের ঘটনা। সেই অত্যাচারের পাল্টা হিসেবেই বিদ্রোহ আরও হিংস্র হয়ে উঠছে বলে মত বিশ্লেষকদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত সংকটজনক। একদিকে আফগানিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ, অন্যদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান -এর লাগাতার হামলা। তার উপর বালোচিস্তানের বিদ্রোহ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। এই বহুমুখী চাপের সুযোগ নিয়েই বালোচ বিদ্রোহীরা হামলার ঝাঁজ বাড়িয়েছে। শুক্রবার রাতে পাক সেনার অভিযানের পাল্টা হিসেবে বালোচ লিবারেশন আর্মি একের পর এক হামলা চালায়। সেনা ছাউনিকে লক্ষ্য করে গুলি ও বিস্ফোরণে নতুন করে অস্থিরতা ছড়ায়।বালোচিস্তানে এই রক্তপাত নতুন নয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়- শুধু সেনা অভিযান দিয়ে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব?

CHANGE OF NAME

I, Ajitha W/o. P.V. Gopalan, I-6 Shampa Mirza Nagar, Maheshtala (M), P.O. Sarkarpool, Dist: South 24 Parganas, West Bengal, 700143, have changed my name and shall henceforth be known as Ajitha Gopalan as declared before the Notary Public, City Civil Court, Kolkata vide affidavit no. 39 dated 06.01.2026. Ajitha and Ajitha Gopalan both are the same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gopalan S/o. P. Raman Nambiar, I-6 Shampa Mirzanagar, Sarkarpool, P.O. Sarkarpool, Dist: South 24 Parganas, West Bengal, 700143, have changed my name and shall henceforth be known as P.V. Gopalan as declared before the Notary Public, City Civil Court, Kolkata vide affidavit no. 38 dated 06.01.2026. Gopalan and P.V. Gopalan both are the same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, KAJINUR BIBI (right name) D/O - MALAIUDDIN SEKH residing at VILL-KUNIA PO - KUNIA PS - BURWAN DIST - MURSHIDABAD PIN -742168. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MALAIUDDIN SEKH (wrong name) to KAJINUR BIBI (right name) and henceforth, I shall be Known as KAJINUR BIBI (right name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 02/02/2026. KAJINUR BIBI (right name) & MALAIUDDIN SEKH (wrong name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Renu Shaw (old name) W/O Sanjay Kumar Shaw residing at Subhas Gram Sukantu Pally,Panchgara, P.O, Subhas Gram, South 24 Parganas, Kol - 700147, W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as Renu Devi Shaw (new name), as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1St Class Baruipur) Dated – 29/01/2026,(Sl.No. - 352)Renu Devi Shaw (new name) and Renu Shaw (old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tapas Bera (old name) son of Sudarson Bera, resing at Vill & P.O – Dharampur, P.S. – Daspur, Dist: West Medinipur, Pin: 721211, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tapas Kumar Bera (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 25 dated 30/01/2026. Tapas Bera (old name) and Tapas Kumar Bera (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Payal Mohan Singh (old name) wife of Mohan Janak Singh, residing at P-307, Usha Park, P.O. –Bansdroni, Dist: South 24 Parganas, Pin: 700070, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rakhi Mohan Singh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 27 dated 30/01/2026. Payal Mohan Singh (old name) and Rakhi Mohan Singh (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sikha Rani Ghosh (Old Name) W/o Paresh Chandra Ghosh Residing at 22/1, Khetra Mitra Lane, P.o - Salkia, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin - 711106, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Shikha Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 30-01-2026. Sikha Rani Ghosh (Old Name) and Shikha Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Smita Rani Maity (Old Name) W/o Surjendu Bikas Patra Residing at Flat 2D, Ashirbad Apartment, D D 40/1, D.B. Nagar, P.o - Baguiati, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Smita Patra (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 30-01-2026. Smita Rani Maity (Old Name) and Smita Patra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abul Housen Mallik (Old Name) S/o Abu Siddik Mallick Residing at Vill - Rajarambati, P.o - Basubati, P.s - Singur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Abul Hosen Mallick (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Hooghly vide affidavit no 1573 Dated 24-12-2025. Abul Housen Mallik (Old Name) and Abul Hosen Mallick (New Name) both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Najira Begam (Old Name) W/o Abul Hosen Mallick Residing at Vill - Rajarambati, P.o - Basubati, P.s - Singur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Nazira Begum (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Hooghly vide affidavit no 1573 Dated 24-12-2025. Najira Begam (Old Name) and Nazira Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abid Anjum Mohammed (Old Name) S/o Md Sagir Uddin Residing at Ekta Oleander BL-1, Flat-6C, 16, Radhanath Chowdhury Road, Entally, District - Kolkata, Pin - 700015, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Abid Anjum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-01-2026. Abid Anjum Mohammed (Old Name) and Md. Abid Anjum (New Name) both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Abdul Rahim Mallick (Old Name) S/o Ebadulla Mullick Residing at C-355, Ramdashati Kazir Danga, P.o - Garden Reach, District - Kolkata, Pin - 700024, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Rahim Mullick (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-01-2026. Abdul Rahim Mallick (Old Name) and Abdul Rahim Mullick (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Swapan Guhathakurata (Old Name) S/o Gopal Chandra Guhathakurata Residing at Bijay Abasan, Flat - 1G, Block-B, Reckjoyani, District - North 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Swapan Kumar Guhathakurata (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-01-2026. Swapan Guhathakurata (Old Name) and Swapan Kumar Guhathakurata (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Neha Arora (Old Name) D/o Raj Kumar Arora Residing at Uniworld City, Flat-703, Downtown Tower-3, Action Area-3, New Town, Kolkata - 700160, District - North 24 Parganas, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nehaa Arora (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-01-2026. Neha Arora (Old Name) and Nehaa Arora (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arun Kumar Bhattacharya (Old Name) S/o Sudhir Bhattacharya Residing at 22, School Road, P.o - Purba Putiary, P.s - Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700093, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arun Sankar Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-01-2026. Arun Kumar Bhattacharya (Old Name) and Arun Sankar Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jonab Ali Sk (Old Name) S/O–Namruddin Sekh residing at Vill-Hatgobindapur Dakshinpara , PO-Bharatpur , PS-Kaliganj , Nadia , West Bengal 741181 do hereby declared that I have changed my name from Jonab Ali Sk to Jonab Ali Sekh and henceforth I shall be known as Jonab Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/01/2026. My name Jonab Ali Sekh & Jonab Ali Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samin Sekh, my father's (Old Name) Mayjuddin residing at Vill-Bahara , PO-Tikiyapara , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742187 do hereby declared that I have changed my father's name from Mayjuddin to Moujoddin Sk and henceforth my father's name shall be known as Moujoddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/02/2025. My father's name Moujoddin Sk & Mayjuddin both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mousumi Sanyal (Old Name) W/O– Sajal Misra resident of K-10, Purbasha , Po-Natagarh , Ps-Ghola , Dist-Barrackpore , West Bengal, Pin-700113 do hereby declared that I have changed my name from Mousumi Sanyal to Mousumi Misra and henceforth I shall be known as Mousumi Misra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on 18/05/2016.. My name Mousumi Misra & Mousumi Sanyal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mousumi Sanyal (old name) W/O– Sajal Misra resident of K-10, Purbasha , Po-Natagarh , Ps-Ghola , Dist-Barrackpore , West Bengal, Pin-700113 do hereby declared that I have changed my name from Mousumi Sanyal to Mousumi Misra and henceforth I shall be known as Mousumi Misra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 30/01/2026. My name Mousumi Misra & Mousumi Sanyal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chandan Mazumder (Old Name) S/O- Jiban Kanta Majumder residing at 259 Anjangarh 2nd floor behind Harisabha Sporting Club , Shyamnagar , Garshyamnagar, PS-Jagadal , North 24 Parganas , West Bengal 743127 do hereby declared that I have changed my name from Chandan Mazumder to Chandan Majumdar and henceforth I shall be known as Chandan Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/01/2026. My name Chandan Majumdar & Chandan Mazumder both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Soumajyoti Mazumder (Old Name) S/O- Chandan Majumdar residing at 259 Anjangarh 2nd floor behind Harisabha Sporting Club , Shyamnagar , Garshyamnagar, PS-Jagadal , North 24 Parganas , West Bengal 743127 do hereby declared that I have changed my name from Soumajyoti Mazumder to Soumajyoti Majumdar and henceforth I shall be known as Soumajyoti Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/01/2026. My name Soumajyoti Majumdar & Soumajyoti Mazumder both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mithu Mondal (পুরাতন নাম) স্বামী Rathindra Nath Mondal ঠিকানা ৩৩, Manoranjan Palli, Barasat, Vtc - Barasat (M), P.o - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 31-12-2025 এর Affidavit no 0092025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mithu Paul Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mithu Paul Mondal (নতুন নাম) ও Mithu Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Chandan Mazumder (Old Name) S/O-Jiban Kanta Majumder residing at 1 Padma Pukur Road , Fingapara , Jagadal , North 24 Parganas , West Bengal 743129 do hereby declared that I have changed my name from Chandan Mazumder to Chandan Majumdar and henceforth I shall be known as Chandan Majumdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 29/01/2026. My name Chandan Majumdar & Chandan Mazumder both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি AMENALI MOLYA পিতা MECHHER MOLLA গ্রাম কামাখ্যা পুর পোস্ট কামাখ্যাপুর থানা গোসোবো জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন ৭৪৩৬১১ আমার আধার নম্বর ৭৯৫০ ৬১১৭ ০২২৩ ভোটার নং YIC1974740 আমার ২০০২ সালে ভোটোর তালিকার আমেনালী লস্কর পিতা মেসের নং WB15100015491 আমি ক্যানিং লটারি পাবলিক কোড এফিডেভিট দ্বারা AMENALI MOLYA পিতা MECHHER MOLLA এবং আমেন আলী লস্কর পিতা মেসের এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম

CHANGE OF NAME

I, Dilip Chandra Biswas(old name) S/o- Dhiren Biswas residing at Belgharia, Pritingar, Ranaghat, Dist-Nadia, Pin-741247 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from DILIP CHANDRA BISWAS to DILIP BISWAS and henceforth I shall be known as DILIP BISWAS (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/01/2026. DILIP CHANDRA BISWAS (old name) and DILIP BISWAS (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Azizul Sk (old name) S/o- Ahammad Sk residing at Dakshin Sahar, Chhatai, Ranitala, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AZIZUL SK to AJIJUL SK and henceforth I shall be known as AJIJUL SK (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/01/2026. AZIZUL SK (old name) and AJIJUL SK (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sohrab Ali (old name) S/o- Rahed Ali residing at Belianshyampur, Diarshyampur, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SOHRAB ALI to SOHARAB ALI and henceforth I shall be known as SOHARAB ALI (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/01/2026. SOHRAB ALI (old name) and SOHARAB ALI (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Begam Mortuja (old name) W/o- Md Waheduzzaman residing at Trimohini, Trimohini, Nowda, Dist-Murshidabad, Pin-742175 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BEGAM MORTUJA to BEGUM MORTUJA and henceforth I shall be known as BEGUM MORTUJA (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/01/2026. BEGAM MORTUJA (old name) and BEGUM MORTUJA (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Viswaswaroop (old name) S/o- Sitanath Mondal residing at Sattarpur, Chaitanyapur, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from VISWASWAROOP to BISWARUP MONDAL and henceforth I shall be known as BISWARUP MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/01/2026. VISWASWAROOP (old name) and BISWARUP MONDAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shukuruddin (old name) S/o- Ekram Hossain residing at Kedartala, Nischintapur , Hariharpara, Dist-Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHUKURUDDIN to SHUKURUDDIN MONDAL and henceforth I shall be known as SHUKURUDDIN MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/01/2026. SHUKURUDDIN (old name) and SHUKURUDDIN MONDAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Owajjel Mondal (old name) S/o- Late Meser Mondal residing at Eruli Uttar, Eruli, Ganganpur, Dist-Nadia, Pin-741253 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from OWAJJEL MONDAL to WAJJEL MONDAL and henceforth I shall be known as WAJJEL MONDAL (new name) in all of purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 31/01/2026. OWAJJEL MONDAL (old name) and WAJJEL MONDAL (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Apurba Keshri, SO Rajendra Keshri, রামপুরহাট হাটতলা, ওয়ার্ড নম্বর ৭, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Apurba Keshri, বাবার নাম Rajendra Keshri যা আমার আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের সমস্ত সার্টিফিকেটে বাবার নাম Rajendra Pr Keshri লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৮.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Rajendra Keshri and Rajendra Pr Keshri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

জেলার খবর

উত্তরবঙ্গে ২৮ টার্গেটের ঘোষণা, চা শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে রাজ্যকেই দুষলেন শাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গের রাজনীতি এখন উত্তাল। বিজেপির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শিলিগুড়িতে এসে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, উত্তরবঙ্গের ২৮টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২৮টি আসনই এ বার বিজেপি জিতবে। এই কড়া মন্তব্য শুধু বিজেপির নির্বাচনী লক্ষ্যকেই স্পষ্ট করেনি, পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান সরকার ও চা শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও উত্থাপন করেছে। শাহের ভাষায়, রাজ্য সরকারের উদাসীনতা এবং চা শ্রমিকদের প্রতি অবহেলার বিষয়গুলো উঠে এসেছে এবং তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন।শাহের দৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের অবহেলা-শনিবার শিলিগুড়িতে এক নির্বাচনী সভায় অমিত শাহ বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ৭৭টি আসন পেয়েছিল। এবার আমাদের লক্ষ্য ৩৮ শতাংশ থেকে ৪৬ শতাংশ ভোট পাওয়া। আর এটা উত্তরবঙ্গই করতে পারবে। তাঁর এই মন্তব্যে উত্তরবঙ্গের ভূমিকা যে বিজেপির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষভাবে পার্বত্য অঞ্চলের এবং তরাই এলাকার বিভিন্ন আসনে বিজেপির আসন বৃদ্ধির লক্ষ্য রেখেছেন তিনি। তিনি আরও দাবি করেন, এই বার ২৮টি আসনের মধ্যে ২৮টি আসনই বিজেপি জিতবে। এর মাধ্যমে তিনি উত্তরবঙ্গের প্রতি বিজেপির দৃঢ় অবস্থান এবং নির্বাচনী লক্ষ্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

চা শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে কড়া মন্তব্য-তবে, অমিত শাহের বক্তব্য শুধু নির্বাচনী ফলাফলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চা শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে এক চরম অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের চা শ্রমিকদের জন্য কোনও কাজ হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চা শ্রমিকদের জমির মালিকানা দেওয়ার বদলে তাঁদের জন্য ছোট দেশলাই বাক্সের মতো ঘর দিচ্ছে। তাঁর দাবি, রাজ্য সরকার চা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এই প্রসঙ্গে শাহ আরও বলেন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি বিজেপি সরকার আসে, তবেই অসমের মতো চা শ্রমিকদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাঁর এই বক্তব্যে তিনি বিজেপির জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং চা শ্রমিকদের পক্ষে তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন। রাজ্য সরকারের পাল্টা বক্তব্য-অমিত শাহের এই মন্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, বাংলায় এসে অসমের উদাহরণ দেওয়া উচিত নয়, বাংলা সম্পর্কে বলুন। গৌতম দেবের বক্তব্য, কেন্দ্রের সরকার ৯টি চা বাগান অধিগ্রহণের কথা বলেছিল, কিন্তু পরে সে বিষয়ে কার্যত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। গৌতম দেব আরও দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের জন্য কিছুই করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের উদ্যোগেই চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, হাসপাতাল নির্মাণ এবং চা সু ন্দরী প্রকল্প চালু হয়েছে। তাঁর মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চা শ্রমিকদের উন্নতির জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে এবং চা শ্রমিকদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার নানাভাবে কাজ করছে। বাজেট নিয়ে উদ্বেগ-শাহ তার বক্তৃতায় রাজ্যের বাজেট বিষয়েও কড়া মন্তব্য করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, গত বছর ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার কোটি টাকার রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮৬১ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের আয়তন রাজ্যের মোট আয়তনের ২৪ শতাংশ, ফলে উত্তরবঙ্গের জন্য বাজেটের ২৫ শতাংশ বরাদ্দ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেখানে মাত্র ০.২৫ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে। এই মন্তব্যে শাহ রাজ্য সরকারের প্রতি তার ক্ষোভ এবং উত্তরবঙ্গের প্রতি অবহেলার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বিজেপির উদ্দেশ্য-অমিত শাহের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বিজেপি এবার উত্তরবঙ্গের প্রতি তার নির্বাচনী লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা স্পষ্ট করেছে। আগামী নির্বাচনে বিজেপি ২৮টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২৮টি আসন জয়ের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে, এমনটাই শাহ দাবি করেছেন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি উত্তরবঙ্গের জনগণের মধ্যে সমর্থন বৃদ্ধির চেষ্টা করছে এবং রাজ্য সরকারকে তাদের অবহেলার জন্য দায়ী করছে।

বিজেপি বনাম তৃণমূল ,ভোটযুদ্ধের তাপমাত্রা বাড়ছে-তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়ে উঠছে। শাহ যেখানে রাজ্য সরকারকে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে কঠোর সমালোচনা করছেন, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এর প্রতিক্রিয়ায় বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না। বিশেষত চা শ্রমিকদের বিষয়টি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কঠিন বিরোধ তৈরি হয়েছে, যা আগামী নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। অমিত শাহের শিলিগুড়ি সফর উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন উত্তাপ যোগ করেছে। তার বক্তব্যে উত্তরবঙ্গের বিশেষ গুরুত্ব, চা শ্রমিকদের দুরবস্থা এবং রাজ্য সরকারের সমালোচনা ছিল স্পষ্ট। আগামী দিনে উত্তরবঙ্গের জনগণের সমর্থন আদায়ে এই ইস্যুগুলো তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে ব। যুদ্ধের কারণ হয়ে উঠতে পারে। রাজনীতির এই নতুন ধারা, ভোটযুদ্ধের এই তীব্রতা, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এক নতুন অঙ্গীকারের জন্য সঙ্কেত হতে পারে।

বালুরঘাট ট্রেকার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স অর্গানাইজেশনের ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ দিনাজপুর , ১ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোফানগর ফুটবল মাঠে চলছে এক অনন্য উদ্যোগ-বালুরঘাট ট্রেকার্স অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার্স অর্গানাইজেশনের ২৬তম নেচার স্টাডি ও অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প। ৩১শে জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্প চলবে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ও তপন মহকুমার বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা ৪০ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করছে, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি ও অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। ক্যাম্পটি সফলভাবে পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ১৬ জন দক্ষ সংগঠক, যারা দিনরাত পরিশ্রম করে এই অভিজ্ঞতাকে স্মরণীয় করে তুলতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি চর্চা, পরিবেশ রক্ষা, ট্রেকিং এবং বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার কার্যকলাপের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের এক অভিনব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে এখানে। ছাত্রছাত্রীরা এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে শুধুমাত্র শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে না, বরং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন এবং পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে। তাদের জন্য রয়েছে নানা ধরণের কর্মশালা, যেমন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব জীবনধারা, এবং টিম বিল্ডিং কার্যক্রম। গোফানগর ফুটবল মাঠের সবুজ পরিবেশে এই ক্যাম্প যেন এক টুকরো শান্তির ঠিকানা। প্রকৃতির মাঝে থেকে শিক্ষার্থীরা যেমন শিখছে, তেমনি মনোরম পরিবেশে নিজেদের মানসিক চাপও কমিয়ে নিচ্ছে।

চাকরি নথিতে ভোটার তালিকায় নাম, দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কারণে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে বিপদে প।ছিলেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের চা বাগান শ্রমিক, আদিবাসী সমাজের মানুষ, এবং বনাঞ্চলের বাসিঃদারা। তাদের অভিযোগ ছিল, প্রয়োজনীয় নথির অভাবে তারা ভোটার হিসেবে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারছিলেন না। তবে এবার এই সমস্যার একটি ব। সমাধান এসেছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। চা বাগান এবং সিঙ্কোনা চা বাগানের শ্রমিকদের চাকরির নথি এখন থেকে ভোটার তালিকা যাচাইয়ে স্বীকৃতি পাবে, যা তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে। দীর্ঘদিন ধরে চা-বাগানের শ্রমিকদের, আদিবাসী সমাজের সদস্যদের এবং বনাঞ্চলবাসীদের ভোটার তালিকায় নাম ওঠানো নিয়ে নানা জটিলতা ছিল। তাদের কাছে সরকারি নথি ছিল না, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জনগণ চা বাগান বা বনাঞ্চলে বাস করেন এবং তাদের জমির মালিকানা বা কোনো রেকর্ডও নেই। অনেক সময় তাঁরা নিজের পরিচয় প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেতেন না, ফলে ভোটার তালিকায় নাম উঠানোর ক্ষেত্রে তারা সমস্যায় প।তেন। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতার কারণে রাজ্য সরকারও চা শ্রমিকদের পাট্টা দেওয়ার উদ্যোগ নিলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। তবে, গত ২৯ অগস্ট দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে এই সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। তিনি চা বাগান, সিঙ্কোনা চা বাগান এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের নথি যাচাইয়ের জন্য চাকরির নথিকেই স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি করেন। এই আবেদন গ্রহণ করে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিকরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এখন থেকে চাকরির নথিকেই ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হবে।রাজু বিস্ত সাংসদ সংবাদ মাধ্যমে জানান, এই সিদ্ধান্তের ফলে উত্তরবঙ্গের লক্ষাধিক চা শ্রমিক, ১০ হাজারেরও বেশি বনবস্তির বাসিন্দা এবং সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর পথ সুগম হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা আশ্বস্ত যে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে, ফলে চা শ্রমিকদের ভোটাধিকার নিয়ে যে সমস্যাগুলো ছিল, তা এবার দূর হবে। এর আগে এই শ্রমিকরা নিজেদের ভোটাধিকার প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে সমস্যায় প।ছিলেন। তাদের কাছে কোনো জমির মালিকানা, আধিকারিক কাগজপত্র বা সঠিক পরিচয়পত্র ছিল না। এতে করে, তারা ভোটার হিসেবে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারছিলেন না। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে কমিশন এখন থেকে চাকরির নথিকেই স্বীকৃতি দেবে।

মোথাবাড়িতে কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মোথাবাড়ি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেসে বড়সড় ধাক্কা। কালিযাচক-২ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রতিমন্ত্রী তথা ৫২ নম্বর বিধানসভার বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের হাত ধরে উত্তর পঞ্চানন্দপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চারজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে স্বাগত জানান মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তৃণমূল সূত্রে দাবি, এই যোগদানের ফলে মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় কংগ্রেস কার্যত বড় ধাক্কা খেল। উল্লেখযোগ্যভাবে, উত্তর পঞ্চানন্দপুর-১ গ্রাম পঞ্চাযেতে মোট আসন সংখ্যা ১৪টি। এর মধ্যে গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস ১০টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রধান গঠন করেছিল, অন্যদিকে তৃণমূলের দখলে ছিল ৪টি আসন।

পথশ্রী প্রকল্পে জাহান্নগর পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তার শিলান্যাস

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী,১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী-১ ব্লকের অন্তর্গত জাহাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাপুর গ্রামে পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে নতুন রাস্তা নির্মাণ কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, এলাকার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, জাহান্নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৃণাল কান্তি দেবনাথ সহ পঞ্চায়েত সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বহু সাধারণ মানুষ।অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে অতিথিরা জানান, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। রাজাপুর গ্রামের এই ঢালাই রাস্তা নির্মিত হলে এলাকার সাধারণ মানুষের যাতায়াত অনেকটাই সহজ ও নিরাপদ হবে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরাও। জানা গেছে, এই ঢালাই রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ৩১ লক্ষ টাকারও বেশি।এছাড়াও একই দিনে ভান্ডার টিকুরি দ্বীপের মাঠ এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ এই ধরা রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকারও বেশি। এই রাস্তা নির্মিত হলে দ্বীপ এলাকার মানুষের যাতায়াত, কৃষিজ পণ্য পরিবহণ ও জরুরি পরিষেবা পাওয়া অনেক সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বর্ষাকালে দীর্ঘদিন ধরে কাদা ও জল জমার সমস্যায় ভুগতে হতো তাঁদের। নতুন রাস্তা তৈরি হলে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। সার্বিকভাবে এই দুইটি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প এলাকার উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাবে বলেই মত প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের।

বালুরঘাটে খাদিমপুর লোকনাথ জ্যোতির্ময় মন্দিরে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থার শুভ সূচনা

১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, রবিবার বিকেলে বালুরঘাট লোকনাথ মিশন পরিচালিত খাদিমপুর শ্রী শ্রী লোকনাথ জ্যোতির্ময় মন্দিরে এক মহ উদ্যোগের শুভ সূচনা হলো। মন্দির এবং মিশনের জন্য প্রয়োজেনীয .পরিশ্রুত পানীয .জলের ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হয়, যা আশি হাজার টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল দাতা হলেন ডঃ সুভাশীষ কর্মকার, তার মা অনিতা বিশ্বাস ও বাবা কমল চংদ্র কর্মকার। তাদের এই দানের ফলে মন্দির ও মিশনের পরিবেশ যেমন আরও উন্নত হবে, তেমনই মিশনের সদস্য, আশ্রিত এবং স্থানীয় জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সহজলভ্য হবে। লোকনাথ মিশন বহু বছর ধরে সমাজসেবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এবার তাদের এই উদ্যোগে আরও একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা এই মহতী কাজের জন্য কর্মকার পরিবারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ কেবল একটি মিশনের উন্নযন নয, বরং এটি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার এক অনন্য উদাহরণ।

নিম গাছের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য তাই এলাকাভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্পের নিম গাছকে স্থান দেয়া উচিত

বিনয় সিংহ রায়ঃ প্রাত্যহিক জীবনে নিম গাছের কত প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলার অবকাশ থাকে না। পারিবারিক জীবনে চলার পথে নিম গাছের প্রত্যেক অংশটুকু শরীরকে সুস্থ এবং সতেজ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক উদ্ভিদ হল নিম। শোনা যায় যে কিছু মানুষ বিশ্বাস করে ভোরে বাড়ির সামনে বসানো গাছের বাতাস দেহের মধ্যে গেলে এক আলাদা শারীরিক পটুতার বাড়তি যোগান দেয়। শুধু তাই নয়, সকালে উঠে নিম পাতার সাথে কাঁচা হলুদ খেলে লিভার ভালো রাখে। ডাল থেকে কাঠি গুলি দাঁত মাজলে দাঁতে দ্রুত ক্ষয় রোগ প্রতিরোধ করে এবং দাঁতকে শক্ত রাখে। আবার নিম পাতার জল দিয়ে স্নান করলে বিভিন্ন চর্ম রোগ থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। নিম গাছে তৈরি চেয়ার টেবিল খাট জানালা দরজা পোকায় নষ্ট করতে পারে না। এই নিম গাছের পাতার ছাল এবং ফুল ফল থেকে নানা রকম

রোগের আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরীর কাজে লাগে। নিম গাছ জমিতে বসানো এবং নিম থেকে তৈরি কীটনাশক ঔষধ এবং সার তৈরি হলে জমি উর্বর শক্তি বাড়ায় ও পোকামাকড় মরে যায়। জমির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়। অতএব এই নিম গাছ মানুষের বসানো উচিত এবং সরকারের বনসৃজন প্রকল্পের প্রাধান্য দেয়া উচিত। এই মূল্যবান নিম গাছ যাতে কেহ নষ্ট না করে তার প্রতি প্রত্যেক মানুষের নজর দেওয়া উচিত। রাস্তা দুই ধারে নিম গাছ বসানোর প্রকল্প নেওয়া উচিত। নিম গাছ একটি অনন্য ঔষধি উদ্ভিদ, যার পাতা, ডাল, ছাল ও তেল অ্যান্টিসপটিক, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি গুণে ভরপুর। এটি রক্ত পরিষ্কার করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, চর্মরোগ (যেমন- ব্রণ, একজিমা) ও ত্বকের ক্ষত সারাতে, পেটের সমস্যা ও কৃমি নিয়ন্ত্রণে,ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে এবং খুশকি দূর করতে বিশেষভাবে কার্যকর। চাষ এবং শারীরিক সমস্যা আরো অন্যান্য প্রয়োজনে এই গাছের গুরুত্ব অপরিসীম।

গুসকরায় লিজ .দেওয়া দলীয় কার্যালয় পুনরুদ্ধার সিপিএমের, মিছিল করে ‘ সেন ভবন’-এ প্রবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিনের আর্থিক সঙ্কট ও আইনি টানাপোড়েনের পর অবশেষে নিজেদের দলীয় কার্যালয় পুনরুদ্ধার করল সিপিএম। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের গুসকরায় মিছিল করে শহরের লজপা।। এলাকায় অবস্থিত সিপিএমের লোকাল কমিটির কার্যালয় ‘ সেন ভবন’-এ প্রবেশ করেন দলের নেতা-কর্মীরা। ভবনের দখল নেওয়ার পর কার্যালয়ের সামনের অংশে রংও করা হয়। ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। গুসকরা শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের লজপা।। এলাকায় অবস্থিত তিনতলা ‘ সেন ভবন’ দীর্ঘদিন ধরেই সিপিএমের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল। তবে দলের আর্থিক সমস্যার কারণে কয়েক বছর আগে ওই ভবনটি এক ব্যবসায়ীকে লিজে. দেওয়া হয়। অভিযোগ, লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ভবনটির দখল ছাড়েননি। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই সিপিএমের সঙ্গে ভাড়াটের টানাপোড়েন চলছিল। শনিবার সিপিএমের ডাকা শিল্প ধর্মঘটের সমর্থনে গুসকরা শহরে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি লজপাড়া এলাকায় পৌঁছনোর পরই সিপিএম কর্মীরা দলীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন এবং পরে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছা।াই ভবনের দখল নেওয়া সম্ভব হয়েছে। সিপিএমের গুসকরা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক ইরফান শেখ বলেন, আমরা একসময় আর্থিক সমস্যার কারণে এই ভবন লিজে.দিয়েছিলাম। কিন্তু লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ওই ব্যবসায়ী দখল ছাড়ছিলেন না। একাধিক বার অনুরোধ করা হয়। শেষ পর্যন্ত দলীয় কর্মীরাই ভবনের দখল নেন। কোনও রকম বাধার মুখে পড়তে হয়নি। উল্লেখযোগ্যভাবে, ‘ সেন ভবন’-এর একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। ১৯৯৯ সালের মে মাসে তৎকালীন রাজ্য মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর হাত ধরে ভবনটির উদ্বোধন হয়। এরপর বহু বছর ধরে এই ভবন থেকেই গুসকরা শহরে সিপিএমের সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালিত হত। তবে ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সিপিএমের সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করে। তার প্রভাব প।ে দলীয় আর্থিক অবস্থার উপরেও। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক সঙ্কট সামাল দিতে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে গুসকরার বাসিন্দা ও পেশায় প্রোমোটার স্বপন পালকে ভবনটি লিজে.দেওয়া হয়। চুক্তির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। লিজের মেয়াদ ছিল তিন বছর। কিন্তু ২০২২ সালের জানুয়ারিতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও ভবনটি খালি করা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর সিপিএম নেতৃত্ব একাধিকবার ভাড়াটেকে ভবন ছাড়ার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় দল আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিল। এদিকে বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও চাপানউতর শুরু হয়। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই ইস্যুতে কটাক্ষের সুরে কথা বললেও, সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল বলে দাবি সিপিএমের। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী স্বপন পালের দাবি ছিল, তিনি নিয়ম মেনেই ভাড়া দিয়েছেন এবং কোনও অনিয়ম করেননি। তবে শনিবার সিপিএম ভবন পুনরুদ্ধার করার পর তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ১ ফেব্রু য়ারিঃ আদ্রা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলোর সময়সূচী পরিবর্তিত বা বাতিল করা হবেঃ- ট্রেন বাতিলের ঘোষণা- ৬৮০৪৬ / ৬৮০৪৫ আসানসোল-আদ্রা-আসানসোল মেমু- ০৩.০২.২০২৬, ০৫.০২.২০২৬ ও ০৭.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৮০৭৭ / ৬৮০৭৮ আদ্রা-ভাগা-আদ্রা মেমু- ০৩.০২.২০২৬, ০৫.০২.২০২৬ ও ০৮.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ৬৮০৫৩ / ৬৮০৫৪ আদ্রা-বারাভূম-আদ্রা মেমু- ০৮.০২.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে।সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত সূচনা ট্রেন- ১৮০১৯ / ১৮০২০ ঝাড়গ্রাম-ধনবাদ-ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস -০২.০২.২০২৬ থেকে ০৫.০২. ২০২৬ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হলে বোকারো স্টিল সিটি তে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত সূচনা করা হবে। ১৩৫০৩ / ১৩৫০৪ বর্ধমান-হাতিযা.-বর্ধমান স্বক্ষস্বঙ্গ এক্সপ্রেস - ০২.০২.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরু করলে NSCB গোমোহ তে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত সূচনা করা হবে।

৬৮০৯০ / ৬৮০৮৯ আদ্রা-মিডনাপুর-আদ্রা মেমু-০২.০২. ২০২৬ থেকে ০৭.০২.২০২৬ পর্যন্ত যাত্রা শুরু করলে গারবেটা তে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত সূচনা করা হবে। ৬৮০৯০ / ৬৮০৮৯ আদ্রা-মিডনাপুর-আদ্রা মেমু- ০৮.০২. ২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরু করলে বিষ্ণুপুর তে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত সূচনা করা হবে। ৬৮০৫৬ / ৬৮০৬০ তাতানগর-আসানসোল-বারাভূম মেমু- ০৩.০২.২০২৬ থেকে ০৫.০২.২০২৬ এবং ০৭.০২.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরু করলে আদ্রা তে সংক্ষিপ্ত সমাপ্তিসংক্ষিপ্ত সূচনা করা হবে।ট্রেনের বিকল্প রুটে চলাচল- ১৮৬০১ তাতানগর-হাতিয়া এক্সপ্রেস - ০৩.০২.২০২৬ থেকে ০৫.০২.২০২৬ এবং ০৭.০২.২০২৬ তারিখে যাত্রা শুরু করলে চাঁদিল-গুন্ডা বিহার-মুরি হয়ে চলবে। প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে যাত্রা করুন।

আশ্বাস মিললেও বাস্তবায়িত হলনা, কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বন্ধ হল বিমান পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ একের পর এক রাজনৈতিক আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি ও বক্তব্যের পরেও শেষ পর্যন্ত কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হল না। নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুক্রবার পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে গেল কলকাতা-কোচবিহার রুটের নয় আসনের বিমান পরিষেবা। বিমান চালানোর দায়িত্বে থাকা সংস্থা ইন্ডিয়া ওয়ান এয়ার আগেই ঘোষণা করেছিল, ৩১ জানুয়ারির পর তারা আর এই রুটে বিমান চালাবে না। সংস্থার সেই ঘোষণামতোই বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গের এই ঐতিহাসিক শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে।জানা গিয়েছে, জানুয়ারি মাসে কার্যত নামমাত্রভাবেই এই বিমান পরিষেবা চালু ছিল। গোটা মাসে মাত্র একদিন কোচবিহার বিমানবন্দদরে বিমান নামলেও নিয়মিত পরিষেবা কার্যত বন্ধই ছিল। এর মধ্যেই ৩১ জানুয়ারি শেষ সময়সীমা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তপরতা বা। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি-দুই দলের তরফ থেকেই বিমান পরিষেবা চালু রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা ছিল, অন্তত বিকল্প কোনও সংস্থা এসে পরিষেবা চালু করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশা বাস্তবায়িত হল না। কোচবিহার বিমানবন্দর পরিদর্শন করে বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও দাবি করা হয়েছিল, তারাও বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও কোনও সংস্থা এগিয়ে না আসায় বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। কোচবিহার বিমানবঃদরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক শুভাশিস পাল জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া ওয়ান এয়ারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্তই বিমান চালানোর কথা ছিল। সেই অনুযায়ী সংস্থাটি আগেই নোটিস দিয়ে পরিষেবা বন্ধের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। যেহেতু তারা আর বিমান চালাবে না, তাই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সংস্থাটিকে তাদের আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি আরও জানান, নতুন করে কোনও বিমান সংস্থা এখনও কোচবিহার থেকে বিমান চালানোর বিষয়ে চূড়ান্ত আগ্রহ দেখায়নি। নয়ডার একটি বিমান সংস্থার সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হলেও তারা এখন পর্যন্ত বিমানবন্দর পরিদর্শনে আসার বিষয়েও সম্মতি দেয়নি। ফলে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কোচবিহার বিমানবন্দর কার্যত নন-অপারেশনাল হয়ে গেল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার ও কলকাতার মধ্যে নয় আসনের বিমান পরিষেবা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর চালু হওয়া এই পরিষেবা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মী, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ-সব মহল থেকেই যাত্রী চাহিদা

কমলো বিড়ি শিল্পে জিএসটি, সুফল কি পাবেন মুর্শিদাবাদের কয়েক লক্ষ বিড়ি শ্রমিক

মিঠুন হালদারঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত মালিক এবং শ্রমিকদের জন্য বড় সুখবর শোনালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। পানমশলা, সিগারেটের মতো তামাক জাত দ্রব্যের উপর এক ধাক্কায় ৪০ শতাংশ জিএসটি বসালেও বিড়ি শিল্পকে কিছুটা নিস্তার দিয়ে প্রস্তাবিত জিএসটি 'স্ল্যাব' ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করবার কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রস্তাবিত নতুন কর কাঠামো আজ থেকেই চালু হয়ে যাচ্ছে। গতবছর কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে বিড়ি ,সিগারেট এবং তামাকজাত দ্রব্যের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটি লাগু করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছিল। তারপর থেকেই আশঙ্কার মেঘ জমেছিল মুর্শিদাবাদের বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত মালিক এবং শ্রমিক পক্ষের মধ্যে। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ বিড়ি শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত। কেবলমাত্র জঙ্গিপুর মহকুমাতে ৯ লক্ষর বেশি বিড়ি শ্রমিক রয়েছেন। জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ১০০-র বেশি বিড়ি ফ্যাক্টরি রয়েছে। বিড়ি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অনুমান, কেন্দ্র সরকার জিএসটি-র হার কমানোয় একদিকে যেমন বিড়ি ফ্যাক্টরি মালিকেরা বড় রেহাই পেতে চলেছেন অন্যদিকে বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যে সমস্ত শ্রমিকেরা জড়িত তাঁরাও এখন সঠিক মজুরি পাবেন বলে সব পক্ষেরই মত। প্রসঙ্গত, বিড়ি শিল্পের সঙ্গে বিড়ি তৈরির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেন্দ (তেন্দু) পাতার উপর ৫ শতাংশ জিএসটি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র সরকার। এই হারও আগের তুলনায় কম। গত বছর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ৪০ শতাংশ জিএসটি বসানোর প্রস্তাব অনুমোদন করার পর অনেকেই মনে করেছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলায় বিড়ি উপাদন প্রায় ২৫ শতাংশ কমে যাবে। তবে কেন্দ্র সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তে বিড়ি শিল্প নতুন করে অক্সিজেন পেতে চলেছে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মত। সূত্রের খবর, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি মালিকদের কাছ থেকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার জিএসটি আদায় হয়েছিল। বর্তমানে ১০০০ বিড়ি

তৈরির জন্য শ্রমিকদের ২১০ টাকা মজুরি ধার্য থাকলেও বেশিরভাগ বিড়ি ফ্যাক্টরি মালিক শ্রমিকদেরকে ১৯৫ টাকার বেশি মজুরি দেন না বলেই অভিযোগ। নতুন কর কাঠামোয় মালিক পক্ষের হাতে অতিরিক্ত টাকা সঞ্চয় হওয়ার সুযোগ তৈরী হওয়ায় শ্রমিকেরা এখন নিজেদের সঠিক মজুরি পাবেন বলেই আশায় দিন গুনছেন। মুর্শিদাবাদ সিআইটিইউ জেলা কমিটির সদস্য রুহুল আমিন বলেন,এই জেলার দু-একটি বড় বি।ি কোম্পানি ছাড়া কেউই শ্রমিকদেরকে বিড়ি বাঁধার জন্য তাঁদের প্রাপ্য মজুরি দেন না। বেশিরভাগ ফ্যাক্টরির মালিকই ১৯৫ টাকার বেশি মজুরি শ্রমিকদেরকে দেন না। এতদিন ধরে মালিকদের দাবি ছিল তাঁদেরকে কেন্দ্র সরকারকে অতিরিক্ত জিএসটি দিতে হচ্ছে সেই কারণে তাঁরা শ্রমিকদেরকে প্রাপ্য মজুরি দিতে পারছেন না। তিনি বলেন, কোনও শ্রমিক মজুরি নিয়ে বেশি জোরাজুরি করলে তাঁকে সপ্তাহে প্রত্যেকদিন কাজ দেওয়া হয় না। শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সবথেকে বেশি শোষণ করেন ছোট বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিকেরা। আমরা আশাবাদী কেন্দ্র সরকার জিএসটি হার কমানোয় এখন থেকে শ্রমিকেরা নিজেদের প্রাপ্য মজুরি পাবেন। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলার অন্যতম বড় বিড়ি ব্যবসাযী. মনিরুল ইসলাম কেন্দ্র সরকারে জিএসটির কমানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বি।ি শিল্পের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িয়ে রয়েছে। বিড়ি মালিকদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানোর ফলে অনেক সময় মালিকেরা ইচ্ছা থাকলেও শ্রমিকদেরকে সঠিক বেতন সময় মত দিতে পারতেন না। আমরা আশাবাদী জিএসটি কমার ফলে মালিকপক্ষের হাতে অতিরিক্ত টাকা এলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে জিএসটি কমানোর এই সিদ্ধান্তে বিড়িফ্যাক্টররি মালিক বা শ্রমিক কেউই লাভবান হবে না বলে দাবি করেছেন ঔরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজকুমার জৈন। তিনি বলেন ,কেন্দ্র সরকার বিড়ি শিল্পে ১০ শতাংশ জিএসটি কমিয়ে আজ থেকেই ১০ শতাংশ 'কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক 'বসিয়েছে। তার ফলে জিএসটি কমানোর কোনও লাভ কোনও পক্ষই পাবে না।

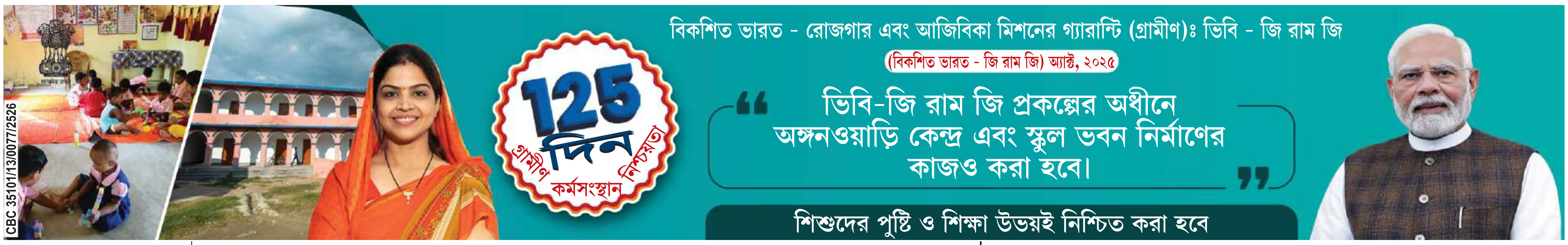

শীঘ্রই বিয়ের পিঁড়িতে অর্জুন তেণ্ডুলকর

মুম্বাই, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ তেণ্ডুলকর পরিবারে ফিরছে উৎসবের আলো। ক্রিকেটের ময়দানে নয়, জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন শচীন তেণ্ডুলকরের পুত্র অর্জুন তেণ্ডুলকর। বাগদানের ঠিক ছ'মাসের মাথায় সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন অর্জুন ও সানিয়া চন্দোক। আর এই সুখবরের দিনক্ষণ এবার নিজেই নিশ্চিত করলেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেণ্ডুলকর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৫ মার্চ বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অর্জুন। বহু সেলিব্রিটি বিয়ের মতো কোনও ডেস্টিনেশন ওয়েডিং নয়-নিজের শহর মুম্বইতেই হতে চলেছে তেণ্ডুলকর পরিবারের এই বিশেষ অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বন্ধু ও আমন্ত্রিতদের কাছে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর।

গত বছরের ১৩ আগস্ট অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে বাগদান সেরেছিলেন অর্জুন তেণ্ডুলকর ও সানিয়া চন্দোক। সেই অনুষ্ঠানে দুই পরিবারের অল্প কয়েকজন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। কোনও জাঁকজমক, কোনও প্রচার-সবটাই ছিল নিভৃত ও ব্যক্তিগত। শচীন পরিবারও সেই সময় বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেনি। ফলে অর্জুনের বাগদানের খবর সামনে আসতেই চমকে গিয়েছিলেন অনেকে। বাগদানের পর ধীরে ধীরে সামনে আসে তাঁদের সম্পর্কের নানা ঝলক। শচীনকন্যা সারা তেণ্ডুলকরের সঙ্গে প্রায়ই দেখা গিয়েছে সানিয়াকে। ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, সারা ও সানিয়া দীর্ঘদিনের বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব থেকেই অর্জুন-সানিয়ার পরিচয়, আর সেখান থেকেই সম্পর্ক গা। হয়। শেষ পর্যন্ত তা গড়ায় বিয়ের সিদ্ধান্তে। বেশ কয়েক মাস ধরেই জল্পনা চলছিল-আইপিএল শুরুর আগেই কি বিয়ে সারবেন অর্জুন? সেই জল্পনাতেই এবার সিলমোহর পড়ল। কারণ, ৫ মার্চের বিয়ের পরই আইপিএলের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তিনি। এবারের আইপিএলে অর্জুন তেণ্ডুলকরকে দেখা যাবে লখনউ সুপার জায়ান্টস-এর জার্সিতে। এতদিন তিনি শুধুমাত্র মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের স্কোয়াডেরই অংশ ছিলেন। নতুন দলে নতুন সুযোগ-আর তার ঠিক আগেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন শচীনপুত্র। তবে ক্রিকেটীয় দিক থেকে সাম্প্রতিক সময়ে খুব একটা ছন্দে দেখা যায়নি অর্জুনকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে গোয়ার হয়ে ওপেন করেছেন, পেস বোলিংও করেছেন, কিন্তু ব্যাট কিংবা বল-কোনও বিভাগেই বড় সাফল্য ধরা দেয়নি। তবু নতুন মরশুমে নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরার লক্ষ্যেই এগোচ্ছেন তিনি। আর সেই যাত্রার আগে ব্যক্তিগত জীবনে এই বড় পরিবর্তন নিঃসন্দেহে তাঁর কাছে বিশেষ।অর্জুনের হবু স্ত্রী সানিয়া চন্দোক মুম্বইয়ের পরিচিত শিল্পপতি পরিবারের সদস্য। তিনি বিখ্যাত ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি। ঘাই পরিবার একাধিক সফল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।

বরফ কি সত্যিই গলল? বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচে টসের মুহূর্তে করমর্দন এড়ালেন দুই অধিনায়ক, বার্তা দিল নীরবতাই

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই শুধু ব্যাট-বলের লড়াই নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রাজনীতি, আবেগ আর প্রতীকী বার্তা। ২০২৬ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও তার ব্যতিক্রম হল না। বহুল আলোচিত ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের টসের মুহূর্তে আবারও চিরাচরিত সৌজন্যের ছবি অনুপস্থিত। টসের সময় ভারত অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে ও পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন ফারহান ইউসুফ সচেতনভাবেই করমর্দন এড়িয়ে গেলেন। কোনও হাত মেলানো নয়, নেই সৌজন্যমূলক হাসি বা চোখাচোখি-নীরবতাই যেন সব কথা বলে দিল। রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি জিম্বাবোয়ের বুলাওয়ায়ো শহরের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্স পর্বের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেমিফাইনালের টিকিট পাওয়ার লড়াইয়ে এই ম্যাচ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে নামার আগেই টসের সময়কার এই মুহূর্ত ক্রিকেটমহলে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। সাধারণত টসের আগে

দুই দলের অধিনায়ক সৌজন্যের অংশ হিসেবে হাত মেলান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটি দীর্ঘদিনের এক অলিখিত রীতি। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সেই রীতি যে ধীরে ধীরে অতীতের পাতায় ঠাঁই নিচ্ছে, তা আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল। টসের সময় আয়ুষ মাত্রে ও ফারহান ইউসুফ কেউই হাত বাড়াননি। কোনও কথাবার্তাও হয়নি। পুরো প্রক্রিয়াটি দ্রুত ও আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। এই দৃশ্য নতুন নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের একাধিক ফরম্যাটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে করমর্দন এড়ানোর প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে প্রথম এই বিষয়টি নজরে আসে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল অক্টোবর মাসে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত মহিলা বিশ্বকাপেও। সেবার ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও পাকিস্তানের ফাতিমা সানাও টসের সময় হাত মেলাননি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও এই প্রবণতা অব্যাহত। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই টুর্নামেন্টেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচের সময়ও টসে করমর্দন করেননি ভারত অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। ফলে পাকিস্তান ম্যাচে এই আচরণকে নিছক কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে নারাজ বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এটি এখন একটি সচেতন বার্তা, যা মাঠের বাইরের বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত করছে। তবে সব ক্ষেত্রেই সম্পর্ক যে একেবারে তিক্ত, তা নয়। উদাহরণ

অব্যবস্থার প্রতিবাদে নড়ল ফেডারেশন, সন্তোষে বাংলার ম্যাচ পিছোল-'শুভবুদ্ধির উদয়', কটাক্ষ আইএফএ'র

কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঠে একের পর এক জয়। কিন্তু মাঠের বাইরে অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা আর চরম অবহেলার বিরুদ্ধে সমানতালে লড়াই চালাতে হচ্ছে বাংলার ফুটবলারদের। অসমে আয়োজিত চলতি সন্তোষ ট্রফিতে সংগঠকদের গাফিলতির জেরে কার্যত বিপর্যস্ত বাংলার দল। শেষ পর্যন্ত বাংলার ফুটবল সংস্থার কড়া প্রতিবাদের মুখে পড়ে কোয়ার্টার ফাইনালের সূচি বদলাতে বাধ্য হল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। গ্রুপ পর্বে লিগ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা। সঞ্জয় সেনের ছেলেদের ২ ফেব্রুয়ারি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার কথা ছিল। কিন্তু আইএফএ (ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন)-এর পাঠানো তীব্র ভাষার চিঠির পর সেই ম্যাচ পিছিয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টায় করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা কমিটির তরফে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়ে সূচি পরিবর্তনের কথা জানানো হয়েছে। ম্যাচের সময় বদলানোর পরই আইএফএ সভাপতি অনির্বাণ দত্ত কটাক্ষ করে বলেন, অবশেষে ফেডারেশনের শুভবুদ্ধির উদয় হল। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। শুক্রবার অসমের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলেছিল বাংলা। সেই ম্যাচের পর দলকে প্রায় ১২ ঘণ্টা বাসে সফর করতে হয়। ঢেকুয়াখানা স্টেডিয়াম থেকে সন্ধ্যা

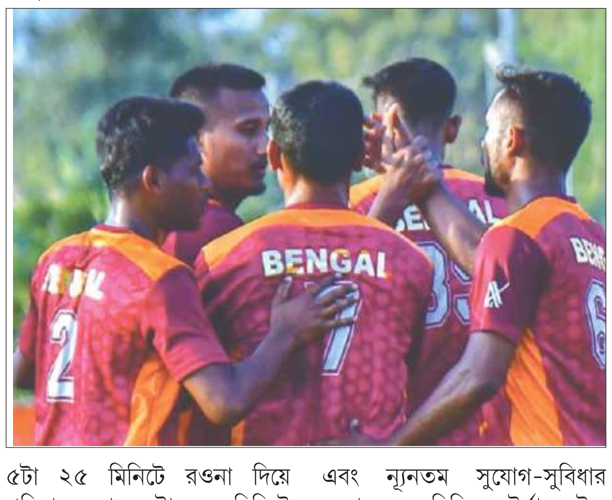

৫টা ২৫ মিনিটে রওনা দিয়ে শনিবার ভোর ৪টা ৪৪ মিনিটে হোটেলে পৌঁছয় দল। আড়াই ঘণ্টার রাস্তা পেরোতে লেগে যায় প্রায় ১২ ঘণ্টা। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, এই দীর্ঘ যাত্রায় খেলোয়াড়দের জন্য পর্যাপ্ত খাবার বা জলের ব্যবস্থাও ছিল না। এই দীর্ঘ যাত্রার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে ডিব্রুগড়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং মিসিং জনজাতির উৎসব। অথচ এই সব কর্মসূচি অনেক আগেই নির্ধারিত ছিল। তা সত্ত্বেও কেন আগেভাগে ম্যাচ সূচিতে পরিবর্তন করা হয়নি-তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আইএফএ। পরপর ম্যাচ খেলে পর্যাপ্ত রিকভারির সময় না পাওয়া, দীর্ঘ ক্লান্তিকর সফর এবং ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব-সব মিলিয়ে টুর্নামেন্টের আয়োজনে চরম বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলেছে বাংলা। আইএফএ স্পষ্ট ভাষায় এআইএফএফ-কে জানিয়েছে, স্থানীয় স্তরের অনেক টুর্নামেন্ট ও এর চেয়ে ভালোভাবে আয়োজন করা হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলার প্রতিবাদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ফেডারেশন। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে-জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের ন্যূনতম মর্যাদা ও নিরাপত্তা কবে নিশ্চিত হবে?

'খেলো ইন্ডিয়া মিশন'-এর মাধ্যমে ভারতের ক্রীড়াশক্তি গড়ে তোলার পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব পায় ক্রীড়াক্ষেত্র, যেখানে আগামী এক দশকে ভারতের ক্রীড়া সেক্টরে আমূল পরিবর্তন আনার জন্য 'খেলো ইন্ডিয়া মিশন'-এর ঘোষণা করেন তিনি। বিশ্বমঞ্চে ক্রিকেট, ফুটবল, দাবার মতো ক্রীড়ায় ভারত সাফল্য দেখালেও, ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডসহ অন্যান্য ক্রীড়ায় এখনও তেমন উন্নতি হয়নি। নানা সমস্যার মধ্যে সঠিক পরিকাঠামো ও উন্নত ক্রীড়াসামগ্রীর অভাব অন্যতম। এবার সেই খেলার খাতেই নজর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। কী ঘোষণা করেছেন তিনি? এদিন বাজেটে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জানান, ভারতকে বিশ্বমানের ক্রীড়াশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভারতীয় বাজারের উন্নতি ও স্বনির্ভরতা লক্ষ্য রেখে, বিশ্বমানের অথচ কম দামের ক্রীড়াসামগ্রী তৈরির ওপর জোর দেওয়া হবে। এর জন্য গবেষণা, সরঞ্জামের নকশা এবং মেটেরিয়াল সায়েন্সে নতুনত্ব আনা হবে। ফলে দেশীয় সংস্থাগুলি উন্নত ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদনে সক্ষম হবে এবং আমদানির ওপর নির্ভরতা কমবে।

বিশ্বমঞ্চে আরও অ্যাথলিটদের সাফল্য লাভের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার বিশেষ SME গ্রোথ ফান্ড গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এই ফান্ডের আওতায় ক্রীড়াসংস্থাগুলি ইনসেন্টিভ পাবে এবং ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারী স্টার্টআপগুলিও লাভবান হবে। এই পুরো পরিকল্পনা 'খেলো ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির আওতায় থাকবে। গত অর্থবর্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রককে ৩,৭৯৪ কোটি ৩০ লাখ টাকার বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, এবং 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের জন্য ছিল সবচেয়ে বেশি অর্থ। এবার সেই প্রকল্পকেই আরও শক্তিশালী করে এক নতুন দিশা দেখানোর ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

'স্পষ্ট চাকিং!' অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে পাক স্পিনারের অ্যাকশন ঘিরে তীব্র বিতর্ক

লাহোর, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের একবার বোলিং অ্যাকশন বিতর্কে পাকিস্তান ক্রিকেট। এবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পাক স্পিনার উসমান তারিক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁর বোলিং অ্যাকশন আইসিসির নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে কি না-এই প্রশ্ন ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। মাঠেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে অনেকেরই দাবি, এটি স্পষ্ট চাকিং। শনিবার লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি তে প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান তোলে ১৯৮ রান। অধিনায়ক সলমন আলি আঘার ৭৬ রানের ইনিংসের পাশাপাশি অর্ধশতরান করেন উসমান তারিক নিজেও। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাক স্পিন আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি অস্ট্রেলিয়া। আবরার আহমেদ, শাদাব খান ও তারিকের ঘূর্ণিতে মাত্র ১০৮ রানেই গুটিয়ে যায় অজি ইনিংস। ৯০ রানের বিশাল জয়ে সাত বছর পর টি-টোয়েঃিট সিরিজ জেতে পাকিস্তান। কিন্তু মাঠের এই দাপুটে জয় মুহূর্তের মধ্যেই চাপা পড়ে যায় বিতর্কে। গ্রিনের আউটই বিতর্কের সূচনা-ম্যাচের ১১তম ওভারে উসমান তারিকের করা পঞ্চম বলে ব। শট খেলতে গিয়ে পয়েঃট ক্যাচ দেন ক্যামেরন গ্রিন। ২০ বলে ৩৫ রান করে আউট হন তিনি। কিন্তু সেই আউটের পরই দৃশ্যপট বদলে যায়। মাঠ ছাড়ার সময় গ্রিনকে প্রকাশ্যে বিরক্তি ও হতাশা দেখাতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ড্রেসিংরুমে ফেরার পথে তিনি বারবার তারিকের বোলিং অ্যাকশন অনুকরণ করতে থাকেন। ডাগআউটে বসেও কোচিং স্টাফদের সামনে সেই অ্যাকশন নকল করেন গ্রিন। তাঁর শরীরী ভাষা এবং অঙ্গভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল-তিনি উসমান তারিকের বিরুদ্ধে চাকিংয়ের অভিযোগ তুলছেন। যদিও ম্যাচ চলাকালীন অজি দল বা অন-ফিল্ড আম্পায়ারদের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ফলে ম্যাচে বল করতে কোনও সমস্যায় পড়েননি পাক স্পিনার। আইসিসির নিয়ম কী বলে? আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনও স্পিনার বল ছোড়ার সময় কনুই সর্বাধিক ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাঁকাতে পারেন। এই সীমা অতিক্রম করলেই সেটিকে ' হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সেই বোলিং অ্যাকশন

ফুটবলের বদলে হিংসার দাপট! স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে গলা টিপে ধরা, ছুড়ে ফেলা-ইপিএল ম্যাচে 'গুণ্ডামি'

১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মতো বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ফুটবল মঞ্চে শনিবার দেখা গেল একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও নিন্দনীয় ছবি। চেলসি বনাম ওয়েস্ট হ্যামের ম্যাচে ফুটবলের সৌন্দর্য নয়, শেষ পর্যন্ত শিরোনাম কাড়ল হিংসা, রাগ আর নিয়ন্ত্রণহীন আচরণ। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে ম্যাচের শেষদিকে যে দৃশ্য তৈরি হয়, তা দেখে হতবাক ফুটবলপ্রেমীরা। মাঠেই বিপক্ষ ফুটবলারকে ধরে ছুড়ে ফেলা, গলা টিপে ধরার মতো ভয়ঙ্কর আচরণে ম্যাচ কার্যত ' পানার গুণ্ডামি'-তে পরিণত হয়। গোটা ঘটনার ভিডিও মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও প্রথমার্ধে পুরোপুরি দাপট দেখায় ওয়েস্ট হ্যাম। জ্যারড বাওয়েনদের আক্রমণের সামনে একেবারেই অসহায় দেখায় চেলসি ডিফেন্স। প্রথম ৪৫ মিনিটেই জোড়া গোল করে এগিয়ে যায় ওয়েস্ট হ্যাম। গ্যালারিতে উপস্থিত চেলসি সমর্থকরা তখন হতাশা ও ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। মনে হচ্ছিল, ঘরের মাঠে বড় লজ্জার মুখেই পড়তে চলেছে চেলসি। তবে বিরতির পর সম্পূর্ণ বদলে যায় ম্যাচের ছবি। ধীরে ধীরে খেলায় ফেরে চেলসি। ৫৭ মিনিটে পেদ্রোর গোলে আশার আলো দেখতে শুরু করে নীল জার্সিধারীরা। এরপর ৭০ মিনিটে কুকুরেয়ার দুর্দান্ত গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় চেলসি। তখন থেকেই ম্যাচের উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। দুই দলই জয় ছিনিয়ে নেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাতে থাকে। সংযুক্ত সময়ে নাটকের চূড়ান্ত রূপ নেয় ম্যাচ। একেবারে শেষ মুহূর্তে অভাবনীয় গোল করে চেলসির জয় নিশ্চিত করেন এনজো ফার্নান্ডেজ। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে তখন উল্লাসের জোয়ার। কিন্তু সেই আননন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। চেলসির তৃতীয় গোলের পরেই মেজাজ হারাতে শুরু করেন ওয়েস্ট হ্যামের ফুটবলাররা। নিশ্চিত জয় হাতছাড়া হওয়ার হতাশা দ্রুত রূপ নেয় আগ্রাসনে। মাঠের মাঝেই আচমকা কুকুরেয়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগে আডামা ট্রেয়রের। পড়ে যান চেলসি তারকা। কিন্তু উঠে দাড়াানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেন ট্রেয়র। সেখান থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই দলের ফুটবলাররা একে অপরের ওপর চড়াও হন। হাতাহাতি, ধাক্কাধাক্কিতে মাঠ কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।হিংসা এখানেই থামেনি। পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, ওয়েস্ট হ্যামের ডিফেন্ডার তোদিবো পেদ্রোকে টেনে-হিঁচড়ে বিজ্ঞাপনী বোর্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এরপর দুই হাত দিয়ে পেদ্রোর গলা টিপে ধরেন তিনি। এমন দৃশ্য ইপিএলের মতো লিগে সচরাচর দেখা যায় না।

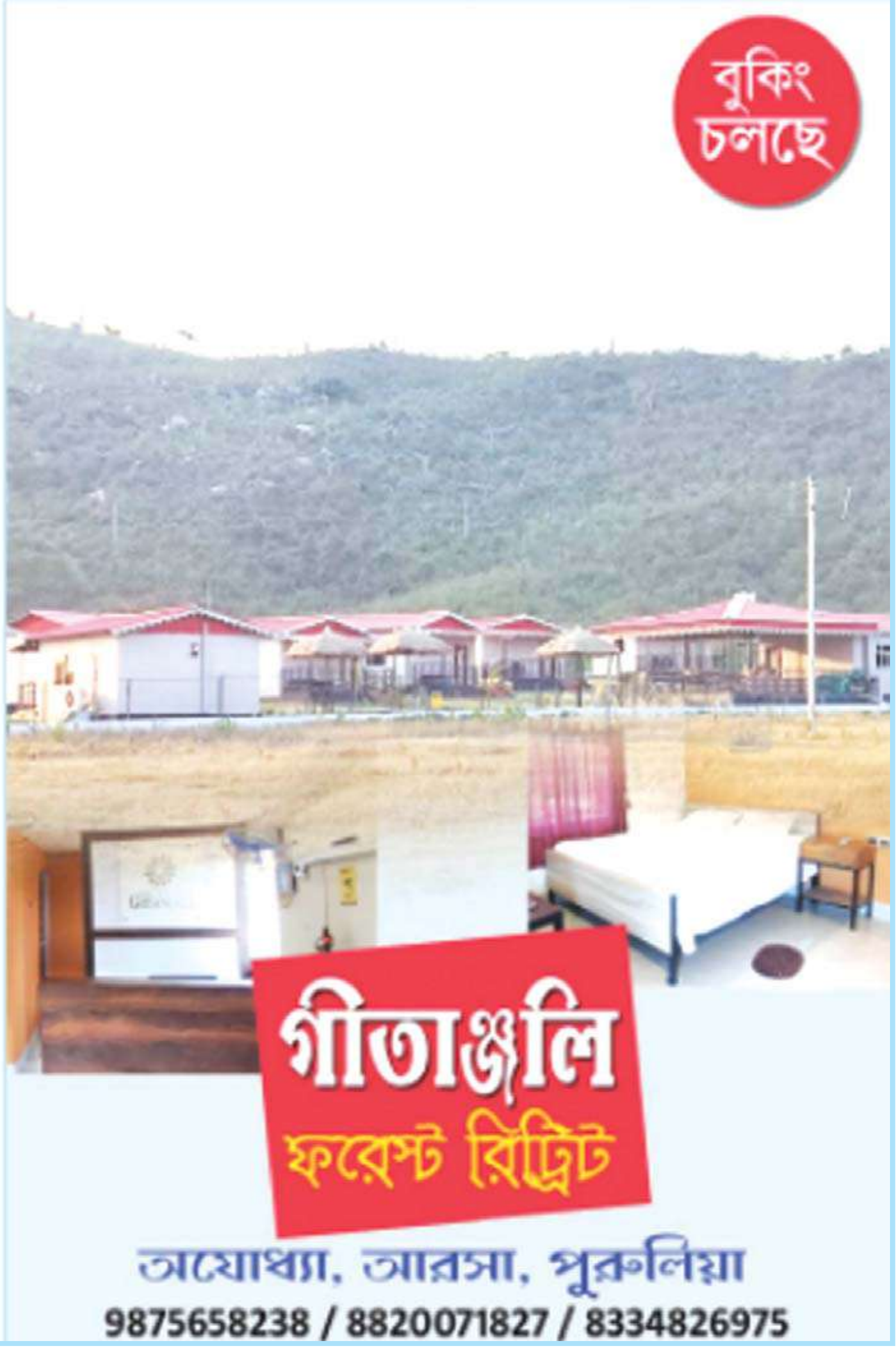

নতুন কোনও কর্পোরেট চমক আইপিএল জয়ের পর আরসিবি বিক্রির জল্পনায় উত্তাল ক্রিকেট দুনিয়া

মুম্বাই, ১ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০২৫ সালের আইপিএল জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দীর্ঘ ১৭ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ট্রফি উঠেছে বিরাট কোহলিদের হাতে। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন বিতর্ক ও জল্পনায় ঘিরে ধরেছে বেঙ্গালুরুর এই জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিকে। ট্রফি উদযাপনের সময় সমর্থকদের মৃত্যুর ঘটনা থেকে শুরু করে-এ বার আলোচনার কেন্দ্রে আরসিবি-র মালিকানা বদলের সম্ভাবনা। একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, আরসিবি-র কর্ণধার সংস্থা ডিয়াজিও দলটি বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছে। আর সেই খবরে কার্যত নড়েচড়ে বসেছে দেশের বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি। কে হবে আরসিবি-র নতুন মালিক-তা নিয়েই এখন তুমুল জল্পনা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বর্তমান মালিক ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেড, যার নিয়ন্ত্রণ ডিয়াজিওর হাতে। বিশ্বের অন্যতম বৃহ গ্লোবাল লিকার জায়ান্ট এই সংস্থা বহু বছর আগে ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আইপিএল-এ পা রেখেছিল। বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি. তাদের জন্য শুধু একটি ক্রিকেট দল নয়, বরং একটি শক্তিশালী মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ছিল। কিন্তু ২০২৫ সালের আইপিএল জয়ের পর আরসিবি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু ও বাজারদর কার্যত আকাশছোঁয়া। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িকভাবে ' সময়েই এক্সিট' নেওয়ার কৌশল নিয়েছে ডিয়াজিও-এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের। রিপোর্ট অনুযায়ী, আরসিবি বিক্রির জন্য প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা দাম হাঁকিয়েছে ডিয়াজিও। আরসিবি-র মতো জনপ্রিয় ও লাভজনক ফ্র্যাঞ্চাইজি .কেনার দৌড়ে যে একাধিক শক্তিশালী নাম থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে সম্ভাব্য ক্রেতাদের একটি চমকপ্রদ তালিকা। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি সিরাম ইনস্টিটিউটের সিই ও আদার পুনাওয়ালা নিজেই এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ জানিয়েছেন, তিনি আরসিবি কেনার জন্য শক্তিশালী বিড করবেন। আরসিবি-কে তিনি আইপিএল -এর সবচেয়ে আইকনিক ফ্র্যাঞ্চাইজি .বলেও উল্লেখ

করেন। ক্রিকেট ও ব্র্যান্ড-দু'দিক থেকেই আদারের এই আগ্রহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আদানি গ্রুপঃ ২০২২ সালে আমেদাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি. কেনার দৌড়ে ব্যর্থ হয়েছিল আদানি গ্রুপ। যদিও বিশ্বের একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি. লিগে তাদের বিনিয়োগ রয়েছে, IPL এখনও তাদের অধরা। RCB কেনা হলে সেই শূন্যতা পূরণ হবে। তাই এবার আদানি গ্রুপ যে বড়সড় ঝাঁপাতে পারে, তা উ।ায়ে দিচ্ছেন না কেউই।

পারথ জিন্দাল (JSW গ্রুপ)ঃ JSW গ্রুপ ইতিমধ্যেই দিল্লি ক্যাপিটালসের সহ-মালিক (GMR গ্রুপের সঙ্গে যৌথভাবে)। IPL-এর নিয়ম অনুযায়ী, একই ব্যক্তি বা সংস্থা দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক হতে পারে না। ফলে RCB কিনতে হলে দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে সরে আসতে হবে জিন্দাল গোষ্ঠীকে। তবেঙ্গ্গ-এ বেঙ্গালুরু এফসি-র মালিক JSW গ্রুপ হওয়ায়, বেঙ্গালুরু শহরে ক্রিকেট ব্যবসা বিস্তারের আগ্রহ তাদের রয়েছে।

আমেরিকার প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম ঃ

ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকার অন্তত দুটি প্রাইভেট ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম RCB কেনার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে। যদিও এখনও সংস্থাগুলোর নাম প্রকাশ্যে আসেনি, তবু বিদেশি লগ্নির সম্ভাবনা উ।ায়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

সঞ্জীব গোভিলঃ মেজর লিগ ক্রিকেটে ওয়াশিংটন ফ্রিডম ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ব্যবসায়ী সঞ্জীব গোভিলও RCB কেনার দৌড়ে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ব্যবসায় তাঁর অভিজ্ঞতা ব। ফ্যাক্টর হতে পারে।

চমকপ্রদ নাম-সুকেশ চন্দ্রশেখরঃ সবচেয়ে বিতর্কিত নামটি হল জেলবন্দি কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখর। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি ৩০ জানুয়ারি ডিয়াজিওকে আবেদন করে LS হোল্ডিংসের মাধ্যমে ১ বিলিয়ন ডলার প্রস্তাব দিয়েছেন। বেঙ্গালুরুকে নিজের ' বলে দাবি করে তিনি RCB কিনতে চান। যদিও বাস্তবে এই প্রস্তাব কতটা গুরুত্ব পাবে, তা নিয়ে প্রবল সন্দেহ রয়েছে।

RCB শুধুই একটি ক্রিকেট দল নয়-এটি একটি আবেগ, একটি ব্র্যান্ড। নতুন মালিক এলে দল পরিচালনার দর্শন, বিনিয়োগের ধরন এবং ভবিষ্য পরিকল্পনায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা-দেখা যাক, বেঙ্গালুরুর লাল-কালো জার্সির ভবিষ্য শেষ পর্যন্ত কার হাতে যায়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com